পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 166 Monday, 18 May, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৬৬ সংখ্যা ✱ ৩ জৈষ্ঠ্য ১৪৩৩, সোমবার, ১৮ মে, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ভোটপ্রচারে তুঙ্গে রাজনৈতিক উত্তাপ

‘তোমাকে খুব মিস করছি, একটু তো এসো’- ফলতা থেকে অভিষেককে খোঁচা শমীকের

২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। তারই মধ্যে নির্বাচনী প্রচারে নেমে তীব্র আক্রমণ শানালেন শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্যে এদিন বারবার উঠে এল আত্মবিশ্বাস, কটাক্ষ এবং রাজনৈতিক পালাবদলের দাবি। তিনি কার্যত ঘোষণা করেন, রাজ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে গিয়েছে এবং শাসক দলকে অতীত করে নতুন রাজনৈতিক অধ্যায় শুরু হয়েছে। ফলতার মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বাংলার মানুষ এখন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, রাজ্যের অধিকাংশ আসনেই বিজেপির অবস্থান শক্তিশালী হযেছে এবং তৃণমূলের ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। যদিও এই দাবি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক রয়েছে, তবু তাঁর বক্তব্যে আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট ছিল। বক্তৃতার একেবারে শুরু থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, মানুষ এখন তৃণমূলকে অতীত করে দিয়েছে। বাংলায় নতুন জমানা শুরু হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে শাসক দলের প্রশাসনিক ভূমিকা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং অতীত শাসনব্যবস্থার সমালোচনা। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি একাধিক মন্তব্য করেন। অভিষেক -এর নাম না করে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, আগে প্রশাসন ও রাজনীতি একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি আর নেই। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, একসময় এলাকার রাজনীতি, প্রশাসন এবং পুলিশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ছিল, যা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার প্রসঙ্গেও তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। অতীতের নির্বাচনী প্রচার এবং রাজনৈতিক মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, একসময় সেখানে উৎসবের মতো রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা হতো, কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। তাঁর কথায়, আগে নেতা-মন্ত্রী-পুলিশ সব মিলেমিশে একাকার ছিল, এখন সেই যুগ শেষ। এই বক্তব্যের মাঝেই আসে সবচেয়ে আলোচিত মন্তব্য-তোমাকে আমরা মিস করছি, একটু তো এসো। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্য সরাসরি নাম না করলেও ইঙ্গিত ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই। শমীক

বলেন, বিরোধী শিবিরের নেতারা এখন অনেকটাই অনুপস্থিত এবং মাঠে নেমে রাজনৈতিক লড়াই করার সাহস দেখাচ্ছেন না। তিনি আরও বলেন, তুমি এসো, আমরা অপেক্ষা করছি। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। বিরোধীরা এটিকে কটাক্ষ হিসেবে দেখলেও বিজেপি শিবিরের দাবি, এটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের অংশ। ফলতার মঞ্চ থেকে শমীক আরও দাবি করেন, রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছে এবং বিজেপির পক্ষে জনসমর্থন ক্রমশ বাড়ছে। তাঁর মতে, তৃণমূল কংগ্রেস এখন জনগণের আস্থা হারিয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে আরও বলেন, একসময় যাঁরা বড় বড় রাজনৈতিক ঘোষণা করতেন, এখন তাঁদের অনেকেই আর প্রকাশ্যে আসছেন না। এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের রাজনৈতিক মঞ্চে তীব্র বাকযুদ্ধ চলছে। শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে। ফলতা পুনর্নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই উত্তাপ আরও বেড়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধরনের মন্তব্য নির্বাচনী প্রচারে উত্তেজনা বাড়ালেও ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে একথা নিশ্চিত যে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই আসন ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই এখন অনেক বেশি ব্যক্তিগত এবং আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে, ফলতার নির্বাচনী মঞ্চে শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং রাজ্যের বর্তমান ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রতিফলনও বটে। আগামী দিনের ভোটে এই কড়া বাক্যবাণ কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

আর জি কর থেকে ডিএ-বেতন কমিশন, সীমান্ত নিরাপত্তা ইস্যুতে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক লকাতা, ১৭ মে ঃ রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে ফের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য সরকার। আজ নবান্নে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারির পৌরহিত্যে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে একাধিক স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে আর জি কর হাসপাতাল সংক্রান্ত বিতর্ক, নারী নির্যাতনের ঘটনা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ, সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বেতন কমিশনের দাবি এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ প্রদান-এই সমস্ত বিষয় বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে থাকতে পারে বলে খবর।

প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে নারী নিরাপত্তা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে আর জি কর ইস্যু ঘিরে সরকারের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটে সরকার প্রশাসনিক কড়াকড়ি এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের বহুদিনের দাবি-নতুন বেতন কমিশন গঠন এবং বকেয়া ডিএ মেটানো-এই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। রাজ্যের কর্মচারী সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের দাবি জানিয়ে আসছে। ফলে আগামী বৈঠকে এ বিষয়ে বড় কোনও ঘোষণা হতে পারে কি না,

সেদিকেই নজর রয়েছে সরকারি কর্মচারী মহলের। অন্যদিকে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অরক্ষিত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং নতুন আউটপোস্ট তৈরির জন্য বিএসএফ-কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়েও আলাদা বৈঠক হতে পারে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী খুব শীঘ্রই সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক ডাকতে পারেন। সেই বৈঠকে বর্তমান মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল, প্রাক্তন মুখ্য সচিবনন্দিনী চক্রবর্তী এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ-এর শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের একাংশের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ, পাচার এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ বাড়ায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই সীমান্তে দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নতুন সরকারের এই ধারাবাহিক বৈঠকগুলি প্রশাসনিক সক্রিয়তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসনিক সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা এবং সরকারি স্বচ্ছতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার, আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে ঠিক কী কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সামনে আসে। বিশেষ করে ডিএ, বেতন কমিশন এবং নারী নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের অবস্থানের দিকে নজর থাকবে রাজ্যবাসীর। পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্য ও কেন্দ্রের সমন্বয় কতটা বাড়ে, সেটাও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

হরমুজে ভারতীয় জাহাজে হামলা! রাষ্ট্রসংঘে নিন্দা নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ গত বুধবার ওমান উপকূলের কাছে ভারতের পতাকাবাহী একটি বাণিজ্যতরীতে হামলা হয়। এটি সোমালিয়া থেকে শারজার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। গবাদি পশু বোঝাই বাণিজ্য তরীটিতে মোট ১৪ জন নাবিক এবং ১৩ জন জাহাজ কর্মী ছিলেন। উত্তর উপকূলের কাছে লিমা এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা একটি বিস্ফোরক বস্তু জাহাজে আছড়ে পড়ে। এর পরই বাণিজ্যতরীটিতে আগুন লেগে যায়। গত একমাসে হরমুজ প্রাণালীতে একের পর এক পণ্যবাহী ভারতীয় জাহাজে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি নিয়ে এবার রাষ্ট্রপুঞ্জে সরব হল নয়াদিল্লি। ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের মধ্যে অসামরিক জাহাজ এবং নিরীহ নাবিকদের ইচ্ছাকৃত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। হরমুজের বুকে এধরনের হামলা বরদাস্ত করা হবে না। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি বিশেষ বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বাণিজ্যিক জাহাজগুলির উপর লাগাতার হামলা বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের জন্য বিপদ ডেকে আনছে। একইসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে গোটা ভাষণে পর্বতনেনি নির্দিষ্ট কোনও দেশের কথা উল্লেখ করেননি। অন্যদিকে, রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেন পর্বতনেনি।

পালাবদলের পর বড় সিদ্ধান্ত! অভিষেকের পর রাজীব-কুণাল-শোভনদের নিরাপত্তায় কাটছাঁট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। এবার সেই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সাংসদদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর। প্রথমে অভিষেক-এর নিরাপত্তা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন কুনাল ঘোষ, কল্যাণ ব্যানার্জি, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সুব্রত বক্সি -সহ আরও কয়েকজন নেতা। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের বাড়ির সামনে মোতায়েন থাকা হাউস গার্ড এবং অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের খবর, নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের নিরাপত্তা কাঠামো পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এতদিন বিশেষ নিরাপত্তা পেতেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এখন পদমর্যাদা এবং বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তা নির্ধারণ করা হচ্ছে। সেই নীতির ভিত্তিতেই এই কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত বলে দাবি প্রশাসনের। এর আগে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থাকা অতিরিক্ত নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হয়। তৃণমূল সরকারের আমলে তাঁর বাড়ির সামনে সর্বক্ষণ পুলিশ মোতায়েন থাকত এবং বিশেষ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু নতুন প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর প্রশ্ন ওঠে-একজন সাংসদ হিসেবে তিনি যতটা নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী, তার বাইরে অতিরিক্ত নিরাপত্তা কেন দেওয়া হবে? সেই প্রশ্নের জেরেই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর নিরাপত্তা কমানো হয়েছিল। লালবাজারের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, কোনও রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে না। সাংবিধানিক পদ এবং নির্দিষ্ট নিরাপত্তা মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নিরাপত্তা নির্ধারিত হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন একজন সাংসদ হিসেবে যতটা নিরাপত্তা পাওয়ার কথা, ঠিক ততটাই পাবেন বলে

জানানো হয়েছিল। এবার সেই একই নীতি অনুসরণ করে আরও একাধিক তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রীর নিরাপত্তায় কাটছাঁট করা হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব কুমার, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের বাড়ি থেকে হাউস গার্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং সুব্রত বক্সীর নিরাপত্তাও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রশাসনের যুক্তি, বর্তমানে যাঁরা সাংসদ বা বিধায়ক পদে রয়েছেন, তাঁরা সেই সাংবিধানিক মর্যাদা অনুযায়ী নিরাপত্তা পাবেন। কিন্তু অতিরিক্ত বা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার আর প্রয়োজন নেই বলেই মনে করা হয়েছে। অন্যদিকে যাঁরা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন বা সরকারি পদে নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে আগের মতো নিরাপত্তা বজায় রাখার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে প্রাক্তন মন্ত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধীদের অভিযোগ ছিল যে তৃণমূল আমলে অনেক নেতা বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করতেন। সাধারণ মানুষের করের টাকায় রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় পুলিশ মোতায়েন রাখা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল বহুবার। নতুন সরকার সেই অভিযোগকেই গুরুত্ব দিয়ে নিরাপত্তা কাঠামো পুনর্গঠনের পথে হাঁটছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক মহলে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। তৃণমূলের একাংশের দাবি, এটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অংশ। তাঁদের মতে, বিরোধী নেতাদের প্রশাসনিকভাবে চাপে রাখতেই নিরাপত্তা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। যদিও প্রশাসন সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। সরকারের বক্তব্য, নিরাপত্তা কোনও রাজনৈতিক সুবিধা নয় এটি সম্পূর্ণভাবে হুমকি মূল্যায়ন এবং পদমর্যাদার উপর নির্ভর করে। লালবাজার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নন, কিছু প্রাক্তন প্রশাসনিক আধিকারিকের নিরাপত্তাতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। রাজ্যের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি এবং বর্তমানে ডিরেক্টর অব সিকিউরিটি পদে থাকাপীযুষ পাণ্ডে-এর নিরাপত্তাতেও কাটছাঁট করা হয়েছে বলে খবর। প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর এবং বাস্তবমুখী করতেই এই পদক্ষেপ। অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষী বা পুলিশ বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বাড়িতে মোতায়েন থাকলে সাধারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তার প্রভাব পড়ে। ফলে সেই বাহিনীকে এখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপের মধ্যে প্রতীকী বার্তাও রয়েছে। নতুন সরকার বোঝাতে চাইছে যে প্রশাসনিক সুবিধা আর রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে না। একই সঙ্গে এটি রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবেও দেখা হচ্ছে। তবে বিরোধীরা বিষযটিকে এত সহজভাবে দেখতে নারাজ। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে নিরাপত্তা কমানো ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা দীর্ঘদিন জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়, তাঁদের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা থাকা জরুরি বলেই দাবি তৃণমূলের। সব মিলিয়ে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার রাজীব কুমার, কুণাল ঘোষ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার নিরাপত্তায় কাটছাঁট রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রশাসন একে নিরাপত্তা পুনর্মূল্যায়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বললেও বিরোধীরা এটিকে রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেই দেখছে। আগামী দিনে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক সংঘাত আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

পশুহত্যা নির্দেশিকা ঘিরে বিতর্ক চরমে! শুভেন্দুকে চিঠি অধীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ আগামী সপ্তাহে কোরবানির ইদকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধল পশু জবাই সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা ঘিরে। শুভেন্দু অধিকারির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের জারি করা নতুন নির্দেশিকা ঘিরে ইতিমধ্যেই জনমানসে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এই নির্দেশিকার প্রভাব নিয়ে অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৯৫০ সালের প্রাণিসম্পদ আইন অনুযায়ী গবাদি পশুর অনিয়ন্ত্রিত বা যত্রতত্র জবাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, গরু, মহিষ, বলদ এবং বাছুরের মতো গবাদি পশুর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জবাই করতে হবে। অনুমোদিত স্থান ছাড়া পশু হত্যা করা হলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে বলেও উল্লেখ রয়েছে। এই নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়, আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এই নির্দেশিকার ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়, ফলে কোরবানির মতো ধর্মীয় রীতিনীতি পালন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে চিঠি লিখেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, মুর্শিদাবাদ সহ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে এই বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিভ্রান্তি ও অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অধীর চৌধুরী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বহু সংস্কৃতির মিলনভূমি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় রীতি পালনের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও দাবি করেন, প্রশাসনের উচিত নির্দিষ্ট ও অনুমোদিত স্থান চিহ্নিত করা, যেখানে মানুষ তাঁদের ধর্মীয় রীতি শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে পারবেন। তাঁর মতে, এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে একদিকে যেমন আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকবে, অন্যদিকে অযথা বিভ্রান্তি এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আশঙ্কাও কমবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই চিঠি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁদের মতে, ধর্মীয় সংবেদনশীল সময়ে এই ধরনের নির্দেশিকা জারি হলে তার প্রভাব সামাজিক স্থিতিশীলতার উপর পড়তে পারে।

সুপ্রিম কোর্টে বাড়ছে বিচারপতির সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে আগেই অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। রবিবার এই বিষয়ে সিলমোহর দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার অধ্যাদেশ জারি করে ওই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। এর ফলে শীর্ষ আদালতে বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে বেড়ে হচ্ছে ৩৭। অতিরিক্ত ৪ জন বিচারপতি বাড়ানোর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে কেন্দ্রের আইন মন্ত্রকের তরফেও। গত ৫ মে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বৈঠক হয় মন্ত্রিসভার। ছ’বছর পর সেখানে সিদ্ধান্ত হয় বিচারপতি বাড়ানো হবে। এই বিষয়ে সংসদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। রবিবারের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এখনই সংসদে কোনও অধিবেশন নেই। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি ছিল। সেই কারণেই সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। মনে করা হচ্ছে, পরবর্তী কোনও অধিবেশনে এটি পাশ করিয়ে আইনে পরিণত করা হতে পারে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৪(১) অনুসারে, সুপ্রিম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক বিচারপতি নিয়ে গঠিত। ১৯৫৬ সালে বিচারকের সংখ্যা ছিল ১০। ১৯৬০ সালে যা বেড়ে হয় ১৩। ১৯৭৭ সালে বিচারপতির সংখ্যা আরেক দফায় বেড়ে হয় ১৭। মামলার চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৮৬ সালে বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫-এ। ২০০৮ সালে এই সংখ্যাটা হয় ৩০। এর পর দশক পেরিয়ে ২০১৯ সালে বিচারপতির সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৩৩। এবার সেই সংখ্যাই বাড়িয়ে ৩৭ করায় অনুমোদন দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এর বাইরে রয়েছেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।

মস্কোয় ইউক্রেনের ভয়াবহ ড্রোন হামলা! মৃত ৪, নিহতদের মধ্যে এক ভারতীয়ও

মস্কো, ১৭ মে ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ফের ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হল মস্কো-তে। যুদ্ধবিরতি নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে যখন নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই রাশিয়ার রাজধানীতে ব্যাপক ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন। মস্কোর আকাশে একের পর এক ড্রোন উড়তে দেখা যায়, যার জেরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই হামলায় অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক ভারতীয় নাগরিকও। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, গত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজারেরও বেশি ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। তবুও বহু ড্রোন প্রতিরক্ষা বলয় ভেদ করে মস্কোর বিভিন্ন এলাকায় আছড়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চলতি বছরে রাশিয়ার ভূখণ্ডে ইউক্রেনের এটাই সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা। ঘটনার পর রাজধানী মস্কোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক জায়গায় আগুন লাগার খবর আসে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, আকাশ জুড়ে কালো ধোঁয়া, দূরে বিস্ফোরণের শব্দ এবং দমকলকর্মীদের আগুন নেভানোর মরিয়া চেষ্টা। পরিস্থিতি সামাল দিতে জরুরি পরিষেবাকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। এই হামলার পর আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কারণ কয়েকদিন আগেই ভ্স্তুণ্ট্জ্ঞ ইউক্রেনের রাজধানী গত্রটক্ত-এ ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল। সেই হামলায় অন্তত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা যায়। এরপরই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। শুক্রবার তিনি প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, রাশিয়ার লাগাতার হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয় মস্কো লক্ষ্য করে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ। হামলার পর জেলেনস্কি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে মস্কোর আকাশে উড়ন্ত ড্রোন এবং বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখা যায়। পোস্টে তিনি লেখেন, এই যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করছে রাশিয়াই। আমাদের শহর ও সাধারণ মানুষের উপর লাগাতার হামলা চালানো হচ্ছে। সেই কারণেই আমাদের এই প্রতিক্রিয়া ন্যায্য।

তিনি আরও দাবি করেন, মস্কোর চারপাশে শক্তিশালী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইউক্রেনের ড্রোনগুলি সীমান্ত থেকে ৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। এই বক্তব্যকে অনেকেই ইউক্রেনের সামরিক সক্ষমতার বড় বার্তা হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে রাশিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অধিকাংশ ড্রোন ধ্বংস করতে সক্ষম হলেও কিছু ড্রোন শহরের ভেতরে প্রবেশ করে ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে। হামলার তদন্ত শুরু করেছে রুশ প্রশাসন। নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন এবং সামরিক ঘাঁটিগুলিতে। এই হামলায় এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনাও উদ্বেগ বাড়িয়েছে। Embassy of India in Russia নিহত ভারতীয়ের পরিবারের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশ করেছে। দূতাবাস জানিয়েছে, রাশিয়ায় কর্মরত ভারতীয় শ্রমিক এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তবে এখনও নিহত ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হামলা প্রমাণ করে যে যুদ্ধবিরতির আলোচনা যতই চলুক, বাস্তবে দুই দেশের সংঘাত আরও ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। সম্প্রতি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন দিনের সংঘর্ষবিরতি শেষ হয়েছে। তার পর থেকেই নতুন করে শান্তি আলোচনা শুরু হওয়ার ইঙ্গিত মিলছিল। কিন্তু সেই আশার মাঝেই আবারও হামলা-পাল্টা হামলায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের আশঙ্কা, এই ধরনের বড় আকারের হামলা ভবিষ্যতে যুদ্ধকে আরও বিস্তৃত করতে পারে। বিশেষ করে রাজধানী মস্কোকে লক্ষ্য করে হামলা রাশিয়ার কাছে বড় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ মে ঃ ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা - বাংলা সংস্কৃতির আবেগময় ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই গান। শৈশবের স্কুলজীবনে প্রার্থনা সভায় অসংখ্য পড়ুয়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে গানটি। বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সঙ্গীতস্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যিনি ডি.এল. রায় নামেই অধিক পরিচিত, আজকের দিনেই প্রয়াত হয়েছিলেন।তাঁর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তিনি লেখেন, বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সঙ্গীত স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।উল্লেখ্য, নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষালাভের পর তিনি লন্ডনে কৃষিবিজ্ঞান নিয়েও অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চায় নিজেকে নিবেদিত করেন।বাংলা সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দেশাত্মবোধ, ইতিহাসচেতনা এবং মর্মস্পর্শী আখ্যান রচনায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি আজও বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতজগতে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

ক্ষেতে বাস, সুরক্ষিত ৪৯ জন বিয়েবাড়ির যাত্রী

বাজারিছড়া (অসম), ১৭ মেঃবড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে ৪০ জন যাত্রীবাহী একটি বাস। শ্রীভূমি জেলার লোয়াইরপোয়া উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত রাধাপ্যারী গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর থেকে হাইলাকান্দিতে বউভাত (চতুর্থমঙ্গল) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এএস ১০ বিসি ৬১৬৬ নম্বরের একটি এসি বাস নিয়ে গিয়েছিলেন ৪০ জন।বাসের চালক জানান, শনিবার সন্ধ্যার দিকে হাইলাকান্দি থেকে ফেরার পথে দোহালিয়া পূর্বগুল এলাকায় আসতেই হঠাৎ গাড়ির স্টিয়ারিং

পুকুরে স্নান করতে নেবে মৃত্যু হল এক কিশোরের শোকের ছায়া গোটা এলাকায়

হুগলি১৭মে ঃ হুগলির কানাগড় এলাকায় পুকুরে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃতের নাম অর্ক সেন (১৫)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে কানাগড়ের বেলেপুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল অর্ক। অভিযোগ, সে সাঁতার ভালো জানত না। স্নান করতে নেমেই তলিয়ে যায় কিশোরটি। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ও অর্কের বন্ধুরা জলে নেমে খোঁজ শুরু করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।কোদালিয়া ২ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা তৃণমূল নেতা বিদ্যুৎ বিশ্বাস জানান,অর্ক আমাদেরই পাড়ার ছেলে। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়েছিল। ও সাঁতার জানত না বলেই এই দুর্ঘটনা। খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে যাই। স্থানীয় ছেলেদের সহযোগিতা ও ব্যান্ডেল পিপি পুলিশের সহায়তায় দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা জানান, ও মারা গেছে।মৃত কিশোরের পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পরে দীর্ঘ সময় ডুবুরি পৌঁছয়নি। স্থানীয়রাই প্রায় দেড়। থেকে দু'ঘণ্টা ধরে জলে নেমে খোঁজ চালান। এক আত্মীয়ের দাবি, ৪০-৫০ জন মিলে জলে নেমে খুঁজেছি। পুলিশ বারবার বলছিল ডুবুরিরা আসছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরাই উদ্ধার করি।অর্কের বাবা বলেন,আমার ছেলে ভালো সাঁতার জানত না। বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েছিল। ও তলিয়ে যাওয়ার পরে কেউ বাঁচাতে পারেনি। পুলিশও অনেক পরে এসেছে।ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত এখন অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেঃপ্রধানমন্ত্রী

হেগ, ১৭ মেঃ ভারত এখন অভূতপূর্ব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, নেদারল্যান্ডের হেগ-এ এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার এক কমিউনিটি প্রোগ্রামে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই সম্প্রতি দেখেছেন, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সফল এআই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। তার আগে, ভারত সফলভাবে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিল। এটি কোনও এককালীন ঘটনা ছিল না। এটি এখন আজকের ভারতের চরিত্রে পরিণত হয়েছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অনন্য শনাক্তকরণ কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম। এখন ভারতের আকাঙ্ক্ষা আর তার সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভারত অলিম্পিক আয়োজন করতে, একটি বৈশ্বিক উপাদন কেন্দ্র হতে, সবুজ শক্তিতে নেতৃত্ব দিতে এবং বিশ্বের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিঃ হতে চায়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন আমাদের ভারত বড় স্বপ্ন দেখছে। দেশ বলছে, আমরা শুধু রূপান্তর চাই না, আমরা সেরাটা চাই, আমরা দ্রুততমটা চাই। তাই, ভারতে যখন আকাঙ্ক্ষা অসীম, তখন প্রচেষ্টাও অসীম হয়ে উঠেছে। এখন ভারতের যুবসমাজ আকাশ ছুঁতে চায়।অন্যদিকে এই দশকটি বিশ্বের জন্য সংকটের দশকে পরিণত হচ্ছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার নেদারল্যান্ডের হেগ-এ কমিউনিটি প্রোগ্রামে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এখন মানবজাতি বহু গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। প্রথমে ছিল করোনাভাইরাস, তারপর যুদ্ধ, আর এখন রয়েছে জ্বালানি সংকট। এই দশকটি বিশ্বের জন্য বিপর্যয়ের দশক হিসেবে রূপ নিচ্ছে। যদি এই পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে না দেওয়া হয়, তবে বিগত কয়েক দশকের অর্জনগুলো ব্যর্থ হয়ে যাবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, একবিংশ শতাব্দীর ভারত সম্ভাবনার দেশ। ভারত প্রযুক্তি-চালিত এবং মানবতা-চালিত উভয়ই। ভারত যত প্রাচীন, ততই আধুনিক হয়ে উঠছে। মোদী বলেন, নেদারল্যান্ডস যেমন টিউলিপের জন্য পরিচিত, ভারতও তেমনই পদ্মের জন্য পরিচিত। টিউলিপ এবং পদ্ম উভয়ই আমাদের শেখায়, শিকড় জলে থাকুক বা মাটিতে, সৌন্দর্য ও শক্তি উভয়ই লাভ হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, যখন মানুষের স্বপ্ন পূরণ হয়, তখন গণতন্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাসও দৃঢ় হয়। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের উদাহরণ দিই। আসলে, বাংলা, কেরলম, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরিতে এবার ভোটার উপস্থিতি ছিল ৮০-৯০ শতাংশ। আর নারীদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, এবং এটি প্রতিটি রাজ্যেরই একটি প্রবণতা। এখন ভারতের ভোটাররা অত্যন্ত উৎসাহী। আমরা গর্বিত যে প্রতি বছর ভোটের রেকর্ড ভাঙছে। ভারতের এই আকাঙ্ক্ষা-চালিত যাত্রা আমাদের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করছে। ভারত প্রতিটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে মূল্য দেয়। আর গণতন্ত্রের জননী হিসেবে, এটি আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

অসমের আবাসন ও নগর বিষয়ক কাজকর্মের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার পর্যালোচনা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৭ মে ঃ অসমের আবাসন ও নগর বিষয়ক দফতরের কাজকর্মের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বৈঠকে গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, গুয়াহাটি মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, গুয়াহাটি জল বোর্ড এবং আমরুত মিশন-এর অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে।বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নাগরিক-কেন্দ্রিক নগর উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সহজলভ্যতা, আকস্মিক বন্যা মোকাবিলা, স্যানিটেশন পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং উন্মুক্ত জনপরিসর গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।এছাড়া, নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং গুয়াহাটিকে দেশের অন্যতম প্রধান মহানগরীতে রূপান্তর করতে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা বৈঠকে দীর্ঘমেয়াদি নগর বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গুয়াহাটি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্যাটেলাইট টাউনশিপ সম্প্রসারণ, অসমের অন্যান্য শহর ও নগরে স্যানিটেশন সুবিধা আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বৈঠকে।মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বিভিন্ন দফতর ও সংস্থার মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন আরও উন্নত করতে দক্ষ পেশাদার এবং বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্তঃ করার নির্দেশ দিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, অসমের শহুরে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে লক্ষ্য রেখে ফলাফলভিত্তিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিন তৈরি নদিয়ার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের

নদিয়া, ১৭ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারতের আহ্বানকে পাথেয় করে নদিয়ার শান্তিপুরের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মৃন্ময় সরকার মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিনের একটি বিকল্প প্রযুক্তি তৈরি করেছে বলে দাবি। শান্তিপুর থানার বাবলা গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা ও রানাঘাট সেন্ট মেরি স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মৃন্ময় দীর্ঘ চার বছর ধরে এই প্রকল্পে কাজ করছেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তার বাবা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন, মা বাড়িতে ছোটখাটো কাপড়ের ব্যবসা করেন। রবিবার মৃন্ময় জানায়, বিমানের মাইক্রো টার্বোজেট ইঞ্জিনের বিকল্প তৈরি করার লক্ষ্য থেকেই তার এই গবেষণা শুরু হয়। সে নিজে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি করে এবং প্রয়োজনীয় একটি পাম্প যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগ্রহ করতে হয় বলেও জানায়। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে সে এই ইঞ্জিন তৈরি করে এবং চেন্নাইয়ের একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অর্জন করে বলে দাবি। তার তৈরি ইঞ্জিন ড্রোন ও বিমানের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য হতে পারে বলে সে মনে করছে। এর খরচ তুলনামূলকভাবে কম বলেও দাবি তার। পরিবারের সদস্যরা জানান, ঝুঁকিপূর্ণ হলেও তারা তাকে সবসময় উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিযার হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তার। এই ইঞ্জিন আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে এই প্রযুক্তি পরীক্ষা ও উন্নযনের উদ্যোগ নেওয়া হলে তা দেশের বিমান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলে মত তাঁদের।

রানিরবাজারে রেলের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন বৃদ্ধ

আগরতলা, ১৭ মে ঃ ফের মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জনৈক ব্যক্তি। মৃতের নাম স্বপন দেবনাথ (৬০)। রবিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রানিরবাজার এলাকার ব্রহ্ম টিলায়। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুরে স্বপন দেবনাথ রেললাইনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই একটি দ্রুতগতির ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। ট্রেনের আঘাতে তিনি রেললাইনের পাশে ছিটকে পড়েন। আশপাশের লোকজন ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দ্রুত সেখানে ছুটে যান। তবে ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়।ঘটনার পুলিশ যায় সেখানে

কৃত্রিম বন্যার জন্য শিলচর পুরসভার নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করল বিডিএফ

শিলচর (অসম), ১৭ মে ঃ দু'দিনের টানা বর্ষণেই বরাক উপত্যকার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)। সংগঠনের দাবি, এটি প্রাকৃতিক নয়, সম্পূর্ণ কৃত্রিম বন্যা এবং এর জন্য পুরসভা ও প্রশাসনের চরম নিষ্ক্রিয়তাই দায়ী। একইসঙ্গে অবিলম্বে শিলচর পুরনিগম নির্বাচন সম্পন্ন করে নাগরিক পরিষেবা সচল করার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি।এক প্রেস বিবৃতিতে বিডিএফ মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই মাত্র দু'দিনের বৃষ্টিতে বরাক উপত্যকার বিস্তীর্ণ এলাকা জমাজলের কবলে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনের অব্যবস্থাপনা ও নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।তিনি জানান, শিলচরের লিঙ্ক রোড, ন্যাশনাল হাইওয়ে মেন রোড, বিলপার রাধামাধব রোড, শিলংপট্টি, বিবেকানন্দ রোড-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রীভূমি শহর, যেখানে বহু এলাকায় হাঁটু থেকে কোমরসমান জল জমে যায়। বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। একইভাবে হাইলাকান্দি জেলা ও উধারবন্দের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও জলবন্দি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বহু মানুষকে উদ্ধার করতে এসডিআরএফ কর্মীদের নামাতে হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।জয়দীপ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, বর্ষা আসার আগেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে মূল বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। তিনি অভিযোগ করেন, শহরের নিকাশি খাল ও নালাগুলির সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন কার্যকর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর সেই কারণেই এই কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।বিডিএফের তরফে আরও বলা হয়, বর্তমানে নাগরিকদের একাংশের উপর দোষ চাপিয়ে বলা হচ্ছে যে নালা ও খালে বর্জ্য ফেলার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নিয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সংগঠনের দাবি, প্রতিঘর থেকে বর্জ্য সংগ্রহ, স্থায়ী ও অস্থায়ী ডাস্টবিন স্থাপন, বর্জ্যকে কম্পোস্ট সারে রূপান্তর - এসব নিয়ে বহুদিন আলোচনা হলেও বাস্তবে পরিকল্পিত উদ্যোগের অভাব রয়েছে।জয়দীপ বলেন, শিলচর ইতিমধ্যেই পুরসভা থেকে পুরনিগমে উন্নীত হয়েছে। অথচ একটি পুরনিগমের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলেও এ নিয়ে কার্যকর প্রশাসনিক উদ্যোগ এখনও দৃশ্যমান নয়। তিনি দাবি করেন, রাঙির খাল, লঙ্গাই খাল, শিঙ্গির খাল-সহ শিলচরের গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি খালগুলির যথাযথ সংস্কার হলে এই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হত না সাধারণ মানুষকে। একই অভিযোগ করিমগঞ্জের নটিখাল-সহ অন্যান্য নিকাশি ব্যবস্থাকেও ঘিরে ওঠে।সংগঠনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শিলচর পুরনিগম নির্বাচন না হওয়ায় পৌর পরিষেবা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। নিকাশি সংস্কার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও শহরে জল ছেটানোর মতো খাতে বিগত অর্থবর্ষে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও সেই অর্থ কোথায় এবং কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিডিএফ। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনা হলেও সেগুলির যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।বিডিএফের দাবি, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বরাক উপত্যকার সমস্ত নিকাশি খাল ও নালার সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং অবিলম্বে পুরনিগম নির্বাচন করে নাগরিক পরিষেবাকে সক্রিয় করতে হবে। সংগঠনের বক্তব্য, মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে ভোট দিয়েছেন, জমাজলের দুর্ভোগ ভোগ করার জন্য নয়।

মহারাষ্ট্রের পুণেতে এনআইবিএম-এর ২০তম বার্ষিক সমাবর্তনে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডঃ পি. কে. মিশ্র

নতুন দিল্লি(পিআইবি), ১৭মেঃ মহারাষ্ট্রের পুণেতে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট বা এনআইবিএম-এর ২০তম বার্ষিক সমাবর্তনে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডঃ পি. কে. মিশ্র। তিনি ২০২৪-২৬ ব্যাচের উত্তীর্ণদের, বিশেষত স্বর্ণপদক জয়ীদের উষ্ণ অভিনন্দন জানান। দেশে ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে শীর্ষ থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এনআইবিএম-এর ৫ দশকের যাত্রার উল্লেখ করে ডঃ মিশ্র বলেন, চিরাচরিত অর্থে ব্যাঙ্কিং-এ কেবলমাত্র সঞ্চয়ের দিকেই জোর দেওয়া হতো। কিন্তু, বর্তমানে দেশের সামনে আসা সুযোগের সদ্ব্যবহারের বিষয়টিও এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। চিরাচরিত অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ডঃ মিশ্র বলেন, পূর্বে গ্রামীণ অর্থনীতি এবং অর্থায়নের যোগসূত্রকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো না। এর জন্য আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার বাইরে থেকে যেতেন। ফলে, মহাজনদের বারবাড়ন্তে গ্রামের মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠতেন। ১৯৯০-এর দশক থেকে এই ছবিটা পাল্টানোর দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই কাজে প্রযুক্তি বিশেষভাবে সহায়ক। এপ্রসঙ্গে তিনি ১৯৯০-এর দশকে নিজের একটি গবেষণাপত্রেরও উল্লেখ করেন। ডঃ মিশ্রের বক্তব্যে উঠে আসে ডিজিটাল প্রযুক্তির কথা। তিনি বলেন, জনধন-আধার-মোবাইল ত্রয়ী এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সাশ্রয় হয়েছে ৪ লক্ষ কোটি টাকা। ডিজিটাল প্রযুক্তি অসংগঠিত ক্ষেত্রকে অর্থনীতির মূল স্রোতে নিয়ে আসতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস বা ইউপিআই মারফত বর্তমানে বার্ষিক ২৪ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে এবং এই বিষয়ে অন্য অনেক দেশ আগ্রহী - একথা উল্লেখ করেন ডঃ মিশ্র। অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে ডঃ মিশ্র প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে ৪০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি মঞ্জুর হয়েছে। পিএম স্বনিধি এবং পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্প দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অর্থনীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার যোগসূত্রও তুলে ধরেন ডঃ মিশ্র। এপ্রসঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত ও বিভিন্ন পেনশন প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। আধুনিক অর্থনৈতিক প্রণালীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রকে জোরদার করে তোলা সময়ের দাবি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়গত দিকটিতেও জোর দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। সাইবার জালিয়াতির মোকাবিলায় অতিরিক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দেন। নতুন স্নাতকদের পেশাগত জীবনে সাফল্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে মজবুত করে দেশে সার্বিক বিকাশে অবদান রাখতে হবে বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা, এনআইবিএম-এর অধিকর্তা প্রফেসার পার্থ রায় প্রমুখ।

এক দশক পর কেরলমে ক্ষমতায় কংগ্রেস, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন ভিডি সতীশন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ মে ঃ কেরলমের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সোমবার শপথ নিতে চলেছেন ভিডি সতীশন। এর মধ্য দিয়ে এক দশক পর ফের কেরলমের ক্ষমতায় ফিরছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)। এর আগে ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের ওমেন চান্ডি কেরলমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিরুঅনন্তপুরমের সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।রাজধানী তিরুঅনন্তপুরমে শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, ভিডি সতীশনের সঙ্গে গোটা মন্ত্রিসভাও শপথ নিতে পারে। ইউডিএফের শরিক দলগুলির মধ্যে মন্ত্রিত্ব বণ্টন ও মন্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে একাধিক বৈঠক চলছে।শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রায় এক লক্ষ মানুষের উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেস এই অনুষ্ঠানকে বড় রাজনৈতিক শক্তিপ্রদর্শন হিসেবেও দেখছে। অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও কর্ণাটক ও তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীরাও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।১৪০ আসনের কেরলম বিধানসভায় ইউডিএফ ১০২টি আসনে জয় পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এর মধ্যে কংগ্রেস একাই জিতেছে ৬৩টি আসন। গত দশ বছর ধরে সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন এলডিএফ জোট কেরলমের ক্ষমতায় ছিল।মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে গত প্রায় দশ দিন ধরে দিল্লি ও কেরলমে জোর রাজনৈতিক আলোচনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস হাইকমান্ড ভিডি সতীশনের নামেই সম্মতি দেয়। সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধীর বাসভবনে কেসি বেণুগোপালের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর সতীশনের নাম চূড়ান্ত হয়।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও ঐকমত্য গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পাশাপাশি রাহুল গান্ধী প্রবীণ নেতা রমেশ চেন্নিথলার সঙ্গেও কথা বলেন। পরে মুকুল ওয়াসনিক, অজয় মাকেন, জয়রাম রমেশ এবং দীপা দাশমুন্সি-সহ কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতা খাড়গের বাসভবনে বৈঠক করেন এবং সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডি সতীশনের নাম ঘোষণা করা হয়।১৯৬৪ সালে কোচির কাছে নেট্টুরে জন্মগ্রহণ করেন ভিডি সতীশন। পেশায় আইনজীবী সতীশন ছাত্র রাজনীতি থেকেই নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। কেরল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (কেএসইউ) এবং পরে যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তিনি কেরলম রাজনীতিতে শক্ত অবস্থান তৈরি করেন। তাঁকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে. করুণাকরণের ঘনিষ্ঠ হিসেবেও ধরা হয়।১৯৯০-এর দশকে প্রথমবার পরভুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচন লড়ে পরাজিত হলেও পরে ২০০১ সালে প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হন। এরপর ২০০৬, ২০১১, ২০১৬, ২০২১ এবং ২০২৬ সালেও জয় পেয়ে টানা ষষ্ঠবারের জন্য বিধায়ক হন তিনি।সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে পরভুর কেন্দ্র থেকে ৭৮ হাজার ৬৫৮ ভোট পেয়ে সিপিআই প্রার্থী ইটি টাইসন মাস্টারকে ২০ হাজার ৬০০ ভোটে পরাজিত করেন ভিডি সতীশন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, প্রখর বক্তৃতাশৈলী এবং সংগঠন পরিচালনার দক্ষতাই তাঁকে কেরলমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুখ করে তুলেছে।রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকারের প্রথম ১০০ দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যেই প্রশাসনিক দক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরণ এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের রূপরেখা স্পষ্ট হবে।

শপথের পর ঝাড়গ্রামে বিজয় শোভাযাত্রায় বিজেপি বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ

ঝাড়গ্রাম, ১৭ মে ঃ শপথ গ্রহণের পর ঝাড়গ্রাম শহরে বিজয় শোভাযাত্রায় সামিল হলেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ। রবিবার সার্কাস ময়দান থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে শেষ হয় ঐতিহ্যবাহী সাবিত্রী দেবীর মন্দিরে। সেখানে পূজা ও আরতির মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।শোভাযাত্রাকে ঘিরে শহরে ছিল উসবের আবহ। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা ঝাড়গ্রাম শহর। গেরুয়া আবির, ঢাক-ঢোল এবং স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। পথে পথে সমর্থকদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন নবনির্বাচিত বিধায়ক। পরে সাবিত্রী দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে ঝাড়গ্রামের মানুষের শান্তি, সুস্থতা ও উন্নয়নের কামনা করেন তিনি।এরপর মাছে ভাতে বাঙালি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে লক্ষীকান্ত সাউ বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে উন্নয়ন

এবার হেলমেট ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোলে গুনতে হবে মোটা অংকের জরিমান না হলে ফিরে যেতে হবে বাড়ি, সরকার পরিবর্তনের পরে নিয়মেও বড় পরিবর্তন

রূপম রায়,শ্রীরামপুর, (হুগলি)ঃ সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই পুলিশের সক্রিয়তা লক্ষণীয়। কোথাও দাগি দুষ্কৃতীদের ঢোকানো হচ্ছে জেলের ভেতরে আবার অপরাধ করলে রেহাই পাচ্ছে না রাজনৈতিক দলে কর্মীরাও। জিরো টলারেন্স নীতি কার্যত ফলপ্রসূ বলাই চলে। ইতিমধ্যেই শহর কলকাতায় রাজাবাজার পার্ক সার্কাস এলাকায় হেলমেট ছাড়া বাইকারোহীদের ধরপাকড় শুরু করা হয়েছে। এবার জেলাতেও ঠিক একই নীতি। শ্রীরামপুরের শহরের প্রাণকেন্দ্র বটতলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। শ্রীরামপুর ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে শনিবার বেলা থেকেই শুরু হলো হেলমেট বিহীন চালকদের ধরপাকড়। শ্রীরামপুর ট্রাফিকের ইন্সপেক্টর মির্জা সাবির আলী বেগ নিচে রাস্তায় নেমে শুরু করে ,হেলমেট বিহীন বাইকারোহীদের সতর্কীকরণ। যারা হেলমেট ছাড়া বাইক চালাচ্ছেন তাদের কাউকে বাড়ি ফিরিয়ে দেয়া হয় আবার কাউকে জরিমানা করা হয়। তিনি জানান এই অভিযান এখন চলবে।

অনন্ত স্মৃতি ব্যায়ামাগার -এর পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীদের যোগব্যায়াম প্রদর্শনী

বাঁকুড়া,১৭মেঃ বিষ্ণুপুর হাই স্কুল মাঠে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৬ কে সামনে রেখে মোরারজী দেশাই রাষ্ট্রীয় যোগ সংস্থা, আয়ুষ মন্ত্রক , ভারত সরকারের নির্দেশনায় এবং বিষ্ণুপুর অনন্ত স্মৃতি ব্যায়ামাগার এর পরিচালনায় একটি বিশেষ সেলিব্রেশন অফ হান্ড্রেড ডে কাউন্ট ডাউন টু আই .ডি. ওয়াই ২০২৬ উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের এবং সর্বসাধারণ মানুষের যোগ ব্যায়াম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।এই যোগ ব্যায়াম কর্মসূচিতে বিষ্ণুপুরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও বিষ্ণুপুরের সমস্ত ক্লাব এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করে।উক্ত যোগ ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বিষ্ণুপুরের শিবদাস সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদেরও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকাও উপস্থিত ছিলেন।অনন্ত স্মৃতি ব্যায়ামাগার এর পরিচালনায় যোগ ব্যায়াম কর্মসূচিকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রী , অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যেও দারুণ আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের সকল স্তরের মানুষ এই ধরনের কর্মসূচি ও মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

রাশিফল

মেষঃএই সময়ে আপনার পরিস্থিতি বেশ চ্যালেঞ্জিং। আজকে, আপনি অনেক বাধার মুখোমুখি হতে পারেন, যা আপনার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
বৃষঃদ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মিথুনঃ আজকের দিনটা মিথুন রাশির জন্য খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক। আজ আপনার ক্রিয়েটিভিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে, যার জন্য আপনি আপনার ভাবনা আর অনুভূতি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। শুভদিন হবেআজ
কর্কট রাশি ঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানগুলো আরও ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
কন্যাঃ কন্যা রাশির জন্য আজকের দিনটা আত্মবিশ্লেষণ আর উন্নতির জন্য উপযুক্ত। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হবে। সন্তান হতে পারে আজ
তুলাঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসারে শান্তি
বৃশ্চিকঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন-যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। শুভদিন
ধনুঃ ধনুদের জন্য আজকের দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আজকে কিছু মানসিক চাপ আর বিভ্রান্তি আসতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে।
মকরঃ আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। শুভদিন
কুম্ভঃআজ কুম্ভ জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আজ একটু টেনশনে থাকবেন। আপনি অনুভব করতে পারেন, আপনার সম্পর্কগুলোতে কিছু সমস্যা আছে। এই সময়টা একটু চিন্তার হতে পারে, বিশেষ করে পার্সোনাল সম্পর্কগুলোতে।
মীনঃযেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। আত্মীয়বন্ধুরা এক চমকার সন্ধ্যার জন্য চলে আসতে পারে। প্রেমের জীবন একটু শক্ত হতে পারে। এমন ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হোন যাঁরা প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যৎ প্রবণতা হবে। সন্তান হতে পারে আজকে দিনে। প্রেম আসতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও, রোদের তেজে নাজেহাল অবস্থা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ঘর্মাক্ত গরমে বাড়ছে অস্বস্তি। একইসঙ্গে বাড়ছে তাপমাত্রাও। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৭ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর প্রভাবে গরম কমছে না। আপাতত আগামী সাত দিন দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার তেমন কোনও হেরফের হবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু শনিবার দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সাগরের বিস্তীর্ণ অংশ, সমগ্র নিকোবর দ্বীপ এবং আন্দামান দ্বীপের কিছু অংশে প্রবেশ করেছে। তা মূল ভূখণ্ডের দিকে এগোচ্ছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা ঢুকতে এখনও দেরি আছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৮মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

জুয়ার ঠেক চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার চার জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৭ মে ঃ বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর থেকে রাজ্য জুড়ে বেআইনি কারবার বন্ধ করার কাজ চলছে প্রশাসনের উদ্যোগে। আর এলাকায় জুয়া বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর পুলিশ প্রশাসন। আর এবার শনিবার রাতে জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর মিত্রগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে জুয়ার ঠেক চালানোর অভিযোগে চারজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত চার জন হল - শুভজিত সরদার (২৯), তারক সরদার (২৯), প্রশান্ত গায়েন (৩৮) ও পিন্টু হালদার (৩৬)। ধৃত চারজনেরই বাড়ি জয়নগর থানার ঢোষা এলাকায়। ধৃতদেরকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

আমতায় পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি ভাংচুর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৭ মে ঃ হাওড়ার আমতা বিধানসভা এলাকার খড়িগেড়িয়া গ্রামে কাশমলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা দলুইয়ের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় এলাকার মহিলা ও অন্যান্য লোকজন। ওই এলাকার মানুষের অভিযোগ কাশমলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা দলুইয়ের স্বামী তরুণ দলুই আবাস যোজনার জন্য মাথা পিছু কুড়ি হাজার টাকা করে যেমন টাকা নিয়েছেন তেমনি ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড ও নিজের হেফাজতে আটকে রেখেছে। এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে ও তরুণ দলুইকে কাট মানি দিতে হয়েছে। উল্লেখ্য বিধানসভা নির্বাচনে আমতা বিধানসভায় পরাজিত হন তৃণমূল প্রার্থী সুকান্ত পাল। আর এর পর থেকেই তরুণ দলুই ও তার পরিবার এলাকা ছাড়া। এরপরই আমতা বিধানসভা জুড়ে ক্রমশ বিজেপির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এদিন এলাকার লোকজন তরুণ দলুইয়ের বাড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জয়পুর থানার পুলিশ ও সেন্ট্রাল ফোর্স এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুন করা হলো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ফলতা, ১৭ মে ঃ ফলতা নির্বাচনকে আলাদা করে গুরুত্ব দিলো নির্বাচন কমিশন। এ বারের বিধানসভা নির্বাচন হিংসামুক্ত ও রক্তপাতহীন ভাবে মিটলেও বহু বুথে ইভিএম বিকৃতির অভিযোগের জেরে গণনা স্থগিত করা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে। সেখানে আগামী ২১ মে, বৃহস্পতিবার পুনর্নির্বাচন হওয়ার কথা। এ বার সেই নির্বাচন ঘিরে যাতে কোনও অনিয়ম বা অশান্তির অভিযোগ না ওঠে, তা নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, এই ভোটের দিন প্রতি বুথে এক সেকশন, অর্থাৎ আটজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে মোতায়েন করা হচ্ছে। সাধারণত প্রতি বুথে হাফ সেকশন অর্থাৎ চারজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছিল এ বারের নির্বাচনে। তবে গত ২৯ এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ইভিএম বিকৃতির একগুচ্ছ অভিযোগ ওঠায় এ বার নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখ তে চাইছেন না কমিশন। গোলমালের আশঙ্কায় ৩০টি কুইক রেসপন্স টিমও রাখা হচ্ছে। যাতে সামান্য অশান্তি হলেই দ্রুত কিউআরটি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে বুথ রয়েছে ২৮৫টি। প্রতিটি বুথেই পুনর্নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে পরিচলনা করতে সব মিলিয়ে ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। কমিশন সূত্রের খবর, ২৯ তারিখের ভোটে যে পরিমাণ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, তার থেকে দ্বিগুণ ফোর্স থাকছে এই বারে। প্রতিটি বুথের ভিতর দু'টি এবং বাইরে একটি ওয়েবক্যাম বসছে। থাকবে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থাও। বুথের আশপাশের এলাকাতেও ওয়েবক্যামের সাহায্যে নজরদারি চলবে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও) এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) অফিস থেকে। রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ওয়েবকাস্টিং-এর ট্রায়াল রান শুরু হয়। ভোটের দিন নজরদারিতে ড্রেন্ন ান ওড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। এই কেন্দ্রে নির্বাচনের তত্ত্বাবধানে থাকছেন তিন পর্যবেক্ষক। এই পুন র্নিবাচনের আগেই অবশ্য রাজ্য পুলিশ বড় ধরনের অ্যাকশন শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সাইদুল খান সমেত কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রথম থেকেই ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা রয়েছে। গত ২৯শে এপ্রিল বিভিন্ন বুথে কোথাও ইভিএমে আতর, কোথাও সেলোটেপ আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে।

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত নয়, গীতাপাঠের আসর চালু রাখার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ মে ঃ চোখে আলো নেই, কিন্তু স্বপ্নে কোনও অন্ধকার নেই। প্রবল প্রতিকূলতা, আর্থিক সংকট এবং জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে জয় করেই এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নজির গড়েছে নদিয়ার শান্তিপুরের তরুণ প্রীতম দাস। শান্তিপুর সূত্রাগড় হরিপুর স্ট্রিটের বাসিন্দা এই মেধাবী ছাত্র সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও উচ্চমাধ্যমিকে ৩৯৫ নম্বর পেয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছে। বাংলায় তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬। ভবিষ্যতে শিক্ষক হয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে সে। প্রীতমের জীবন যেন এক অদম্য সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। ছোটবেলায় স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনা করত সে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় একটি দুর্ঘটনা তার জীবনকে বদলে দেয়। স্কুলে টিফিন খাওয়ার সময় সহপাঠীর ধাক্কায় দরজার লোহার নাট এসে লাগে তার চোখে। প্রথমে সাধারণ আঘাত মনে হলেও ধীরে ধীরে কমতে থাকে তার দৃষ্টিশক্তি। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও শেষ পর্যন্ত নবম শ্রেণীতে ওঠার আগেই সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারায় প্রীতম। তবে জীবনের এই অন্ধকার তাকে থামাতে পারেনি। বরং আরও দৃঢ় করেছে। সাধারণ ছাত্রদের মতোই নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে সে। বর্তমানে ব্রেইল পদ্ধতিও শিখছে। নিজের সীমাবদ্ধতাকে কখনও দুর্বলতা হতে দেয়নি এই লড়াকু ছাত্র। প্রীতমের এই সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে তার পরিবার ও শিক্ষকদের। স্কুলের ক্লাস মোবাইলে রেকর্ড করে বাড়িতে এনে বারবার শুনিয়ে পড়া বুঝিয়ে দিতেন তার দুই গৃহশিক্ষক। প্রতিটি বিষয় ধৈর্যের সঙ্গে শেখানোর পাশাপাশি মানসিক শক্তিও জুগিয়েছেন তাঁরা। প্রীতম জানায়, 'আমার শিক্ষকরা আমাকে শুধু পড়াশোনা শেখাননি, জীবনে এগিয়ে চলার সাহসও দিয়েছেন।' তবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি তার মা অর্পিতা দাস। ছেলের পড়াশোনার জন্য প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই পড়ে শুনিয়েছেন তিনি। নিজের সমস্ত সময় ও পরিশ্রম উজাড় করে দিয়েছেন ছেলের স্বপ্ন পূরণে। মা-ছেলের এই লড়াই আজ এলাকার বহু মানুষের চোখে জল এনে দিয়েছে। অন্যদিকে বাবা প্রবীর দাসও ছেলের চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ লড়াই করেছেন। চিকিৎসার আশায় বহুবার চেন্নাই পর্যন্ত যেতে হয়েছে পরিবারকে। তিনবার অস্ত্রোপচারের বিপুল খরচ সামলাতে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায় তাঁর কাপড়ের ব্যবসা। বর্তমানে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করে কোনওমতে সংসার চালাচ্ছেন তিনি। তবুও ছেলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও বাধা আসতে দেননি পরিবার। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক প্রতিভাতেও উজ্জ্বল প্রীতম। বাঁশি ও ঢোল বাজাতে অত্যন্ত দক্ষ সে। স্থানীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে তার প্রতিভা। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই তরুণের স্বপ্ন এখন শিক্ষক হওয়া। তার বিশ্বাস, শিক্ষা মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। তবে এত সংগ্রাম ও সাফল্যের পরও এখনও পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তা না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পরিবার। ১০০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সরকারি সাহায্য মেলেনি বলে অভিযোগ। যদিও স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলরাম ঘোষ জানিয়েছেন, যোগ্য প্রতিবন্ধীদের তালিকা তৈরি করে সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সমাজের প্রতি প্রীতমের বার্তা স্পষ্ট; তদৃষ্টিহীনদের করুণা নয়, দরকার সমান সুযোগ আর সম্মান।দ আজ প্রীতম শুধুমাত্র একজন সফল ছাত্র নয়, সে অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও লড়াইয়ের প্রতীক। চোখে আলো না থাকলেও তার আত্মবিশ্বাস আর স্বপ্নই আজ পথ দেখাচ্ছে বহু মানুষকে।

'আইন সবার জন্যই এক। আইনের পথেই রাজ্য চলবে।' বললেন বালির বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় সিং

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৭ মে ঃ 'আইন সবার জন্যই এক। ধর্মের ভিত্তিতে নয়, আইনের পথেই রাজ্য চলবে।' বললেন বালির বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় সিং। বেআইনি দখলদারি নিয়েও কোনও আপোষ নয় জানালেন তিনি। রবিবার সকালে বালির রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও বলেন, 'আগের বেআইনি সরকারের আমলে বেআইনি কাজ হয়েছে। সেই কারণেই আমরা আইনি পথে চলছি। এখানে আইনি পথে সব চলবে। ধর্মের ভিত্তিতে আইন চলবে না। আইনের পথেই রাজ্য চলবে। আইন সবার জন্যই এক।' এদিন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান করার পাশাপাশি শিক্ষাসামগ্রী ও উপহার প্রদান এবং গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্মানীয় মহারাজ সহ হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ বিভাস হাজরা। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় সিং আরও বলেন, 'স্কুল নিয়েও রাজ্য সরকারের গাইডলাইন আসছে। কেউ নিজের ইচ্ছামতো কিছু করতে পারবে না। শিক্ষা ব্যবসা নয়। যারা শিক্ষাকে ব্যবসায়ীকরণ করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নেবে। বালির বিধায়ক হিসেবে আমি জানাচ্ছি যদি এরকম ঘটনা আমার গোচরে আসে তাহলে আমি ব্যবস্থা নেব।' আগামী ২১মে হাওড়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠক প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ২১ তারিখ বেলুড় মঠ দর্শন করবেন। এরপর জেলাশাসকের সঙ্গে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। সেখানে আমাদের তিন বিধায়কও থাকবেন। হাওড়া পুরনিগম, বালি পুরসভা, জেলা প্রশাসন সহ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। শীঘ্রই বর্ষা আসছে। সেই ব্যাপারেও আলোচনা হবে। এক মাসের মধ্যে বালির নাগরিক পরিষেবা যতটা দেওয়া সম্ভব তার ব্যবস্থা করা হবে।' হাওড়া স্টেশন চত্বরে শনিবার রাতের উচ্ছেদ সম্পর্কে সঞ্জয় সিং জানান, বিষয়টা হাওড়া স্টেশন বলে নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের যেসব জায়গায় অবৈধ বসবাসকারী থাকবে সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। ৪০ ফুটের রাস্তা ২০ ফুট হয়ে গেছে। সবার কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে কোনওরকম অধিগ্রহণ করে রাখা যাবে না। আগের সরকারের আমলে একজন হকারের একাধিক দোকান ছিল। তার মধ্যে একটি দোকান নিজে চালাতেন। বাকি দোকান ভাড়ায় চালাতেন। এই সিস্টেম আর চলবেনা। এটা সরকারের এজেন্ডা। সেই কারণে শিয়ালদহ, হাওড়া সব জায়গায় খালি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গার রেল স্টেশনের ধারে অধিকগ্রহণ খালি করার কাজ চলছে। স্কুল, হসপিটালের কাছেও বেআইনি দখলদারি খালি করে দেওয়া হবে।'

অস্থায়ী স্টল, ডালা ও অবৈধ দখল সরাতে বুলডোজার নিয়ে হাওড়া স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদ অভিযান

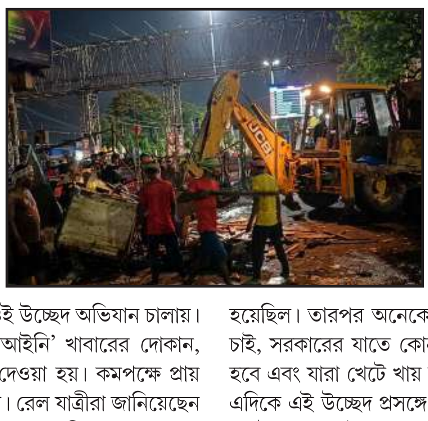

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৭ মে ঃ অস্থায়ী হকারদের স্টল, ডালা ও 'অবৈধ' দখল সরাতে বুলডোজার নিয়ে হাওড়া স্টেশন চত্বরে উচ্ছেদ অভিযান রেল ও পুলিশের। রেল যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ও স্টেশন চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেই শনিবার রাতে হাওড়া স্টেশন চত্বরে ওই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এদিন স্টেশনের বাইরে ফুটপাত ও সংলগ্ন এলাকায় বুলডোজার চালিয়ে প্রায় ১৫০টিরও বেশি 'অবৈধ' দোকান ও ডালা সরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গতঃ এদিন হাওড়া স্টেশন চত্বরে আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথভাবে ওই উচ্ছেদ অভিযান চালায়। স্টেশনের বাইরের অংশে রাস্তার ধারে যাবতীয় 'বেআইনি' খাবারের দোকান, হোটেল, ডালা এবং ঠেলা বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। কমপক্ষে প্রায় শতাধিক দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রেল যাত্রীরা জানিয়েছেন দীর্ঘদিন হাওড়া স্টেশনে ঢুকতে এবং বেরতে তাঁদের খুব অসুবিধা হতো। রাস্তা দখল হয়ে যাওয়ার কারণে লাগেজ এবং সুটকেস নিয়ে যাতায়াতের অসুবিধা ছিল। এই নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতেই শুক্রবার আরপিএফ সমস্ত দোকানদারকে সরে যাবার জন্য নোটিশ দেয়। এরপরই বেশিরভাগ দোকানদার না সরায় শনিবার রাতে ওই উচ্ছেদ অভিযান চলে। রবিবার সকালেও এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। আরপিএফ এর পাশাপাশি রেল পুলিশও নজরদারি চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। এদিকে, যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাওয়ায় খুশি রেল যাত্রীরাও। এই উচ্ছেদ প্রসঙ্গে স্থানীয় দীপক সোনকার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এখানে হকাররা ব্যবসা করছিলেন। যখনই প্রশাসন এদের নির্দেশ দিয়েছেন তখনই এরা সরে যাচ্ছিলেন। একটা দোকানের উপর ৫-৬টি পরিবার নির্ভর করে থাকে। এখন সমস্ত দোকান সরিয়ে দেওয়ায় সকলেই তাঁরা অসুবিধার মধ্যে পড়লেন। তবে, এদের সরে যাওয়ার জন্য আগে থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সতর্কও করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর অনেকে সরেও গিয়েছিলেন। আবার অনেকে যাননি। আমরা চাই, সরকারের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেটাও যেমন হকারদের দেখতে হবে এবং যারা খেটে খায় তাদেরও যাতে অসুবিধে না হয় সেটাও দেখতে হবে।' এদিকে এই উচ্ছেদ প্রসঙ্গে উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই বলেন, 'বহু বছর ধরেই হাওড়া স্টেশন চত্বর হকারদের কব্জায় ছিল। হাওড়া স্টেশনে যাত্রীরা ভালো করে যাতায়াত করতে পারছিলেন না। সেই অভিযোগে রেল পুলিশ, আরপিএফ এবং হাওড়া সিটি পুলিশের যৌথ উদ্যোগে শনিবার রাতে ওই চত্বর দখলদার মুক্ত করেছে। বর্তমানে হাওড়া স্টেশন চত্বর রেল যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এর জন্য আমরা রেল প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

খুব দ্রুত হবে জনতার দরবার আপনারা বলবেন আমি শুনবো বললেন নবনির্বাচিত বিধায়ক অজয় রায়

দুরন্তবার্তা, শিল্পী দত্ত কোচবিহার, ১৭ মে ঃ এ যেন স্বপ্নপূরণ। কোচবিহারের সবচাইতে হেভিওয়েট কেন্দ্র ছিল বা পাখির চোখ ছিল দিনহাটা বিধানসভা। বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসের কারণে খবরের শিরোনামে ছিল এই দিনহাটা। সেই দিনহাটায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের হেবি ওয়েট ক্যানডিডেট উদয়ন গুহ। অপরদিকে তার বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন বিজেপির অজয় রায়। বারংবার সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি একাধিকবার তার পরিবারের উপর হয়েছে আক্রমণ ভাঙচুর করা হয়েছে তার বসতবাড়ি তবুও রাজনীতির ময়দান থেকে পিছপা হননি। ফলে তার ওপরেই আস্থা রাখে বিজেপি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে ১৭ হাজারেরও বেশি ভোটে তৃণমূলের সবচাইতে হেবি ওয়েট ক্যান্ডিডেট উদয়ন গুহকে পরাজিত করেন তিনি। শপথ গ্রহণের পর তাই দিনহাটায় ফিরে আসতেই উপচে পড়ল মানুষের ঢল। শেষ কবে বিজেপির যেকোনো নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এত ভিড় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তা বিজেপির কর্মী সমর্থক কেন নেতৃত্বরাও জানেন না। নবনির্বাচিত বিধায়ক দিনহাটাতে ফিরতেই তাই তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ভিটে পরেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কর্মী সমর্থকরা। রবিবার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে দিনহাটা স্টেশনে নামার পর শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিনহাটা সংহতি ময়দানে আসেন বিধায়ক। এই উপলক্ষে সংহতি ময়দানে এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্বর্ধনা সভায় বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে অজয় রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অজয় রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন - সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে নেশার সামগ্রী সমাজকে কলুষিত করে তুলেছে। দিনহাটার বিভিন্ন ক্লাবে শুরু হয়েছে নেশার কালচার। এই কালচার বন্ধ করা হবে। কারা কারা এই ব্যবসা করেন তার লিস্ট রয়েছে। অবিলম্বে এই ব্যবসা ছাড়ুন নচেৎ ভুগতে হবে। তিনি আরো বলেন - তৃণমূলের শাসনে দিনহাটার দুর্গাপূজো হয়ে উঠেছিল দলীয় পুজো। পুজো হবে দল-মত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে কোনরকম কার্নিভাল হবে না। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে রথবাড়ি ঘাটে দুর্গা পূজার বিসর্জন দেওয়া ইদানিং শুরু করেছিল। তা হবে না। পুরানো ঐতিহ্যমেনেই দিনহাটা থানার দিঘিতে দুর্গা পূজার বিসর্জন হবে। তিনি বলেন - দিনহাটায় নানা ভাবে সন্ত্রাস করার চেষ্টা করছে। দিনহাটায় সন্ত্রাসীদের দাপাদাপি চলবে না। কোন অন্যায় কাজ চলবে না। দিনহাটা কলেজ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়ক অজয় রায় বলেন - কলেজে কোনরকম রাজনীতি চলবে না। মেধার ভিত্তিতে কলেজে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবে। কলেজে যারা রাজনীতির নামে অশান্তির সৃষ্টি করবে তাদের ছেড়ে কথা বলবো না। তিনি বলেন ভোটে জেতার পর আমি বলেছিলাম জনতার দরবার হবে খুব দ্রুত শুরু হবে জনতার দরবার আপনারা বলবেন আমি শুনবো। চেষ্টা করব প্রত্যেকটি অঞ্চলে অন্তত মাসে একদিন করে এই দরবার করার। অপরদিকে গতকাল ভুয়ো প্ল্যান পাশ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যানের বাড়িতেও পুলিশ চালিয়েছে তল্লাশি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন - কান টানলেই মাথা আসবে কেউ রেহাই পাবেন না এর সাথে যারাই যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীর্ঘদিন বিরোধীরা দিনহাটায় মিটিং মিছিল তো দূর অস্ত যেকোনো নির্বাচনে প্রচার পর্যন্ত সঠিকভাবে করতে পারেননি বলে বারংবার অভিযোগ করেছেন। এমনকি বিজেপি করার অপরাধে একাধিক বিজেপি কর্মীকে মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন তারা। সরকার পরিবর্তন হতেই তাই বিজেপির বিজয় মিছিলে মানুষের ঢল। এত মানুষকে বিরিয়ানির প্যাকেট দিয়ে আনা সম্ভব না বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল তাহলে কি দীর্ঘদিন থেকে যে চাপা অস্বস্তি জমিয়ে রেখেছিল সাধারণ মানুষ সেই অস্বস্তির অবসান ঘটিয়ে সম্মুখে এবার পথে নামল সাধারণ মানুষ ? যদিও এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহুল মহল।

সুভাষগ্রামে এক ব্যক্তির মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর, ১৭ মে ঃ রবিবার সকালে পুকুরের ধারে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো সুভাষগ্রামে। মৃতের নাম সুরজিৎ সর্দার (৪০)। রবিবার সোনারপুর থানার সুভাষগ্রামের বিদ্যাধরপুর লালপোল চৌধুরী বাগান এলাকার ঘটনা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনারপুর থানার পুলিশ। তারা দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় সুভাষগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে ঠিক কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে, তা এখনও জানা যায়নি। মৃতের পরিবারের দাবি, সুরজিৎকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সুরজিতের বাড়ি গৌড়দহ এলাকায়। তবে প্রায় এক বছর ধরে তিনি লালপোল এলাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। সুরজিতের সঙ্গে আর এক যুবক বিজয় থাকতেন। স্থানীয়দের দাবি, বিজয়কে প্রায়ই মহিলা সেজে এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। তবে, তিনি কেন মহিলা সেজে ঘুরে বেড়াতেন তা জানা যায়নি। সুরজিতের মৃত্যুর সঙ্গে এই ঘটনার যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি। তবে বিজয়ের ভুমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যেখান থেকে সুরজিতের দেহ উদ্ধার হয়েছে ঠিক তার পাশেই একটি মদের বোতল পড়ে ছিল। তবে সুরজিতের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলেই জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

গড়িয়ায় বিজেপি কর্মীকে কাটারির কোপ, ধৃত তৃনমূল কর্মী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়িয়া, ১৭ মে ঃ এবার বিজেপি কর্মীকে কাটারির কোপ, গড়িয়ায় ধৃত এক। ভোট পর্ব মিটে গেলেও ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত রাজ্যে। কলকাতার মানিকতলা, বেলেঘাটার পর এবার গড়িয়া। ভরদুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় এক বিজেপি কর্মীর উপর কাটারি নিয়ে চড়াও হলেন স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মী। কাটারির কোপে গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন ওই বিজেপি কর্মী। আহতের নাম অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়। কাটারির কোপে তাঁর ডান হাতের আঙুল কাটা গিয়েছে। যুবককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে এস এস কে এম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে রবিবার ও চিকিৎসাধীন রয়েছেন ঐ যুবক। তবে শনিবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পাটুলি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুদীপ দাস ওরফে বুড়ো। রবিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্তের সঙ্গে আহত যুবকের পুরানো শত্রুতা রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হওয়ায় সেই শত্রুতা আরও প্রকট আকার নেয়। শনিবার দুপুরে গড়িয়ার মহুয়া সিনেমা হলের উল্টোদিকের গলি দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন অনির্বাণ। সেই সময় পিছন থেকে অতর্কিত ভাবে হামলা চালায় অভিযুক্ত সুদীপ। তার জেরে শরীরের একাধিক জায়গায় গুরুতর আঘাত লাগে। আহত ব্যক্তি আর্তনাদ শুরু করলে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাটুলি থানার পুলিশ। আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বন্দুক দেখিয়ে হামলার অভিযোগে উত্তেজনা

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৭ মে ঃ পেট্রল পাম্পে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে সামান্য বচসা। আর সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে পরে রাস্তায় বন্দুক দেখিয়ে মারধরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়গ্রামে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার গড় শালবনি এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য পথ অবরোধও করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। অভিযোগ, এদিন দুপুরে পুরাতন ঝাড়গ্রামের একটি পেট্রল পাম্পে তেল নিতে গিয়েছিলেন জয়দেব মাহাতো ও তাঁর এক সঙ্গী। সেই সময় ফেরত টাকা নেওয়ার জন্য তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। অভিযোগ, পিছনে থাকা একটি বাইকে আসা দুই যুবক তাঁদের দ্রুত সরে যেতে বলে। তা নিয়েই প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি তখনই থেমে যায় বলে মনে হলেও পরে তা বড় আকার নেয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রের দাবি, পাম্প থেকে বেরিয়ে জয়দেবরা ঝাড়গ্রাম জামবনি রাস্তা ধরে ধরমপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। একলব্য বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছতেই ওই দুই যুবক তাঁদের পথ আটকে দেয়। অভিযোগ, এক যুবক বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখাতে থাকে। অন্য যুবক জয়দেব ও তাঁর সঙ্গীর উপর চড়াও হয়ে মারধর করে। ঘটনার পর অভিযুক্তরা দ্রুত বাইক নিয়ে এলাকা ছাড়ে বলে অভিযোগ। এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে গড় শালবনি এলাকায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক রাজেশ মাহাতো। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি বলেন, তএলাকার দু'জন যুবককে অস্ত্র দেখানো হয়েছে। জঙ্গলমহলকে অশান্ত করতে দেওয়া হবে না।দ জয়দেব মাহাতো জানিয়েছেন, পুরো ঘটনার কথা পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে তৃণমূল সভাপতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার, ১৭ মে ঃ স্বপ্না বর্মনের বাড়িতে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক ও মহুয়া গোপ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন স্বপ্না। তিনি জানান কিভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তার পরিবারকে। স্বপ্না বর্মন আরো জানান তিনি হেরে যাওয়ার পর থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা আতঙ্কে ভুগছেন। প্রতিনিয়ত তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলে এসেছিলেন প্রকাশ চিক বড়াইক এবং মহুয়া গোপ।

টিকিয়াপাড়ায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা দেখতে গেলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ১৭ মে ঃ টিকিয়াপাড়ায় মাদকের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেই বিজেপি কর্মীদের উপর নৃশংস হামলা। গতকাল রাতে শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়ায় এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মাদকের কারবার বন্ধের দাবিতে প্রচার অভিযানে নেমেছিলেন বিজেপির কর্মী বিনোদ সাউ ও দিলীপ গুপ্তা। তার পরেই ড্রাগস মাফিয়াদের আসল চেহারা সামনে আসে। পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয় তাদের উপর। আজ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গিয়ে আহত দুই কর্মীর সঙ্গে দেখা করলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।তাদের পাশে বিজেপি ছিল, আছে এবং থাকবে জানিয়ে দিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই পুলিশ কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে, তবে শুধু কয়েকজনকে ধরলেই চলবে না ; এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ড্রাগস মাফিয়াকে গ্রেফতার করতেই হবে। তিনি জানালেন প্রশাসনকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হবে। শিলিগুড়ির যুব সমাজকে ধ্বংস করার এই নোংরা চক্রান্ত আর চলতে দেওয়া হবে না। যারা মাদকের কারবার চালায়, তারা সমাজের শত্রু। বিজেপি রাস্তায় নেমে লড়াই করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে জানিয়ে দিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ।

ফের অস্ত্র উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, ধৃত উত্তর ২৪ পরগনার যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ১৭ মে ঃ ফের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল নদিয়ার গাংনাপুর এলাকায়। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি কার্তুজ সহ উত্তর ২৪ পরগনার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল গাংনাপুর থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতকে রানাঘাট আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম বাপি দাস। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা থানার নন্দননগর ঝিলপার ঠাকুরতলা এলাকায়। শনিবার গভীর রাতে গাংনাপুর থানা এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ওই ব্যক্তিকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তৎপর হয় গাংনাপুর থানার পুলিশ। এরপর অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পুলিশের দাবি, আটক করার পর ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁর কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর তল্লাশি চালাতেই তাঁর কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি কার্তুজ উদ্ধার হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের অনুমান, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এলাকায় এসেছিলেন ওই ব্যক্তি। তবে কী কারণে তিনি গাংনাপুরে এসেছিলেন, কার সঙ্গে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা ছিল এবং কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটি সংগ্রহ করেছেন; সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ আরও তদন্ত করে দেখছে ধৃতের সঙ্গে কোনও অপরাধচক্রের যোগাযোগ রয়েছে কিনা অথবা এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কিনা। গোটা ঘটনার পেছনে বড় কোনও অপরাধমূলক পরিকল্পনা ছিল কিনা, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। রবিবার ধৃতকে রানাঘাট আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় গাংনাপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নির্মাণ কাজ চলাকালীন বহুতল থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডোমজুড়, ১৭ মে ঃ ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সে দুর্ঘটনা, নির্মাণ কাজ চলাকালীন বহুতল থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের। শনিবার হাওড়ার ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সের একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় ওই ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই নির্মাণ কাজ চলাকালীন শ্রমিকদের জন্য কোনও নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা। এই কারণেই বেঘোরে অকালে প্রাণ চলে গেল ওই নির্মাণ কর্মীর। মৃত শ্রমিকের নাম মহম্মদ ইমতিয়াজ (৩৩)। তাঁর বাড়ি হাওড়ার বাঁকড়া মন্ডলপাড়ায়। মৃতের পরিবারে তাঁর স্ত্রী এবং তিন সন্তান রয়েছে। এই অবস্থায় এই ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি এবং পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি উঠেছে। ডোমজুড় বিধানসভার ভারতীয় জনতা দলের কো-কনভেনর সৌম্য মুখার্জী বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোনওরকম নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে জালান কমপ্লেক্স এর মধ্যে কাজ করানো হচ্ছে। আগের তৃণমূল সরকারের সিন্ডিকেট-রাজ এবং মুষ্টিমেয় কিছু মাফিয়া এই ধরনের কাজ চালিয়ে এসেছে। আমরা প্রশাসনকে বলেছি গত ৬ মাস ধরে যে কনস্ট্রাকশনের কাজ এখানে চলছে তার সমস্ত কাগজপত্র বৈধ কিনা তা যাচাই করতে। এইরকম বেআইনি কাজ আমাদের সরকার কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না।'

অজ্ঞাত পরিচয়ের দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য উলুবেড়িয়ায় !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া, ১৭ মে ঃ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ উলুবেড়িয়ার গরুহাটার কাছে একটি মিষ্টির দোকানের পিছন থেকে ব্যাগবন্দি অবস্থায় এক মধ্যবয়সী ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। উল্লেখ্য একটি লাগেজ ব্যাগের মধ্যে কিছু আছে বলে স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে উলুবেড়িয়া থানায় খবর পাঠায়, ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি বলে প্রাথমিকভাবে খবর। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানা পুলিশ।

কলকাতার নিক্কো পার্কে নতুন রাইড, স্কাইলুপ চালু হলো। রোমাঞ্চকর এই রাইড ভিজিটরদের খুবই আকর্ষণীয় হতে চলেছে। ছবি ঃ আশিস কুমার ঘোষ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৬৬ সংখ্যা, সোমবার , ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

চিকিৎসক নীলরতন

প্রবাদ প্রতিম চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ ডাক্তা নীলরতন সরকার। স্যার নীলরতন সরকার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বহু শিক্ষাসংস্থা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এগুলি স্থাপনে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং শিল্পস্থাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে নীলরতন পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক গিরিশচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে নির্মলাকে বিবাহ করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নেতড়াতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার আদি নিবাস যশোহর। তার পিতার নাম নন্দলাল সরকার। নন্দলাল সরকার যশোরের একটি দরিদ্র কায়স্থ পরিবারের মানুষ ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগরে থাকতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার নীলরতন সরকারের ভাই। নীলরতন সরকার ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জয়নগর থেকে এন্ট্রান্স ও ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। এর পর তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এলএ ও বিএ পাস করেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে তিনি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এমবি হন। এরপর ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ এমএ এবং এমডি উপাধি পান। মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এলএ ও বিএ পাস করে কিছুদিন তিনি চাতরা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে থেকে এমবি হয়ে তিনি মেয়ো নেটিভ হাসপাতালে হাউস সার্জেনের পদে যোগ দেন। নীলরতন সরকার অল্প সময়ের মধ্যেই চিকিৎসক হিসাবে বিখ্যাত হন। তার পারিশ্রমিক দুই টাকায় আরম্ভ হয়ে আস্তে আস্তে ৬৪ টাকা অবধি হয়। তিনি দরিদ্র রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন এবং তাদের বিনামূল্যে ওষুধ ও খাবার দিতেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং এরপর ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের ডিন হন। তিনি স্নাতকোত্তর কলা (১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত) ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের (১৯২৪ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত) সভাপতিও হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে তিনি একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন। ১৯১৬ সালে কলেজের নাম হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ যা পরবর্তীতে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামাঙ্কিত হয়। ১৯১৮ সালে মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি গঠিত হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিষয় দেখাশোনা করার জন্য। নীলরতন ১৯২২ সালে এর সভাপতি হন। এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। নীলরতন ১৯০৮ সালে বুট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট এর নির্দেশক হয়েছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিশ্বভারতী এবং ভারতীয় যাদুঘরের ট্রাস্টি ছিলেন। ১৯১২ থেকে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তিনি সায়েন্স কলেজ অফ দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এবং ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ) স্থপতিদের মধ্যে ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক হিসাবে তিনি এদেশে বৃত্তিগত প্রশিক্ষনের চেষ্টা করেছিলেন।

জোব চার্নকের ঘাঁটি

ভারতীয় সঙ্গীতাকাশের এক উজ্জ্বলতম ও বর্ণিল নক্ষত্রের চিরবিদায় ঘটল। লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণের বিষাদ স্মৃতি কাটতে না কাটতেই সুরের ভুবন আজ ফের অভিভাবকহীন। কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলে গত ১২ এপ্রিল ২০২৬, রবিবার দুপুরে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ৯২ বছর বয়সী এই সুরসম্রাজ্ঞী দীর্ঘ আট দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর কণ্ঠের মায়াজালে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন কয়েক প্রজন্মকে। গত শনিবার রাতে হঠাৎ প্রবল শ্বাসকষ্ট ও বুকে সংক্রমণ নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুপুরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং বার্ধক্যজনিত মাল্টি-অর্গান ফেইলিয়রের কারণে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুর সময় পাশে ছিলেন তাঁর সন্তান ও পরিবারের সদস্যরা। এই মহাপ্রয়াণের সংবাদে স্তব্ধ গোটা সুরবিশ্ব। ১৯৪৩ সালে যে যাত্রার শুরু হয়েছিল, তা শুধু একটি পেশা ছিল না, বরং ছিল ভারতীয় সঙ্গীতের এক বৈপ্লবিক বিবর্তন। ক্ল্যাসিকাল থেকে পপ, গজল থেকে ক্যাবারে;সব ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। দাদাসাহেব ফালকে থেকে শুরু করে পদ্মবিভূষণ; সম্মানের কোনো অভাব তাঁর জীবনে ছিল না, তবে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল আপামর শ্রোতার ভালোবাসা। জানা গিয়েছে, গত ১৩ এপ্রিল সোমবার লোয়ার প্যারেলে তাঁর বাসভবন 'কাসা গ্রান্দে'-তে তাঁর নশ্বর দেহ শায়িত ছিল অনুরাগী ও প্রিয়জনদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। মুম্বাইয়ের শিবাজি পার্কে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য।এমন কণ্ঠ এক শতাব্দীতে খুব কমই আসে। তাঁর গায়কীর মধ্যে যে চপলতা, গভীরতা এবং আবেগের মিশেল ছিল, তা আগামী কয়েক শতাব্দী ধরে সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্য হয়ে থাকবে। আশা ভোঁসলে মানে কেবল একটি নাম নয়, একটি জীবন্ত ইতিহাস। সেই ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায়ের উপসংহার রচিত হল। সুরের জাদুকরী আশা তাই, আপনার গানগুলো আমাদের একাকীত্বে, উৎসবে আর যাপনে চিরকাল অমলিন হয়ে থাকবে। ভারতীয় সঙ্গীত জগতে বহু নক্ষত্র জন্ম গ্রহণ করেছেন আবার তারা চির বিদায় গ্রহণ করেছেন। তবুও ভারতীয় সঙ্গীত রিক্ত হয়ে পড়েনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই সব খ্যাতনামা শিল্পীরা উপযুক্ত শিষ্য তৈরি করে গিয়েছেন। সেই সব শিষ্যরা সেই ভারতীয় সঙ্গীতের চলমান ধারাকে ধরে রেখে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

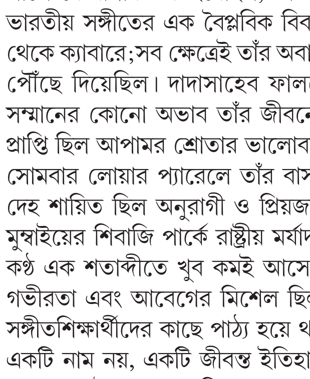

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ জানতেন, কালীভক্ত রামপ্রসাদ মানব দর্শনের ওপরে জোর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি মানব সেবার মধ্যে দিয়ে মানবজাতির উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভক্তিসঙ্গীত রচনা করে মা শ্যামার আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন রামপ্রসাদ। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ ভক্তিরসকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলায়। মা কালীর ভক্তি রসের সঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি মা কালীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মা কালীর পরম ভক্ত। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ।

বাংলার নবজাগরণ মানেই 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'?

রবীন্দ্রকুমার শীল

(২৩ জুন ১৭৫৭ সাল ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। এই তারিখে পলাশির যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভ পরাস্ত করেছিলেন বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লাকে এবং তারপর থেকে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কেন ইংরেজ বণিক কোম্পানি বাংলা দখল করে নিল তার উত্তর খুঁজতে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের দিকে। ইংল্যাণ্ডের

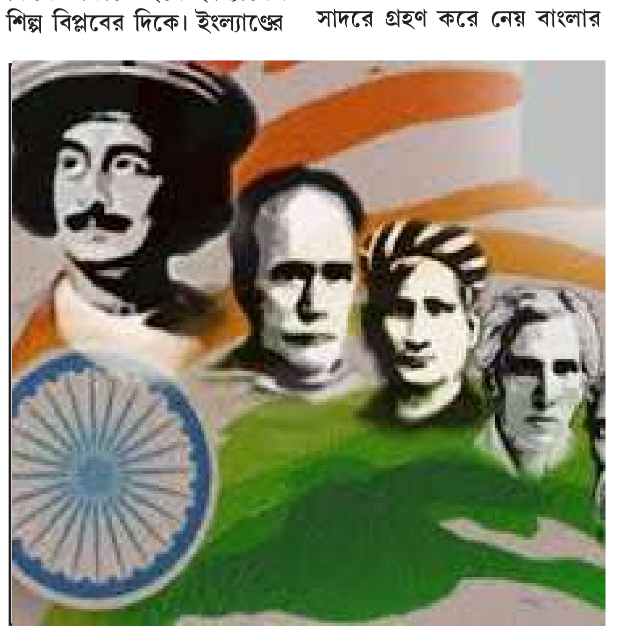

শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল ১৭৬০ সালে । যদিও তার এগে থেকেই সেখানে শিল্প বিপ্লব হওয়ার মতো পরিবেশ রচিত হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে ইংল্যাণ্ড কৃষি ব্যবস্থার দিকে বেশি আত্মনিয়োগ না করে আধুনিক শিল্প তৈরি করার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। প্রথম দিকে শিল্প বিপ্লবের সুচনায় তৈরি হল উৎপাদিত মেশিন। লৌহ উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে যান্ত্রিক কলকারখানা স্থাপন করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৬০ সালে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দিতেই সেখানকার বণিক সম্প্রদায় কাচা মাল ক্রয় করা এবং বাজার সৃষ্টি করার দিকে বেশি করে নজর দিতে থাকে। ব্রিটিশ বণিক গোষ্ঠী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দিকে নজর দিল । বাংলায় নজর দেওয়ার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে দ্রুত সাগরের সঙ্গে তাদের পণ্যবাহী জাহাজ যোগাযোগ রাখতে সক্ষম। ১৮৪০ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবকে প্রাথমিক পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। ১৭৬০ সালে শিল্প বিপ্লব এবং বাংলায় পলাশি যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে। আর বাংলায় সিপাই বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৭ সালে। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাজেশ্বর বণিক এবং নাবিকদের উৎসাহিত করতে থাকে উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য। ব্রিটিশ উপনিবেশ যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই ব্রিটিশ বিশ্ব জুড়ে ব্যবসায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে। সেই কারণে ভারত, আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ কলোনী স্থাপন করার দিকে নজর দিতে থাকে ব্রিটিশ রাজপরিবার। তাদের পৃষ্টপোষকতায় ভারতের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। বাংলার স্বদেশি বণিকেরা এতদিন ধরে নবাবের হাত ধরে বিদেশিদের সঙ্গে ব্যবসায় যোগ দিয়েছিল। এর জন্য নবাবকে নজরানা দিতে হত। কিন্তু ইংরেজ বণিকেরা সরাসরি স্বদেশি বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা সম্পর্ক তৈরি করতে আগ্রহী হলে তাদের সাদরে গ্রহণ করে নেয় বাংলার বণিক সম্প্রদায়। ফলে বাংলার খ্যাতনাম বণিক জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভ, স্বদেশি রাজ মহারাজা থেকে শুরু করে জমিদাররা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যাবসায়িক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এতে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার কোনও লাভ হয় না। উল্টে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। নবাবের পাশে বাংলার বণিক এবং অভিজাত সম্প্রদায়রা ক্রমশ সরে যেতে থাকে। তার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজ বণিকদের কলকাতা ছাড়া করেছিলেন নবাব। কিন্তু ইংরেজরা দমবার পাত্র ছিল না। তারা গোপনে প্রস্তুতি নেয়। লর্ড ক্লাইভকে সেনাপতি করে ব্রিটিশ সেনারা পলাশি যুদ্ধে নবাবকে পরাস্ত করে বাংলা থেকে বিদায় দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচাল বাংলার বণিক সম্প্রদায়। মুর্শিদাবাদের মসনদে পুতুল নবাব মিরজাফরকে বসিয়ে ইংরেজরা দ্রুত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার মনোযোগ দিতে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি জয় লাভ করলে বাংলায় বিশেষ করে কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ইউরোপীয় মিশনারীরা এসে উপস্থিত হল। তার ফলে বাংলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি পরিবেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। মিশনারীরা বাংলা ভাষার উন্নতির দিকে নজর দিতে থাকে এবং বাংলার সংস্কৃতি মণ্ডলকে আরও বেশি করে উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করে । এর জন্য অবশ্যই আমাদের স্মরণ করতে হবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি যেভাবে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে বাংলা ভাষায় বই প্রকাশিত করতে তৎকালীন সংস্কৃত পণ্ডিতদের উৎসাহিত করেছিলেন তা আজও বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। শুধু উইলিয়াম কেরি নন, তার সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে মার্শম্যান এবং হিকির নামও। ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধকে যেমন বাংলা নবাবের পক্ষে ছিল না, ঠিক তেমনি ১৮৫৭ সালে সেপাই বিদ্রোহের সময়ে বাংলা বিদ্রোহীদের পাশে থাকেনি। তার একটি মাত্র কারণ বাংলায় শিক্ষিত সমাজ বুঝতে পেরেছিল ব্রিটিশ শক্তিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদ্রোহীদের দমন না করতে পারলে ভারতের পরিবর্তিত পরিবেশ আবার আগের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। আধুনিক শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্র ব্যাহত হবে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায় সিপাহী বিদ্রোহ থেকে মুখ ঘুরিয়ে থেকে তাকে দমন করতে ইংরেজদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়। এর একটি মাত্র কারণ ইংরেজদের হাত ধরে বাংলায় যে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল তা বাধা প্রাপ্ত হত। সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করলে আধুনিক যুগের পরিবেশ রুদ্ধ হতো। বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সাহিত্যে এবং সংস্কৃতিতে যে নব জোয়ারের ঢেউ এসে ধাক্কা মেয়ে বাংলার মানুষকে বিশ্ব মানবে পরিণত করতে শুরু করে ছিল তা বাধা প্রাপ্ত হতো। বাংলা আরও পিছিয়ে পড়ত। মিশনারীদের হাত ধরে বাংলায় নবজাগরণ শুরু হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ সফল হলে তা অচিরেই সমাধিস্থ হতো। বাংলার কোনও লাভ হতো না। ফলে সেই সময়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজ সিপাহী বিদ্রোহ থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছিল। বাংলার নবজাগরণকে যদি বাংলার 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' বলে আখ্যা দেওয়া যায় তাহলে কী ভুল বলা হবে?)

বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন মানবতাপন্থী মতবাদের বিশ্বাসী সাহেব হিকি, উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম জোন্স, ডেভিড হেয়ার, বেথুন, শ্রীরামপুরের মিশনরারীরা। এদের হাত ধরেই বাংলাকে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা চর্চার পীঠস্থান। আধুনিক শিক্ষার প্রথম প্রাণ প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্ম বড় নয়। মানুষ বড় সেটা প্রমাণ করতে উপস্থিত হয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ। সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তিনি হিন্দু কলেজে পড়ার সময় থেকেই শুরু করে দিলেন পাশচাত্য চর্চা। হিন্দু কলেজের সাহেবি চর্চার ওপরে জোর দিতে শুরু করলেন মাইকেল। প্রাচীনপন্থীরা গেল গেল রব তুলতে শুরু করে। তার আগে ডিরোজিও পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ বোপন করে যান। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর পথ ধরে পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা আর বেশি করে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ ধরে পাশ্চাত্য চর্চার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাল। সারা বাংলা জড়ে নয়া কর্মযজ্ঞ শুরু হল। গোটা বাংলার সমাজের পরিস্থিতি ওলোটপালট। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা থেকে বের হয়ে ধর্ম ও সাহিত্য নতুন পথ ধরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রবনতা প্রবলতর হতে থাকলো। ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র এবং মহাকাব্যগুলি নতুন দৃষ্টির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা হতে থাকলো। বাংলার কবি সাহিত্যেকেরা, ধর্মীয় নেতারা এই নতুন কর্মযজ্ঞে সামিল হলেন। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের রীতিনীতি, ধর্ম এবং সাহিত্যকে বের করে নিয়ে আসতে সংগ্রাম করতে শুরু দিল নব্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়। সেই সংগ্রামে সামিল হলেন রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বরাকনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার সহ আরও অনেকে। এদের সংগ্রামে দেবদেবী তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা পেল মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ। মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ এর মূল লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মের আধুনিক রূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্রাহ্ম ধর্মকে অবলম্বন করেই বাংলার নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় নতুন যুগের ডাক দিলেন। । তাজের বহু সংগ্রামের ফসল হচ্ছে হিন্দু মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার অর্জন। ইংরেজ মিশনারীরা যখন ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংরেজি স্কুল তৈরি করতে ব্যস্ত তখন বিদ্যাসাগর বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন।

জেলায় জেলায় বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। ঠিক সেই সময়েই মাইকেল বাংলায় আর্বিভূত হলেন। মাইকেল একেবারে বিপরীত দিকে পা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামায়ণের বহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম,

প্রেমিক নার্গিসকে উদ্দেশ্য করে লেখা নজরুলের চিঠি

বুদ্ধদেব মিশ্র

নার্গিসকে লেখা কাজী নজরুল ইসলাম এর চিঠি।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার পত্র পেয়েছি সেদিন নব বর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘ মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনের বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি এক বারিধারায় প্লাবন নেমেছিল, তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তার প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চার। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে। যাক, তোমার অনুযোগের অভিযোগের উত্তর দেই। তুমি বিশ্বাস করো, আমি যা লিখছি তা সত্য। লোকের মুখে শোনা কথা দিয়ে যদি আমার মূর্তির কল্পনা করে থাকো, তাহলে আমায় ভুল বুঝবে-আর তা মিথ্যা। তোমার উপর আমি কোনো 'জিঘাংসা' পোষণ করিনা-এ সকল আমি অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনোদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি 'অগ্নিবীণা' বাজাতে পারতাম না। আমি ধুমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।তোমার যে কল্যাণ রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথম দেখেছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার আঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজো স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মতো চির অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের সে আগুন-বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি। তুমি ভুলে যেওনা আমি কবি, আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর কুৎসিতের সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বর কাপুরুষের আঘাতের মতো নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন (তুমি কি জান বা শুনেছ জানিনা) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবীও নেই।

তোমার আজিকার রূপ কি জানিনা। আমি জানি তোমার সেই কিশোরি মুর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মতো আমার হৃদয় বেদীতে অনন্ত প্রেম, অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলেনা। পাষাণ দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদিপাঠ। জীবন ভরে সেখানেই চলেছে আমার পূজা আরতি। আজকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ; তাই তাকে পেতে চাইনে। জানিনে হয়ত সে রূপ দেখে বঞ্চিত হব, অধিকতর বেদনা পাব, তাই তাকে অস্বীকার করেই চলেছি।

দেখা? না-ই হ'ল এ ধূলির ধরায়। প্রেমের ফুল এ ধূলিতলে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ, হতশ্রী। তুমি যদি সত্যিই আমায় ভালবাস আমাকে চাও ওখান থেকেই আমাকে পাবে। লাইলি মজনুকে পায়নি, শিরি ফরহাদকে পায়নি, তবু তাদের মত করে কেউ কারো প্রিয়তমাকে পায়নি। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হলেও প্রেম সত্য। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারেনা। প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাকো, তাহলে তোমার মতো ভাগ্যবতী আর কে আছে? তারি মায়া স্পর্শে তোমার সকল কিছু আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে।

দুঃখ নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই সেই দুঃখের অবসান হয়না। মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুল রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কোনো ভুল করে থাক জীবনে, এই জীবনেই তাকে সংশোধন করে যেতে হবে; তবেই পাবে আনন্দ মুক্তি; তবেই হবে সর্ব দুঃখের অবসান। নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা করো, স্বয়ং বিধাতা তোমার সহায় হবেন। আমি সংসার করছি, তবু চলে গেছি এই সংসারের বাধাকে অতক্রম করে উর্ধ্ব লোকে। সেখানে গেলে পৃথিবীর সকল অপূর্ণতা, সকল অপরাধ ক্ষমা সুন্দর চোখে পরম মনোহর মূর্তিতে দেখা যায়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনর বছর আগের কথা। তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দুটি কর তোমার শুভ্র ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল; তোমার তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজো অনুভব করতে পারি। তুমি কি চিয়ে দেখেছিলে? আমার চোখে ছিলো জল, হাতে সেবা করার আকুল স্পৃহা, অন্তরে শ্রীবিধাতার চরণে তোমার আরোগ্য লাভের জন্য করুন মিনতি। মনে হয় যেন কালকের কথা। মহাকাল যে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেন না। কী উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল। সারা দিন রাত আমার চোখে ঘুম ছিল না । (সংগ্রহীত)

যাক আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষে রশ্মি ধরে ভাটার স্রোতে, তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। আর তার চেষ্টা করোনা। তোমাকে লিখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক। যেখানেই থাকি বিশ্বাস করো আমার অক্ষয় আশির্বাদ কবচ তোমায় ঘিরে থাকবে। তুমি সুখি হও, শান্তি পাও, এই প্রার্থনা। **সংগ্রহেঃ বুদ্ধদেব মিশ্র**

সহনশীলতাই আত্মোন্নতির মহান কবচ

চিত্তজিৎ দত্ত

সহনশীলতার ভাষা হারালে সভ্যতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সমাজ যত আধুনিক হয়, ততই কি মানুষ উদার হয়? নাকি আধুনিকতার চকচকে আবরণে লুকিয়ে থাকে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে ওঠা মন? এই প্রশ্ন নতুন নয়, কিন্তু আজকের সময়ে তা যেন আরও তীব্রভাবে ফিরে আসে। প্রযুক্তির অগ্রগতি, অর্থ নীতির প্রসার, বিশ্বায়নের বহমান ধারা;সবই মানুষকে কাছাকাছি এনেছে, অথচ মনের দূরত্ব কি কমেছে? বরং বহুক্ষেত্রে তা বেড়েই চলেছে। সহনশীলতার জায়গায় এসেছে অসহিষ্ণুতা, যুক্তির জায়গায় আবেগ প্রসূত আক্রমণ, আর মতের পার্থক্যকে গ্রহণ করার বদলে তা দমন করার প্রবণতা। এই প্রবণতার মধ্যেই উঠে আসে সহনশীলতার সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা;যা কেবল একটি নৈতিক মূল্যবোধ নয়, বরং সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার অন্যতম শর্ত।

সহনশীলতা মানে শুধুই অন্যকে সহ্য করা নয়। সহনশীলতা মানে অন্যের অস্তিত্বকে সম্মান করা, তার মত, বিশ্বাস, চিন্তাকে বোঝার চেষ্টা করা। সমাজে বিভিন্ন মত, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনযাত্রা;এসবের সহাবস্থানই প্রকৃত সভ্যতার চিহ্ন। কিন্তু এই সহাবস্থান তখনই সম্ভব, যখন মানুষ নিজস্ব মতকে একমাত্র সত্য বলে ধরে না নিয়ে, অন্যের মতকেও গুরুত্ব দিতে শেখে। এখানেই সহনশীলতার সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়, বরং সামাজিক আচরণের ভিত্তি।

বর্তমান সময়ের অন্যতম সমস্যা হল 'আমিই ঠিক';এই মনোভাব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোখ রাখলেই দেখা যায়, যে কোনও বিষয়েই মতভেদ হলেই তা দ্রুত আক্রমণে পরিণত হচ্ছে। যুক্তি, তথ্য বা আলোচনা নয়, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণ, বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা, হুমকি;এসবই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। এর ফলে জনপরিসরে একটি ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, যেখানে মানুষ নিজের মত প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে। এই ভয় গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক,

কারণ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল মুক্ত মতপ্রকাশ।

সহনশীলতার অভাব শুধু ব্যক্তিগত বা সামাজিক সম্পর্কেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলছে। বিরোধী মতকে শত্রু হিসেবে দেখার প্রবণতা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। মতের ভিন্নতা গণতন্ত্রের শক্তি, কিন্তু তা যখন সংঘর্ষে রূপ নেয়, তখন তা সমাজকে বিভক্ত করে। এই বিভাজন শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও মানসিকও বটে। মানুষ নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, অন্য গোষ্ঠীর প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ জন্মায়। এর ফলাফল দীর্ঘমেয়াদে ভয়াবহ হতে পারে।

সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিক্ষা। শিক্ষা যদি কেবল তথ্য ও দক্ষতা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষকে মানবিক করে তোলা, তাকে যুক্তিবাদী ও উদার মানসিকতার অধিকারী করা। ছোটবেলা থেকেই যদি শিশুদের শেখানো হয় যে ভিন্নতা স্বাভাবিক, এবং তা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তবে ভবিষ্যতে তারা আরও সহনশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু যদি শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকীর্ণতা, পক্ষপাত বা একমুখী চিন্তার প্রচার হয়, তবে তা সমাজকে আরও বিভক্ত করবে।

পরিবারও এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুরা পরিবার থেকেই প্রথম শেখে কীভাবে অন্যের সঙ্গে আচরণ করতে হয়। যদি পরিবারে ভিন্ন মতকে সম্মান করা হয়, আলোচনা হয়, তাহলে শিশুরাও সেই মূল্যবোধ গ্রহণ করে। কিন্তু যদি পরিবারে বিদ্বেষ, কট্টরতা বা অন্যকে অবমূল্যায়ন করার প্রবণতা থাকে, তবে তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

মিডিয়ার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সংবাদমাধ্যম ও বিনোদনমাধ্যম মানুষের চিন্তাভাবনা গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। যদি সেখানে উত্তেজনা, বিভাজন, বিদ্বেষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তবে তা সমাজে একই প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। দায়িত্বশীল মিডিয়া বরং সহনশীলতা, সংলাপ ও যুক্তির পরিবেশ তৈরি করতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে অনেক সময় সেই দায়িত্ববোধ হারিয়ে যায়।

অর্থনৈতিক বৈষম্যও অসহিষ্ণুতার একটি বড় কারণ। যখন সমাজে বৈষম্য বাড়ে, তখন মানুষের মধ্যে অসন্তোষ জন্মায়। এই অসন্তোষ অনেক সময় অন্য গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হয়। ফলে সহনশীলতার জায়গা সংকুচিত হয়। তাই সহনশীল সমাজ গড়তে গেলে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারও জরুরি।

তবে সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, রাষ্ট্র;সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, আত্মসমালোচনা এবং পরিবর্তনের ইচ্ছা। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের বুঝতে হবে যে সহনশীলতা দুর্বলতা নয়, বরং শক্তি। এটি আমাদের আরও সমৃদ্ধ, আরও মানবিক করে তোলে।

আজকের বিশ্বে যেখানে সংঘাত, বিভাজন, বিদ্বেষ ক্রমশ বাড়ছে, সেখানে সহনশীলতার সংস্কৃতি একমাত্র পথ দেখাতে পারে। এটি শুধু একটি আদর্শ নয়, বরং প্রয়োজনীয়তা। আমরা যদি এই মূল্যবোধকে গুরুত্ব না দিই, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বিভক্ত, অস্থির ও অনিরাপদ সমাজ রেখে যাব।

অতএব, সময় এসেছে নিজেদের দিকে ফিরে তাকানোর। আমরা কি সত্যিই অন্যের মতকে সম্মান করতে পারি? আমরা কি ভিন্নতাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত? যদি উত্তর 'না' হয়, তবে এখনই পরিবর্তনের সময়। কারণ সহনশীলতার ভাষা হারিয়ে গেলে, সভ্যতার ভাষাও একদিন হারিয়ে যাবে।

শক্ত হাতে সব কিছুকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে অভিষ্ট লক্ষ্য পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে গেলে সাফল্য আসবে।

গোবরডাঙ্গায় ফলহারিনী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

শঙ্করলাল কর্মকার

প্রসন্নময়ী কালী মন্দির। গোবরডাঙা উত্তর চব্বিশ পরগণা। ফলহারিনী কালীপুজো। সেইজন্য মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি।

শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ লোকাল ধরে বনগাঁর দুটো স্টেশন আগে গোবরডাঙা নেমে অটো বা টোটো করে প্রসন্নময়ী কালী মন্দির বললেই আপনি পৌঁছে যাবেন মন্দিরে। যে মন্দির স্থাপিত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরিরও ৩৩ বছর আগে। ১২২৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ। প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙার জমিদার খেলারাম মুখোপাধ্যায়।

তিনি দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। সেইজন্য তার মনে শান্তি ছিল না। এমন সময় তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন, যে, পাশেই যমুনা নদীতে এক কষ্টিপাথর ভেসে আসবে। তিনি যেন সেই কষ্টিপাথর দিয়ে দক্ষিণাকালীর মূর্তি তৈরি করেন। প্রথম দিকে বাড়িতেই পুজো হতে থাকে। এবং খেলারাম পুত্র সন্তানের জনক হন। সন্তানের নাম রাখেন, মা প্রসন্ন হওয়ায় যেহেতু তিনি সন্তান লাভ করেছেন, তাই তার পুত্রের নাম রাখেন কালীপ্রসন্ন। এর আগে তাদের বংশে নামের মধ্যে রাম কথাটি থাকতো।

এরপর তিনি জমিদার বাড়ি সংলগ্ন জমিতে মন্দির নির্মানের কাজ শুরু করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি মন্দির নির্মানের কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র কালীপ্রসন্ন এবং খেলারামের স্ত্রী মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত করেন।

মায়ের নামও রাখা হয় প্রসন্নময়ী। শোনা যায় রানী রাসমণি তাঁর জামাতা মথুরবাবুকে নিয়ে এই মন্দির দর্শন করে যান। এবং মন্দির দর্শনের স্মৃতিতে মন্দির প্রাঙ্গনে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির ডান দিকে একটি বটবৃক্ষের চারা রোপন করে যান। গাছের গোড়াটা গোল করে বাঁধানো। অনেকে মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে এই গাছে ঢিল বেঁধে দেন। মন্দিরে গেলে সেই বটগাছটিকে এখনো দেখতে পাবেন। তবে বটগাছটিকে দেখে আমার ততটা পুরনো বলে মনে হল না, মন্দিরের পুরোহিত বলা সত্ত্বেও। এছাড়াও স্বয়ং শ্রীরাম কৃষ্ণদেব একবার এই মন্দিরে এসেছিলেন।

রাস্তার ধারেই নহবতখানা। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হলুদ রঙের মন্দিরের মূল প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়বে দুপাশে ছয়টি করে মোট দ্বাদশ শিব মন্দির। উঁচু ভিতের ওপর আটচালা শৈলীতে নির্মিত। গর্ভগৃহে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ।

আর সামনে খানিকটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে রোয়াক পেরিয়ে তিন খিলানের দালান রীতিতে নির্মিত মন্দির। সামনে অলিন্দ পেছনে গর্ভগৃহ।

গর্ভগৃহে সামান্য উঁচু বেদীর ওপর কাঠের সিংহাসনে শ্বেত পাথরের তৈরি মহাদেবের ওপর দন্ডায়মান মায়ের কষ্টিপাথরের মূর্তি। উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট। দেবী এখানে চতুর্ভুজা, বসন পরিহিতা। মাথায় সোনার জলে রাঙানো রূপোর মুকুট। মা, ত্রিনয়নী, টানা টানা চোখ, নাকে নথ, এবং সারা গায়ে নানা অলংকারে ভূষিতা।

আগে বিশেষ বিশেষ পুজোতে তিনটি করে পাঁঠাবলি হলেও ১৯৯৭ সাল থেকে বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

মায়ের নিত্যপুজো ছাড়াও ফলহারিনী কালীপুজো, রটন্তী কালীপুজো, দ্বীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপুজো এবং পৌষ মাসে পৌষ কালী পুজো হয়।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এদিন (১৭।০৫।২৬) ভার্চুয়ালি বেঙ্গালুরু ও মুম্বাইয়ের মধ্যে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করলেন এটি কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি উল্লেখ করেন যে, দক্ষিণ ও উত্তর কর্ণাটকের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত দাবিগুলো এখন পূরণ করা হচ্ছে। এছাড়া তিনি ঘোষণা করেন যে, বেঙ্গালুরু ও মুম্বাইয়ের মধ্যে 'বন্দে ভারত স্লিপার' পরিষেবাও শীঘ্রই চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কলেজ ছাত্রকে কুপিয়ে খুন, চাঞ্চল্য কাটোয়ার মুল্টিগ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৭ মে ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার মুল্টিগ্রামে এক কলেজ ছাত্রকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ির কাছেই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় অতর্কিতে হামলার শিকার হন ওই যুবক। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিহত ছাত্রের নাম মোহাম্মদ শাহিদ মির্দা। তিনি কাটোয়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মতো বাড়ির কাছে একটি পুকুর পাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন শাহিদ। অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী সেখানে এসে ধারালো অস্ত্র, সম্ভবত কাটারি বা হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনার পরপরই দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। নিহতের দাদা মাসুদ মির্দা জানান, তার ভাই অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না এবং কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতাও ছিল না। সামনেই চাকরির পরীক্ষা থাকায় পড়াশোনার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। হঠাৎ কেন এই হামলা হলো, তা বুঝে উঠতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাটোয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, হামলার ধরণ দেখে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত হতে পারে। ঘটনার সময় শাহিদের সঙ্গে থাকা দুই বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হামলাকারীদের শনাক্ত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মুল্টিগ্রাম এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। জনবহুল এলাকায় এই ধরনের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভোট মিটতেই দুর্গাপুরে রাস্তা সারাইয়ে বিজেপি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৭ মে ঃ বিজয় উৎসবের বদলে সেবামূলক কাজে শামিল হল বিজেপি কর্মীরা। ভোটের প্রচারে গিয়ে যে বেহাল রাস্তার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা, ভোট শেষ হতেই সেই রাস্তা সারাইয়ের কাজে হাত লাগালেন বিজেপি কর্মীরা। রবিবার এমনই ছবি দেখা গেল দুর্গাপুরের মায়াবাজার নিউ মার্কেট সংলগ্ন এলাকায়। উল্লেখ্য, দুর্গাপুরের ৩৬ ও ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে অবস্থিত মায়াবাজার নিউ মার্কেট এলাকার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় ডিভিসি কলোনি, মায়াবাজার, পুরসা-সহ একাধিক এলাকার বাসিন্দারা এই বাজারে আসেন। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার বিভিন্ন গর্তে জল জমে তা কার্যত জলাশয়ে পরিণত হয়। ফলে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার নগর নিগমে আবেদন জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। নির্বাচনী প্রচারের সময় ওই এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের এই দুর্ভোগের বিষয়টি নজরে আসে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের। তবে নির্বাচনী বিধিনিষেধের কারণে তখন কোনও কাজ করা সম্ভব হয়নি। ভোট পর্ব শেষ হতেই রবিবার সকালে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা ট্র্যাক্টরে করে ছাই এনে রাস্তার গর্তে ফেলেন এবং রাস্তা সাময়িকভাবে চলাচলের উপযোগী করে তোলেন। এতে আপাতত কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিজেপির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, আমাদের বিধায়ক ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পুরসভা নির্বাচন না হওয়ায় শহরবাসীকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। নতুন সরকার গঠনের পর শীঘ্রই পুরসভা নির্বাচন হবে। তার আগে শহরবাসীকে স্বস্তি দিতেই আপাতত ছাই ফেলে রাস্তা চলাচলের উপযোগী করা হল। এটাই বিজেপির গ্যারান্টি।

কড়া বার্তা খাদ্যমন্ত্রীর, সিএএ আবেদন ও রেশন কার্ড নিয়ে সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ মে ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় সাংবাদিক সম্মেলন করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। রবিবারের এই সাংবাদিক বৈঠকে তিনি নাগরিকত্ব, রেশন পরিষেবা এবং খাদ্য দফতরের স্বচ্ছতা নিয়ে কড়া বার্তা দেন।মন্ত্রী জানান, ভারতের বৈধ নাগরিক না হলে ভবিষ্যতে সমস্ত ধরনের সরকারি সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। তিনি বলেন, এসআইআর-এ নাম বাদ গেলে রেশন-সহ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং রেশন কার্ডও বাতিল হতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ট্রাইবুনালে আবেদন করলে বা সিএএ-র আওতায় আবেদন করলে পরিষেবা চালু থাকবে বলে তিনি জানান। মতুয়া ও উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষদের দ্রুত সিএএ-তে আবেদন করার আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, আবেদন করতে দেরি হলে সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে। এদিন তিনি আরও বলেন, সরকারি চাকরিজীবী বা আয়করদাতা কেউ যদি বিপিএল তালিকাভুক্ত রেশন কার্ড ব্যবহার করেন, তাহলে দ্রুত সেই কার্ড জমা দিতে হবে। অন্যথায় কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেন তিনি। খাদ্য দফতরকে দুর্নীতিমুক্ত করার আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী জানান, খুব শীঘ্রই আধিকারিকদের না জানিয়ে সারপ্রাইজ ভিজিট শুরু করা হবে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ মে ঃ খাস কলকাতায় উদ্ধার হলো আগ্নেয়াস্ত্র। বাঁশদ্রোণী এলাকায় অতর্কিতে অভিযান চালিয়ে সেমি-অটোমেটিক পিস্তল এবং তাজা কার্তুজ-সহ এক যুবককে হাতেনাতে পাকড়াও করল পুলিশ। রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের নাম সত্যব্রত বসু রায়। সে কলকাতার নিরঞ্জন পল্লীর বাসিন্দা। জানা গেছে, রবিবার গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে বাঁশদ্রোণী এলাকায় এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরছে। এই খবরের ওপর ভিত্তি করেই বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ কোমর বেঁধে ময়দানে নামে। ওই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি উন্নতমানের সেমি-অটোমেটিক পিস্তল এবং ৪ রাউন্ড তাজা কার্তুজ। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং অস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

উত্তরবঙ্গই প্রথম বিধানসভার অধ্যক্ষ পেল .. জেলায় ফিরতেই উচ্ছ্বাসে ভাসলো কর্মী সমর্থকরা

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৭ মে ঃ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় ভারতীয় জনতা পার্টি। কোচবিহারের নটি বিধানসভা আসনের মধ্যে আটটিতেই জয়লাভ করে বিজেপির প্রার্থীরা। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস প্রথমবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন এবং বিধানসভার স্পিকার হিসেবে মনোনীত হন তিনি। দায়িত্বভার গ্রহণ করে রবিবার পদাতিক এক্সপ্রেসে নিউকোচবিহার স্টেশনে নামতেই রাজকীয় সম্মান গ্রহণ করেন তিনি। আগে থেকেই বিশাল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিল নিউ কোচবিহার স্টেশনে। ঢাকঢোল সহযোগে হুট খোলা জিপে চেপে মানুষের অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে পৌঁছে যান কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন বাড়িতে। পুজো দেন মদনমোহন বাড়িতে তারপর যান জেলা সদর কার্যালয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই প্রথম বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে কেউ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন উত্তরবঙ্গ থেকে। ফলে স্বভাবতই আনন্দে ভাসছে কর্মী সমর্থকরা। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছিল কারণ এই কেন্দ্রে তৃণমূল - কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায় ৩১ শতাংশ ভোট রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনটি বিজেপি মাত্র ৩০০০ এর বেশি ভোটে জয়লাভ করে। যদিও এবার চিত্রটা পুরোপুরি পাল্টে যায়। তৃণমূলের চরম গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে সংখ্যালঘু এলাকার ভোট ব্যাংকে ভাটা পরে তৃণমূলের ভোট। অপরদিকে কোচবিহার পৌরসভার কুড়িটি ওয়ার্ডে বিপুল সংখ্যক ঘটে গিয়েছিল বিজেপি ফলে ২৩ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করে বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস। জন্ম কোচবিহারে এবং পড়াশোনার কলেজের গণ্ডি কোচবিহার পর্যন্ত পরবর্তীতে তিনি চার্টার অ্যাকাউন্ট পড়তে কলকাতায় যান এবং চার্টার অ্যাকাউন্ট হয়ে শিলিগুড়িতে নিজস্ব ফার্ম তৈরি করেন। শিলিগুড়িতে থাকলেও শৈশব থেকেই তিনি আরএসএসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বভাবে ভদ্র এবং সৎ এই মানুষকে তাই এবার প্রার্থী করে বিজেপি। উল্লেখ্য রথীন্দ্রনাথ বোসের ছোট ভাই বিরাজ বোস দীর্ঘদিনের বিজেপির কর্মী এবং তার যথেষ্ট নাম ডাক রয়েছে জেলা জুড়ে। বর্তমানে তিনি জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি ও বটে। এমত অবস্থায় দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নিয়ে বেশ কিছুটা সময় নিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। তৃণমূল কংগ্রেস অনেক আগেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর যখন তৃণমূল

কংগ্রেস জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছিল সেই সময় তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দক্ষিণ বিধানসভার প্রার্থী কে হবেন। যদিও প্রার্থী ঘোষণার পর প্রচারে বারংবার তৎকালীন শাসকদলের সন্ত্রাসের সামনে পড়তে হয়েছিল রথীনবাবুকে। অবশেষে জয়লাভ বিধানসভায় শপথ গ্রহণের পর বিধানসভার স্পিকার পদে নিযুক্ত হলেন তিনি। রবিবার তাই শহরে ফিরতেই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন রথীন্দ্রনাথ বোসের। এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ বোস বলেন - মানুষের আস্থা মানুষের বিশ্বাস আমি প্রণাম করি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমার অনুপ্রেরণা সবসময় তাকে দেখে আমি উদ্দীপ্ত হই সেই কারণে আমি একটি বইও লিখেছি। আজকের এই বিজয় তাই সমস্ত কর্মী সমর্থকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল। এবার দুর্নীতি মুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত এক মুক্ত পরিবেশে মানুষ নিঃশ্বাস নেবে। একদিকে যখন ভিড়ে ঠাসা করবি সমর্থকদের বিশাল মিছিল নিয়ে নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে দলীয় কার্যালয় পর্যন্ত এক প্রকার বিজয় উৎসব চলছে ঠিক সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। প্রশ্ন উঠছে কর্মী সমর্থকদের একলা ফেলে দিয়ে তারা উধাও কেন ?

ঝড়ে লন্ডভন্ড পাত্রসায়র ও তপন এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৭ মে ঃ শনিবার রাতের কয়েক মিনিটের কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় লন্ডভন্ড বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র এলাকা। এর জেরে ভেঙেছে গৃহস্থের বাড়ি। উপড়ে পড়েছে গাছ। সমস্যায় সাধারণ মানুষ। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র ব্লকের নারায়ণপুর, বারাসাত, রামপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় এই ছবি দেখা যায় রবিবার সকালেও। এদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট এলাকার তপন ব্লকে ঝড়ে একাধিক গাছ উপড়ে পড়েছে। শনিবার রাতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে ওই ঝড়। কয়েকটি বাড়ির চাল ঝড়ে উড়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব চলছে। লস্করহাট-তপন রাজ্য সড়কে গাছ পড়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। রবিবার সেই সব গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ চলছে বলে জানা গেছে।

বাজ পড়ে মৃত্যু ছেলের, বাঁচলেন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৭ মে ঃ রবিবার দুপুরে মাঠের কাজ সেরে জমির আলপথ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন মা ও ছেলে। সেইসময় শুরু হয় বজ্রপাত। সেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল নারায়ণ হেমব্রমের। তাঁর বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। বজ্রাঘাতের জেরে পাশেই ছিটকে পড়েন তাঁর মা। মুর্শিদাবাদ জেলার পাটকেলডাঙা পঞ্চায়েতের হুকারহাট নতুনপাড়ার ঘটনা। দেখতে পেয়েই প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দু'জনকেই উদ্ধার করে নিয়ে যান পাশের একটি বাড়িতে। প্রাণে বেঁচে যান নারায়ণ হেমব্রমের মা। কিন্তু বাঁচানো যায়নি ছেলেকে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুর্শিদাবাদ জেলার রানিতলার এক বধূর মৃত্যু হল। মৃতের নাম কায়মন খাতুন। তাঁর বাড়ি রানিতলার ফরিদপুরে। দিনকয়েক আগে তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন। ওইদিনই তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন ছিলেন সেখানে। শনিবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

মদ উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ মে ঃ উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙায় পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ বাংলা মদ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোবরডাঙা থানার পুলিশ শনিবার রাতে বেরভূম পেয়ারাতলা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে উদ্ধার হয় ২৩ পেটি বাংলা মদ। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া মদের মোট বোতলের সংখ্যা ৪৬০। ঘটনায় পুলিশ মদন গোপাল পাল নামে এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনিভাবে বাংলা মদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

তৃণমূল ছাড়লেন সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৭ মে ঃ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন মনিরুল ইসলাম। তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে তৃণমূল দল আর টিকিট দেয়নি। তাঁর পরিবর্তে ফরাক্কা

বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছিল সামশেরগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে। যদিও এবারের নির্বাচনে ফরাক্কা বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। একুশের নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দল প্রথম স্থানে ছিল এবারের নির্বাচনে তারা তিন নম্বর স্থানে পৌঁছে গিয়েছে। ফরাক্কা আসনে কংগ্রেসের প্রতীকে মহাতাব শেখ জয়ী হয়েছেন। রবিবার বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ফরাক্কার সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে কৃতজ্ঞতাও জানান। এর পাশাপাশি মনিরুল জানিয়ে দিয়েছেন নিজের ভবিষ্যত রাজনৈতিক পথ খুব শীঘ্রই তিনি জানিয়ে দেবেন। আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মনিরুল বলেন, রাজ্যের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি, কাটমানি, দাদাগিরির বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তার জন্য আমি শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানাই। এমন মুখ্যমন্ত্রী আগে থাকলে দুর্নীতিমুক্ত পশ্চিমবাংলা তৈরি হতো। এরপরই মনিরুল জানিয়ে দেন, যে দলে আমার সম্মান, মর্যাদা, কদর এবং ইজ্জত নেই সেখানে আমি থাকতে চাই না। এবছরের ১৭ মার্চ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখানে আমাকে বাদ দিয়ে সামশেরগঞ্জ থেকে একজনকে নিয়ে এসে ফরাক্কা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়। যদিও সেই প্রার্থীকে ফরাক্কার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে ১৭ মার্চ দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের তরফ থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি, আমিও তাঁদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। আসলে তৃণমূল দল আমি ছাড়িনি, তৃণমূল দলই আমাকে ছেড়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে মনিরুল 'বিদ্রোহী' হয়ে ওঠার পর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি মুর্শিদাবাদে জনসভা করতে এসে তাঁকে কড়া বার্তা দিয়ে যান। এমনকি তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করারও নির্দেশ দিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। এরপরই সেই সময় নিজের পুরনো অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছিলেন মনিরুল। যদিও আজ মনিরুল সরাসরি জানিয়ে দিলেন তিনি তৃণমূল দল আর করবেন না। ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক এরপর বলেন, যে দলে আমার কদর, সম্মান এবং ইজ্জত নেই সেখানে আমি আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে থাকতে পারি না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মান - সম্মান রয়েছে। তাই আমার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমি নতুন করে নিজের রাজনৈতিক চলার পথ ঠিক করব। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে আজ মনিরুল বলেন, ওই দলে একনায়কতন্ত্র চলে। দলের রাজ্য এবং জেলা কমিটি আছে কি নেই তা আমার জানা নেই। ওই দলে একজনই সব সিদ্ধান্ত নেয়। দলের প্রার্থী ঠিক করা নিয়ে ছেলে খেলা করতে গিয়ে ৭৪ জন বিধায়ককে উনি টিকিট দেননি এবং ১৫ জন বিধায়কের আসন পরিবর্তন করেছেন। তৃণমূল দলের মধ্যে এই রাজতন্ত্র এবং জমিদারি প্রথা আমি মানি না।ন্ড ভ্তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে মনিরুল বলেন, মমতা ব্যানার্জির প্রতি আমার এখনও অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমার পক্ষে তৃণমূল দল করা সম্ভব নয়। মমতা ব্যানার্জির ভাইপো পশ্চিমবঙ্গকে বহু বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। তিনি অবাধে লুটতরাজ , সিন্ডিকেটরাজ চালিয়েছেন। মানুষকে সম্মান দেননি। তাই অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমি দলদাস হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারব না। আমি আমার অনুগামী এবং সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসছি। আগামী দিন কী সিদ্ধান্ত নেব শীঘ্রই জানিয়ে দেব।

পূর্ব রেলের মেগা পরিচ্ছন্নতা অভিযানের দ্বিতীয় ধাপের সূচনা ৩০ মিনিটের মধ্যে পরিষ্কারের গ্যারান্টি চালু

কলকাতা, ১৭ মে ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের নেতৃত্বে বিভিন্ন ডিভিশন ও ওয়ার্কশপ জুড়ে মেগা দ্বিতীয় ধাপের 'স্বচ্ছতা সচেতনতা অভিযান' শুরু করা হয়েছে। এই নতুন ধাপে ৩০ মিনিটের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার গ্যারান্টি শিরোনামে একটি যুগান্তকারী যাত্রী- কেন্দ্রিক উদ্যোগ চালু করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো স্যানিটেশন সংক্রান্ত অভিযোগের দ্রুত সমাধান করা এবং জোন জুড়ে পরিচ্ছন্নতার মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা। রেলের বরিষ্ঠ আধিকারিক, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্বে মাটিতে নেমে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এই অভিযান একযোগে শুরু হয়। আসানসোল ডিভিশনে, আসানসোল ও দুর্গাপুর স্টেশনে এই উদ্যোগের উদ্বোধন করেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সংগ্রহ মৌর্য, যিনি যাত্রীদের ডিজিটাল পরামর্শের জন্য একটি অনন্য কিউআর- কোড ফিডব্যাক সিস্টেমও চালু করেন। লিলুয়া স্টেশনেও চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার যতীশ কুমারের নেতৃত্বে অনুরূপ একটি অভিযান সফলভাবে পরিচালিত হয়, যেখানে সিভিল ডিফেন্স, স্বীকৃত ইউনিয়ন এবং ক্রীড়া সংস্থাগুলি অংশ নেয়। এ ছাড়া, কাঁচরাপাড়া স্টেশনে চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার সুভাষ চন্দ্র এবং কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের বরিষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ১৬ মে থেকে ৩০ মে, ২০২৬ পর্যন্ত চলমান এই অভিযানটি স্পট ইট, রিপোর্ট ইট, উই আর অন ইট (Spot It, Report It, We Are On It - আবর্জনা দেখুন, জানান, আমরা প্রস্তুত) এই মূল মন্ত্রের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই উদ্যোগটি যাত্রীদের স্টেশন পরিচ্ছন্ন বজায় রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশীদার হতে ক্ষমতায়ন করে। যদি কোনো যাত্রী স্টেশন চত্বরের মধ্যে কোনো অপরিচ্ছন্ন স্থান দেখতে পান, তবে তিনি 'রেলমদদ' অ্যাপে একটি ছবি আপলোড করে বা হ্যাশট্যাগ #ERChallenge ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় রেলওয়ের হ্যান্ডেলগুলিকে ট্যাগ করে অবিলম্বে তা জানাতে পারেন। রিপোর্ট পাওয়ার পর, রেলের ডেডিকেটেড ক্লিনিং টিম সমস্যা সমাধান করতে এবং অপারেশনাল সম্ভাব্যতা সাপেক্ষে ৩০ মিনিটের মধ্যে সেই জায়গাটি পরিষ্কার করতে মাঠে নামবে। আসানসোল, লিলুয়া এবং কাঁচরাপাড়া জুড়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর ১২০ জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক যাত্রীদের সক্রিয়ভাবে সচেতন করার মাধ্যমে এই অভিযানে ব্যাপক সামাজিক ও যুব অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা গেছে। আসানসোলে, স্কাউটরা একটি প্রভাবশালী পথনাটিকা পরিবেশন করে এবং সঠিক বর্জ্য নিষ্কাশন, থুতু ফেলার প্রতিরোধ এবং বায়ো- টয়লেটের দায়িত্বশীল ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের শিক্ষিত করার জন্য সরাসরি যোগাযোগ অভিযান পরিচালনা করে। পূর্ব রেল জোর দিয়ে বলেছে যে ট্র্যাক এবং প্ল্যাটফর্মগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখা একটি যৌথ দায়িত্ব এবং সমস্ত রেল ব্যবহারকারীদের যত্রতত্র ময়লা না ফেলে ক্রমাগত ডাস্টবিন ব্যবহার করার আবেদন জানিয়েছে। পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, প্রথম পর্যায়টি কলোনি এবং ট্রেন জুড়ে সচেতনতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করলেও, এই দ্বিতীয় পর্যায়টি দ্রুত জবাবদিহিতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, রেলমদদ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে ব্যবহার করে রেলওয়ে স্যানিটেশন সংক্রান্ত সমস্যার রিয়েল-টাইম সমাধান নিশ্চিত করছে। পরিশেষে তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে, পরিচ্ছন্নতা একটি যৌথ দায়িত্ব এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় পূর্ব রেল সবার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ এবং আরও মনোরম ভ্রমণের পরিবেশ প্রদান করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নেপালে চিনির সংকট হবে না, ভোক্তাদের আশ্বস্ত করল শিল্প সমিতি

কাঠমান্ডু, ১৭ মে ঃ ভারতে চিনির রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নেপালের চিনি শিল্প সমিতি জানিয়েছে, দেশে চিনির কোনও সংকট হবে না। শনিবার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানায়, নেপালে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনির মজুত রয়েছে, তাই ভোক্তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। চিনি শিল্প সমিতির তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে পরিচালিত ১৩ টি চিনি কারখানা থেকে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার ৮৭০ টন চিনি উৎপাদন হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ বৈশাখ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে কারখানাগুলোর কাছে প্রায় ১ লাখ ৮ হাজার টন চিনি মজুত রয়েছে। শিল্প সমিতি আরও জানিয়েছে, ব্যবসায়ীদের কাছে প্রায় ২০ হাজার টন চিনি মজুত রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে আমদানি করা আরও ৬০ থেকে ৭০ হাজার টন চিনি বাজারে উপলব্ধ রয়েছে। এছাড়া খোলা সীমান্ত দিয়ে চিনি আমদানি অব্যাহত থাকায় আগামী ক্রাশিং সিজন পর্যন্ত দেশে পর্যাপ্ত সরবরাহ বজায় থাকবে বলে দাবি করা হয়েছে। সংগঠনটি জানিয়েছে, পর্যাপ্ত মজুত থাকার কারণে আপাতত কারখানা পর্যায়ে চিনির দামে বড় কোনও পরিবর্তন আসবে না। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশে পর্যাপ্ত চিনি মজুত থাকায় তৎক্ষণাত দামের কোনও বৃদ্ধি হবে না। ভারতের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার কারণে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করে শিল্প সমিতি সংশ্লিষ্টদের অপ্রয়োজনীয় মজুত না করার আহ্বান জানিয়েছে। তারা ভোক্তাদের আশ্বস্ত করেছে যে ভারতের সিদ্ধান্তের ফলে নেপালের বাজারে চিনির সরবরাহে কোনো প্রভাব পড়বে না।

ডিজেলের অভাবে থমকে দান্তেওয়াড়ায় লৌহ আকরিক পরিবহণ, দাঁড়িয়ে প্রায় ১৬০০ ট্রাক

দান্তেওয়াড়া, ১৭ মে ঃ ডিজেলের তীব্র সংকটে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলার এনএমডিসি বেলাডিলা লৌহ আকরিক প্রকল্পের পরিবহণ ব্যবস্থা। কিরন্দুল ও বাচেলি এলাকায় গত দু'দিন ধরে ডিজেলের অভাবে প্রায় ১৬০০টি ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে লৌহ আকরিক পরিবহণ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। প্রশাসন ডিজেলের ঘাটতির কথা স্বীকার করলেও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে দাবি করেছে। কিরন্দুল ও বাচেলি খনিতে ট্রাকে লৌহ আকরিক বোঝাই করা হলেও ডিজেল না থাকায় যানবাহন রওনা দিতে পারছে না। দেশের অন্যতম বৃহৎ লৌহ আকরিক খনি হিসেবে পরিচিত এনএমডিসি-র এই প্রকল্প থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন আকরিক রায়পুর, বিলাসপুর, রায়গড় ও বিশাখাপত্তনমে পাঠানো হয়। বর্তমানে ট্রান্সপোর্ট নগরী ও রাস্তার ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শত শত ট্রাক। জেলার ১৯টি পেট্রোল পাম্পের মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে সীমিত পরিমাণে ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে। ডিজেল নিতে ট্রাক, ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়েছে। বহুক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পরও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে চালকদের। গত দু'দিন ধরে ডিজেলের অভাবে লৌহ আকরিক পরিবহণ কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। রবিবার বেলাডিলা ট্রাক ইউনিয়ন ও বস্তার পরিবহণ সংঘের দাবি, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়তে হবে পরিবহণ ব্যবসাকে। পরিবহণ এর সঙ্গে যুক্তদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত ডিজেল না থাকায় সময়মতো জিনিস পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় ৩০০ কিলোমিটারের পথে ৪-৫টি পেট্রোল পাম্পে লাইন দিয়ে ডিজেল তুলতে হচ্ছে, এতে সময়ও নষ্ট হচ্ছে। ডিজেল সংকটের প্রভাব পড়েছে কৃষিক্ষেত্রেও। খরিফ মরসুমের আগে ট্র্যাক্টর নিয়ে পাম্পে পাম্পে ঘুরছেন কৃষকেরা। তাঁদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত ডিজেল না পাওয়ায় জমিতে চাষ ও বীজবপনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বস্তার পরিবহণ সংঘের সভাপতি প্রদীপ পাঠক বলেন, আরও কয়েকদিন এই পরিস্থিতি চললে পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। পেট্রোল পাম্প মালিক রাজেন্দ্র পাণ্ডের দাবি, নিয়মিত জ্বালানি সরবরাহ না হওয়াতেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। যতটুকু জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে, তা সীমিত পরিমাণে গ্রাহকদের দেওয়া হচ্ছে। দান্তেওয়াড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ পাত্রে জানান, জেলার কয়েকটি এলাকায় ডিজেলের ঘাটতি ছিল। ইতিমধ্যেই সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং কিরন্দুল এলাকাতেও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে প্রশাসনের আশা।

উদ্ধার শতাধিক ভোটার কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৭ মে ঃ ভোট মিটতেই শতাধিক ভোটার কার্ড উদ্ধার হলো বীরভূম জেলার কীর্ণাহারে। রবিবার সকালে কীর্ণাহার গ্রামের পশ্চিমপাড়া সংলগ্ন একটি মাঠে ওই ভোটার কার্ডগুলি পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ গিয়ে ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে স্থানীয় এক মহিলার দাবি, তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম ১ ব্লকের চিনিসপুর ৩৩ নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন। সম্প্রতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় নতুন বিএলও নিয়োগ করা হলে তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বিএলও থাকাকালীন দীর্ঘদিন ধরে সংশোধন করতে দেওয়া পুরনো কার্ডগুলি আমার কাছে জমা করা ছিল সেগুলিই ফেলে দিয়েছি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: **Name of Work:** 1 Temporary Sound system in connection with VVIP visit at Durgapur on 21.05.26.
2. Temporary CCTV systems etc. in connection with VVIP visit at Durgapur on 21.05.26.
3. 2. Temporary video conferencing system & LED Screens etc. in connection with VVIP visit at Durgapur on 21.05.26.
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No:WBPWD/EE/BIT/NIQ-03, WBPWD/EE/BIT/NIQ-04, WBPWD/EE/BIT/NIQ-05 of 2026-27 Last date of submission of Quotation: 19.05.2026 up to 11:00 AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (https://www.pwdwb.in)
Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Calcutta National Medical College
32, Gorachand Road, Kolkata - 14
e-TENDER NOTICE
Principal, Calcutta National Medical College invites e-tenders Notice for "Providing Canteen Services" inside Calcutta National Medical College Campus. For details, visit https://wbtenders.gov.in or www.wbhealth.gov.in from 25.05.2026. Sd/- Principal, CNMC.
ICA- T7965(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Director-IPGME&R Kolkata & MSVP-IPGME&R-SSKM Hospital, having its office at 244, A.J.C Bose Road, Kolkata-700020 is inviting e-Tender vide NIT No-Inst./2875 dated 13.05.2026 (2nd Call) for procurement of ASD, VSD & PDA Devices for the Department of Cardiology of IPGME&R, Kolkata. For details log on to www.wbtenders.gov.in NIT documents- online available from 18.05.2026.
M.S.V.P IPGME&R-SSKM Hospital — Director IPGME&R & BIN
244, A.J.C Bose Road, Kolkata
ICA- T7962(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No. WBIW/AE-II/MEDM/eNIT01/2026-27 of Assistant Engineer-II Attached to Executive Engineer Mechanical & Electrical Division, Midnapore. On behalf of the Governor of W.B. The Assistant Engineer-II Attached to Executive Engineer Mechanical & Electrical Division, Midnapore invites tender for the works:- 1) Amount Put to Tender Rs.166906.83 (Electrical Work). Last date of application for tender 25.05.2026 UP TO 10.00 AM. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in Sd/- P.Parui, Assistant Engineer-II, Attached to Executive Engineer, Mechanical & Electrical Division, Midnapore.
ICA- T7979(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the MSVP, Diamond Harbour Govt. Medical College & Hospital
Diamond Harbour, South 24 Pgs.
TENDER NOTICE
O/o the MSVP, DHGMCH, Diamond Harbour, invites e-tender for "Supply of Cleaning and other Items" at Diamond Harbour Govt. Medical College & Hospital, Diamond Harbour. (Bid Ref No. 2026_HFW_1024319_1), Memo No.: DHGMCH/2026/1476, dated 14/05/2026). Interested bidders may visit the website: www.wbtenders.gov.in, www.wbhealth.gov.in for further details. Sd/- MSVP, DHGMCH, Diamond Harbour
ICA- T7967(3)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector- V, Salt Lake, Kol-91
Notice Inviting e-Tender No. WEBEL/EOT/W/26-27/000014, Dated 12.05.2026
Name of work: Civil maintenance works at Kalyani IT Park (phase 2).
TOTAL ESTIMATED COST: Rs. 1,63,740.17 (Inclu. GST)
Due date of Submission: 7 days from publication.
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact: 9619898448
ICA- T7988(1)/2026

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office : Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700 091
CIN : U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in
WBSEDCL invites e-Tender(s) as follows:
NIT No.: PPSP/e-Ten/124/E/26-27/NIT-01, **Dt.:** 12.05.2026 of the **Project Manager, Purulia Pumped Storage Project. Estimated Cost (without GST):** ₹ 56,32,344/- per year (including Overheads / Associated Cost) for (2nd Call) 'Operation and maintenance of 2X2 MW Turbo Generator sets & their auxiliaries, hydro-mechanical & electro-mechanical equipment inside & outside Power House, including 33/11/0.415 kV switchyard and allied housekeeping services at Massanjore Hydel Power Station at Massanjore, **Dist.**- Dumka, Jharkhand, **PIN**- 814144'.
For details, visit **https://wbtenders.gov.in** & **www.wbsedcl.in**
ICA- T7971(3)/2026

দেশ-বিদেশ

মহারত্ন কোল ইন্ডিয়ার বড় পদক্ষেপ, তালিকাভুক্ত হচ্ছে মহানদী কোলফিল্ডস, ২৫ শেয়ার বিক্রির অনুমোদন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ ভারতের কয়লা শিল্প এবং পুঁজিবাজারে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। কেঃদ্র সরকার সম্প্রতি Mahanadi Coalfields Limited-এর শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। এর পাশাপাশি মূল সংস্থা কোল ইন্ডিয়া তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অংশীদারিত্ব বিক্রি করতে পারে বলে জানা গেছে। এই সিদ্ধান্তকে দেশের সরকারি সংস্থাগুলির আধুনিকীকরণ, সম্পদ মূল্যায়ন বৃদ্ধি এবং বাজারভিত্তিক প্রশাসনিক সংস্কারের একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মহানদী কোলফিল্ডস লিমিটেড বর্তমানে কোল ইন্ডিয়ার অন্যতম বৃহ এবং গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী সংস্থা। বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পে কয়লার সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মোট কয়লা উৎপাদনের বড় অংশই আসে এই সংস্থার খনি অঞ্চলগুলি থেকে। ফলে সংস্থাটির তালিকাভুক্তি শুধু একটি আর্থিক পদক্ষেপ নয়, বরং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত। সরকারি সূত্রের দাবি, এই আইপিও বা প্রাথমিক শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কোল ইন্ডিয়া তাদের অংশীদারিত্বের একটি অংশ বাজারে ছাড়বে। এর ফলে সংস্থার জন্য নতুন মূলধন সংগ্রহের পথ খুলবে, পাশাপাশি বাজারে সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বাড়বে। যদিও এখনও পর্যন্ত আইপিওর নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণা করা হয়নি, তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে কেন্দ্র সরকার ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির আংশিক বেসরকারিকরণ এবং শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির পথে এগিয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সরকারি সম্পদের মূল্য উন্মোচন করা, রাজস্ব বৃদ্ধি করা এবং

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো। মহানদী কোলফিল্ডসের মতো লাভজনক ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার তালিকাভুক্তি সেই বৃহত্তর নীতিরই অংশ। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আইপিও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি করতে পারে। কারণ, মহানদী কোলফিল্ডস দীর্ঘদিন ধরে স্থিতিশীল উৎপাদন এবং শক্তিশালী আর্থিক পারফরম্যান্স বজায় রেখেছে। ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় অংশ এখনও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্ভর, আর সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান জ্বালানি কয়লা। ফলে আগামী কয়েক বছরেও কয়লার চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বজায় থাকবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া এই তালিকাভুক্তির ফলে কয়লা খাতের প্রতি দেশীয় ও বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে অবকাঠামো এবং জ্বালানি খাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ফান্ডগুলির কাছে এটি একটি বড় সুযোগ হয়ে উঠতে পারে। বাজারে নতুন উচ্চ উৎপাদনক্ষম সংস্থার প্রবেশে লিকুইডিটি বা শেয়ার লেনদেনের পরিমাণও বাড়বে। তবে এই সিদ্ধান্তকে শুধুমাত্র আর্থিক লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভুল হবে। সরকারের বর্তমান কৌশল হলো সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের পরিবর্তে আংশিক শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে আরও দক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা। এর ফলে সরকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেও বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারবে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, তালিকাভুক্তির ফলে মহানদী কোলফিল্ডসকে আরও কঠোর আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার নিয়ম মেনে চলতে হবে। কারণ তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলিকে নিয়মিতভাবে তাদের আর্থিক ফলাফল, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং পরিচালন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে হয়। এর ফলে সংস্থার কার্যক্ষমতা ও জবাবদিহিতা আরও উন্নত হতে পারে। অন্যদিকে, কয়লা শিল্পকে ঘিরে পরিবেশগত উদ্বেগও ক্রমশ বাড়ছে। বিশ্বজুড়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়লেও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে কয়লার প্রয়োজনীয়তা এখনও অনেক বেশি। সৌর ও বায়ুশক্তির সম্প্রসারণ সত্ত্বেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লার উপর নির্ভরতা দ্রুত কমানো সম্ভব নয় বলে মনে করছেন শক্তি বিশেষজ্ঞরা। তাই মহানদী কোলফিল্ডসের মতো সংস্থাগুলির ভূমিকা আগামী দিনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। কোল ইন্ডিয়া গত কয়েক বছরে তাদের বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও স্বাধীন ও দক্ষ করার লক্ষ্যে একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। মহানদী কোলফিল্ডসের তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্ত সেই বৃহত্তর কর্পোরেট পুনর্গঠনেরই একটি অংশ। এর মাধ্যমে সংস্থাগুলিকে বাজারের প্রতিযোগিতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে ভারতীয় শেয়ার বাজারে জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতের শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে। সেই দিক থেকে এই আইপিওর সময় নির্বাচন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তাঁরা সতর্কও করেছেন যে, কয়লা শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা, পরিবেশ নীতি এবং জ্বালানি চাহিদার পরিবর্তনের মতো ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে। সব মিলিয়ে, মহানদী কোলফিল্ডস লিমিটেডের তালিকাভুক্তির সরকারি অনুমোদন ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং পুঁজিবাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কোল ইন্ডিয়ার ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অংশীদারিত্ব বিক্রির পরিকল্পনা শুধু সরকারি সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করবে না, বরং বিনিয়োগকারীদের জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি করবে। আগামী দিনে এই আইপিওর মূল্যায়ন, বাজারের প্রতিক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের দিকেই এখন নজর থাকবে শিল্পমহল ও বিনিয়োগকারীদের।

ইরান নিয়ে ফের যুদ্ধের ছায়া? ‘অপারেশন এপিক ফিউরি ২’-এর গুঞ্জন

১৭ মে ঃ মধ্যপ্রাচ্যে ফের নতুন করে উত্তেজনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একদিকে কূটনৈতিক আলোচনার ইঙ্গিত, অন্যদিকে সামরিক প্রস্তুতির গুঞ্জন-এই দুইয়ের মাঝেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নিয়ে বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়েছে সাম্প্রতিক একাধিক মন্তব্য এবং রিপোর্ট, যেখানে উঠে এসেছে সম্ভাব্য নতুন সামরিক অভিযান ‘অপারেশন এপিক ফিউরি ২’-এর নাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি জানিয়েছেন, আপাতত আমেরিকা সরাসরিইরানের বিরুদ্ধে কোনও হামলার পথে যাচ্ছে না। চিন সফর শেষে Air Force One-এ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং আপাতত যুদ্ধ নয়, কূটনৈতিক চাপের পথেই এগোতে চাইছে ওয়াশিংটন। তবে একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যে এসেছে একাধিক জটিল ইঙ্গিত। ট্রাম্প দাবি করেছেন, কিছু ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অন্য দেশের অনুরোধে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন Pakistan-এর ভূমিকার কথা। তাঁর ভাষায়, পাকিস্তানের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুরোধে কিছু সাময়িক যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়া হয়েছে, যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে পুরোপুরি এর পক্ষে ছিলেন না।

এই মন্তব্যের পরই আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে-তাহলে কি পরিস্থিতি শুধুই সাময়িক বিরতি, নাকি ব। কোনও সামরিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি চলছে? পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতের জন্য একটি সম্ভাব্য বড় সামরিক অভিযানের রূপরেখা তৈরি করছে, যার সম্ভাব্য নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন এপিক ফিউরি ২.০। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামের কোনও ঘোষণা হয়নি, তবে সামরিক মহলে এই নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানা যাচ্ছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সচিব গুপ্ততেপঞ্চগুঞ্জণ্ডতেঞ্চ কংগ্রেসের এক শুনানিতে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি যেকোনো দিকে মো। নিতে পারে এবং প্রয়োজন হলে ব। ধরনের সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতি তাদের রয়েছে। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেন, এখনই

সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে পরিস্থিতি আরও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে আরব বিশ্বের কিছু কূটনৈতিক সূত্রের দাবি, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ইরানের বিরুদ্ধে নতুন হামলার সম্ভাবনা পুরোপুরি উ।য়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল যৌথভাবে কিছু সামরিক প্রস্তুতি বা।য়েছে, যা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করছে। তবে ওয়াশিংটনের ভেতরে এই নিয়ে মতবিরোধও রয়েছে। একটি অংশ মনে করছে, সরাসরি সামরিক সংঘাত এ।য়ে কূটনৈতিক চাপ বা।ানোই বেশি কার্যকর হবে। অন্য অংশ আবার বিশ্বাস করছে, শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমেই ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম The New York Times-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা এখন অপেক্ষা করছেন তাঁর চূ।ান্ত নির্দেশের। যদি তিনি অনুমোদন দেন, তাহলে দ্রুতই নতুন সামরিক অভিযান শুরু হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ট্রাম্পের সাম্প্রতিক চিন সফরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বেজিংয়ে গিয়ে একাধিক বৈঠক করেন Xi Jinping-এর সঙ্গে। আলোচনায় উঠে আসে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ইস্যু। ট্রাম্প দাবি করেন, এই বিষয়ে উভয় দেশ একমত যে ইরানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা বিপজ্জনক। তবে এই কূটনৈতিক আলোচনার পরও সামরিক উত্তেজনা কমছে না। বরং একদিকে শান্তির বার্তা, অন্যদিকে সম্ভাব্য হামলার পরিকল্পনা-এই দ্বৈত অবস্থান পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র একটি কৌশলগত অপেক্ষা অবস্থানে রয়েছে। অর্থা, সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, তবে প্রয়োজনে দ্রুত সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি রাখা। মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত সংবেদনশীল। এমন অবস্থায় নতুন কোনও সামরিক অভিযান শুরু হলে তা শুধু ইরান নয়, গোটা অঞ্চলে ব। ধরনের অস্থিরতা তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা আন্তর্জাতিক মহলের। সব মিলিয়ে, অপারেশন এপিক ফিউরি ২ নিয়ে গুঞ্জন যতই বা।ছে, ততই বা।ছে অনিশ্চয়তা। যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে-কূটনীতি নাকি যুদ্ধ, এখন সেই দিকেই নজর গোটা বিশ্বের।

NAME CHANGE

I, SONAL PAUL, S/o Pradyut Paul, residing at 349/21 Kankpul, P.O. Kankpul, P.S. Ashoknagar, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from SONAL PAUL to SONAL PAL and henceforth I shall be known as SONAL PAL in all purpose vide affidavit No.615 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 14/5/2026. SONAL PAUL, S/o Pradyut Paul and SONAL PAL, S/o Pradyut Pal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Faruk Ali S/o Mahasin Ali residing at Vill. Naldahari, PO-Lalgola, PS-Lalgola, Dist-Murshidabad West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Mahasin Ali instead of Md Mahasin Ali alias Md Mohsin Ali, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Lalbagh, Murshidabad dated on 10/04/2026. Mahasin Ali, Md Mahasin Ali and Md Mohsin Ali all are same and one identical person.

টিসিএস সিইও কে কৃত্তিবাসনের বেতন বছরে ২৮ কোটিতে, এফ ওয়াই ২৬-এ ৬.৩ বৃদ্ধি ঘিরে কর্পোরেট মহলে চর্চা

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে Tata Consultancy Services বা টিসিএস। সংস্থার প্রধান নির্বাহী আধিকারিক গ Krithivasan-এর বার্ষিক বেতন ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৮ কোটিতে পৌঁছেছে। এই বেতন বৃদ্ধি শুধু কর্পোরেট জগতেই নয়, বরং ভারতের আইটি শিল্পে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক পারিশ্রমিক কাঠামো নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সংস্থার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, কৃত্তিবাসনের মোট পারিশ্রমিকের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট বেতন, কর্মদক্ষতা-নির্ভর বোনাস এবং দীর্ঘমেয়াদি স্টক-ভিত্তিক ইনসেনটিভ। অর্থা তাঁর পারিশ্রমিকের বড় অংশ সরাসরি কোম্পানির ব্যবসায়িক ফলাফল এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত। আধুনিক কর্পোরেট সংস্কৃতিতে এই ধরনের ‘কম্পেনসেশন’ এখন ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে. উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের বৃহত্তম আইটি পরিষেবা সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম টিসিএস দীর্ঘদিন ধরেই নেতৃত্বের পারিশ্রমিক নির্ধারণে একটি সুসংগঠিত ও রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করে আসছে। কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি, মুনাফা, নতুন ক্লায়েন্ট সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য মূল্য সৃষ্টির মতো বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেই শীর্ষ আধিকারিকদের বেতন নির্ধারণ করা হয়। এই বেতন বৃদ্ধি এমন এক সময়ে হয়েছে যখন বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি শিল্প নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মতো বড় বাজারে আইটি পরিষেবার চাহিদায. অনিশ্চযতা তৈরি হযেছে। মঃদার আশঙ্কা, ব্যয. সংকোচন এবং প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের ধীরগতির কারণে বহু সংস্থাই চাপের মুখে পড়েছে। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও টিসিএস তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, টিসিএসের শক্তিশালী ক্লায়েন্ট বেস, উন্নত পরিষেবা প্রদান ক্ষমতা এবং ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন খাতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ সংস্থাটিকে প্রতিযোগিতায. এগিযে. রেখেছে। বিশেষত ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি এবং ডিজিটাল কনসাল্টিং পরিষেবায. সংস্থার সম্প্রসারণ ভবিষ্যতের বৃদ্ধির বড় ভিত্তি হয়ে উঠছে। ২৮ কোটির বার্ষিক পারিশ্রমিক ভারতের কর্পোরেট জগতে নিঃসন্দেহে একটি উচ্চ অঙ্ক। তবে আন্তর্জাতিক মানের বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের বেতন কাঠামো খুব অস্বাভাবিক নয়। কারণ, বৃহ সংস্থাগুলিতে নেতৃত্বের ভূমিকা শুধু ব্যবসা পরিচালনার মধ্যেই

সীমাবদ্ধ থাকে না বরং কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বৈশ্বিক বাজারে অবস্থান মজবুত করা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও সিইওদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিসিএসের বেতন কাঠামোর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর ভেরিযেবল কম্পোনেন্ট বা পরিবর্তনশীল অংশ। অর্থাৎ কোম্পানির সামগ্রিক পারফরম্যান্স ভালো হলে তবেই বোনাস এবং দীর্ঘমেয়াদি ইনসেনটিভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শীর্ষ নেতৃত্বকে স্বল্পমেয়াদি লাভের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করা হয়। টাটা গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সংস্থা হিসেবে টিসিএস বরাবরই কর্পোরেট শাসন এবং আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে উচ্চ মান বজায. রেখেছে। অনেক আন্তর্জাতিক আইটি সংস্থার তুলনায. টিসিএসের বেতননীতি তুলনামূলকভাবে সংযত হলেও পারফরম্যান্স-ভিত্তিক পুরস্কারের ক্ষেত্রে সংস্থাটি স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রার ওঠানামা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে কর্পোরেট পারিশ্রমিক কাঠামোতেও পরিবর্তন আসছে। বিশেষ করে আইটি শিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অটোমেশনের দ্রুত বিস্তারের ফলে কোম্পানিগুলি এখন দক্ষ নেতৃত্ব এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের উপর আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই কারণেই উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বেতনের একটি বড় অংশ এখন কর্মদক্ষতার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। কৃত্তিবাসনের নেতৃত্বে টিসিএস বর্তমানে তাদের মূল পরিষেবাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও বিনিযোগে বাড়াচ্ছে। সংস্থার লক্ষ্য হলো ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করা এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক আইটি পরিষেবা বাজারে নিজেদের প্রতিযোগিতা মূলক অবস্থান ধরে রাখতে চাইছে টিসিএস। অন্যদিকে, সাধারণ কর্মীদের বেতন কাঠামো সম্পূর্ণ আলাদা। কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট সময. অন্তর বেতন বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতা অনুযাযী. বোনাস এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ রাখা হয়। যদিও শীর্ষ আধিকারিকদের বেতন নিযে. সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেশি থাকে, সংস্থার দাবি তাদের সামগ্রিক মানবসম্পদ নীতি কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিত করার দিকেই লক্ষ্য রাখে। এই বেতন বৃদ্ধির ঘোষণার পর কর্পোরেট জগতে নির্বাহী বেতন স্বচ্ছতা এবং কর্পোরেট গভর্ন্যান্স নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে বিনিয়োগকারীরা ক্রমশ খতিয়ে দেখছেন, কোম্পানির শীর্ষ নেতৃত্বের পারিশ্রমিক আদৌ সংস্থার আর্থিক সাফল্য এবং শেয়ারহোল্ডারদের লাভের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, টিসিএসের ধারাবাহিক আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং শক্তিশালী ব্যালান্স শিটের কারণেই এই বেতন বৃদ্ধি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বড় কোনও উদ্বেগ তৈরি করেনি। বরং সংস্থাটি এখনও বিশ্ব আইটি পরিষেবা শিল্পের অন্যতম নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। সব মিলিয়ে,এফওয়াই ২৬-এ টিসিএস সিইও কে কৃত্তিবাসনের বার্ষিক পারিশ্রমিক ৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ কোটিতে পৌঁছনো শুধু একটি বেতন সংশোধনের খবর নয়। এটি ভারতের কর্পোরেট জগতে পারফরম্যান্স-নির্ভর নেতৃত্ব, প্রযুক্তি শিল্পের পরিবর্তনশীল বাস্তবতা এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসায়িক কৌশলের প্রতিফলনও বটে। আগামী দিনে প্রযুক্তি শিল্প আরও দ্রুত বদলালে, এই ধরনের পারফরম্যান্স-ভিত্তিক পারিশ্রমিক কাঠামো আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

Tata Consultancy Services-এর সিইও K Krithivasan-এর বার্ষিক বেতন এফ এয়াই২৬-এ ৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ কোটিতে পৌঁছনো নিঃসন্দেহে ভারতের কর্পোরেট এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এই বেতন বৃদ্ধি কেবল একজন শীর্ষ কর্পোরেট নেতার ব্যক্তিগত আযের পরিবর্তন নয়, বরং বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবসাযিক বাস্তবতা, পারফরম্যান্স-নির্ভর কর্পোরেট সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তি শিল্পের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামোরও প্রতিফলন। বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রযুক্তি শিল্প দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড প্রযুক্তি, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন এবং অটোমেশনের মতো ক্ষেত্রগুলি ব্যবসার ধরন পাল্টে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহ প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বাজারে নিজেদের প্রতিযোগিতা মূলক অবস্থান বজায় রাখা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য পূরণে দক্ষ নেতৃত্বের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাই বড় সংস্থাগুলি এখন শীর্ষ নেতৃত্বের পারিশ্রমিককে সরাসরি ব্যবসায়িক ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত করছে। টিসিএসের ক্ষেত্রেও সেই একই প্রবণতা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। সংস্থার আয় বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে স্থিতিশীলতা, নতুন প্রযুক্তি পরিষেবায় সম্প্রসারণ এবং দীর্ঘমেয়াদি শেয়ারহোল্ডার ভ্যালু তৈরির সঙ্গে সিইওর বেতন কাঠামোকে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। এর ফলে নেতৃত্বের উপর দায়িত্ব যেমন বাড়ছে, তেমনই তাদের সাফল্যের আর্থিক মূল্যায়নও করা হচ্ছে বাজারভিত্তিক পদ্ধতিতে। তবে এই ধরনের উচ্চ বেতন কাঠামো নিয়ে সমাজে এবং কর্পোরেট মহলে ভিন্নমতও রয়েছে। একদিকে অনেকেই মনে করেন, বৈশ্বিক মানের বহুজাতিক সংস্থাকে পরিচালনা করার জন্য দক্ষ নেতৃত্বকে যথাযথ পারিশ্রমিক দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সঠিক নেতৃত্ব একটি সংস্থাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে পারে এবং হাজার হাজার কর্মীর কর্মসংস্থান ও ভবিষ্য সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে। অন্যদিকে সমালোচকদের একাংশ মনে করেন, শীর্ষ আধিকারিকদের বিপুল বেতন এবং সাধারণ কর্মীদের আয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যা দীর্ঘমেযাদে কর্পোরেট ভারসাম্যের জন্য প্রশ্ন তুলতে পারে।

এছাড়াও বর্তমানে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স এবং বেতন স্বচ্ছতা নিযে. বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে। এখন শুধুমাত্র উচ্চ বেতন দেওযা.ই যথেষ্ট নয় সেই বেতন আদৌ কোম্পানির প্রকৃত পারফরম্যান্স এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। টিসিএসের ক্ষেত্রে অবশ্য কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং শক্তিশালী বাজার অবস্থান বিনিয়েঅগকারীদের আস্থা ধরে রাখতে সাহায্য করেছে।সবশেষে বলা যায়, কে কৃত্তিবাসনের বেতন বৃদ্ধি ভারতের প্রযুক্তি শিল্পে নেতৃত্ব-কেঃিদ্রক ব্যবসাযিক মডেলের গুরুত্ব আরও একবার সামনে নিয়ে এসেছে। এটি শুধু কর্পোরেট পারিশ্রমিক বৃদ্ধির খবর নয়।

মোদির কূটনৈতিক সাফল্যে ভারতে ফিরল হাজার বছরের চোল ঐতিহ্য

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ঃ ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে এক ঐতিহাসিক সাফল্য এল আন্তর্জাতিক মঞ্চে। প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো চোল যুগের অমূল্য তাম্রলিপি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের হাতে তুলে দিল নেদারল্যান্ড সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেদারল্যান্ডস সফরের সময় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হয়, যা ভারতীয় কূটনীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক তাম্রলিপিগুলি মূলত দক্ষিণ ভারতের মহান Chola Dynasty-এর সময়কার। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি একাদশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক নথি, যা চোল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, ভূমিদান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য বহন করে। ইতিহাসবিদদের কাছে এই তাম্রলিপিগুলি শুধু প্রত্নসম্পদ নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতার এক অমূল্য দলিল।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তাম্রলিপির সংখ্যা প্রায় ২৪টি। প্রতিটি ফলক তামার তৈরি এবং সবগুলি একসঙ্গে একটি ব্রোঞ্জের বলয়ের মাধ্যমে বাঁধা, যার উপর খোদাই করা রয়েছে চোল রাজবংশের রাজমোহর। মোট ওজন প্রায় ৩০ কিলোগ্রামের কাছাকাছি। তাম্রলিপিগুলিতে সংস্কৃত এবং তামিল-দুই ভাষাতেই লেখা রয়েছে, যা সেই সময়কার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রমাণ বহন করে। এই ঐতিহাসিক সম্পদগুলিকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয় চোল সম্রাট রাজারাজা চোলা ১ এর শাসনকালের সঙ্গে। তিনি দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে অন্যতম শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী শাসক হিসেবে পরিচিত। তাঁর সময়েই চোল সাম্রাজ্য সামরিক শক্তি, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের শীর্ষে পৌঁছেছিল। ফলে এই তাম্রলিপিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। ইতিহাস অনুযায়ী, আঠারো শতকের গোড়ার দিকে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক Florentius Camper এই তাম্রলিপিগুলি ভারত থেকে নিয়ে যান। পরে সেগুলি বিভিন্ন হাত ঘুরে নেদারল্যান্ডসে পৌঁছায় এবং দীর্ঘদিন সেখানেই সংরক্ষিত ছিল। তবে ভারত বহু বছর ধরেই এই ঐতিহাসিক সম্পদ ফেরানোর দাবি জানিয়ে আসছিল। ২০১২ সাল থেকে ভারত সরকার কূটনৈতিক ও আইনি স্তরে ধারাবাহিকভাবে এই প্রত্যর্পণের জন্য চেষ্টা চালিযে. যায। অবশেষে নেদারল্যান্ডস সরকারের নিয়োগ করা একটি বিশেষ কমিটি তদন্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এই তাম্রলিপির বৈধ মালিক ভারতই।

সেই সুপারিশের ভিত্তিতেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঐতিহাসিক নিদর্শন ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রত্যর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানটিকে দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ঘটনাকে ভারতের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই তাম্রলিপিগুলি ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রত্যর্পণ শুধুমাত্র একটি প্রত্নসম্পদ ফেরত পাওযা.র ঘটনা নয. এটি ভারতের সাংস্কৃতিক কূটনীতির বড় সাফল্য। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু চুরি যাওয়া বা পাচার হওয়া ঐতিহাসিক নিদর্শন ফেরত আনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে ইতিমধ্যেই বহু মূর্তি, শিল্পকর্ম এবং ধর্মীয় প্রত্নবস্তু দেশে ফিরেছে। বিশ্বজুড়ে বর্তমানে ঐতিহাসিক নিদর্শনের মালিকানা ও প্রত্যর্পণ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বহু দেশ দাবি তুলছে যে ঔপনিবেশিক আমলে বা অবৈধভাবে নিযে. যাওযা. শিল্প ও ঐতিহাসিক সম্পদ তাদের মূল দেশে ফিরিযে. দেওযা. উচিত। ভারতের ক্ষেত্রেও সেই দাবির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। চোল তাম্রলিপির প্রত্যর্পণ সেই আন্তর্জাতিক আলোচনায. ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তামিল সংস্কৃতি ও দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের গবেষকদের কাছে এই তাম্রলিপিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এগুলির মাধ্যমে মধ্যযুগীয় দক্ষিণ ভারতের প্রশাসনিক পদ্ধতি, ভূমি বণ্টন, মন্দির অর্থনীতি এবং সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা সম্ভব। ফলে এগুলি শুধু সাংস্কৃতিক সম্পদ নয়, বরং গবেষণার ক্ষেত্রেও এক বিশাল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ঘটনার মাধ্যমে ভারত এবং নেদারল্যান্ডসের সম্পর্ক আরও গভীর হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। একই সঙ্গে এটি বিশ্ববাসীর কাছেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিল-ঐতিহাসিক সম্পদ কেবল প্রদর্শনীর বস্তু নয়, এগুলি একটি জাতির আত্মপরিচয় এবং সভ্যতার অংশ। সব মিলিয়ে, নেদারল্যান্ডস থেকে চোল যুগের হাজার বছরের পুরনো তাম্রলিপি ভারতে ফেরত আসা শুধু একটি কূটনৈতিক সাফল্য নয়, বরং ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই প্রত্যর্পণ ভবিষ্যতে আরও বহু হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় ঐতিহ্য দেশে ফিরিয়ে আনার পথকে শক্তিশালী করবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

হেরে যাওয়ার পর দলের রাজ্য নেতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বাম প্রার্থী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৭ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য নিজেদের দায়িত্বভার নেওয়ার

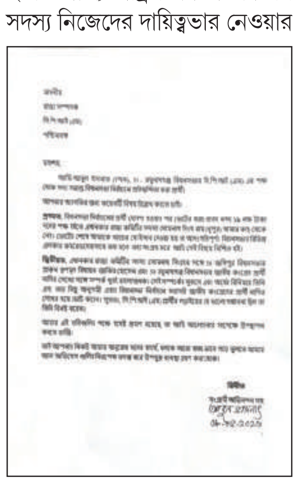

পর এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় বামফ্রন্টের অন্দরে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য চলে এলো। এবারের নির্বাচনে রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের পরাজিত সিপিআইএম প্রার্থী আবুল হাসনাত নিজের দলের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সোমনাথ সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী তহবিলের টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ করে রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্বকে লিখিত অভিযোগ জানালেন। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্র থেকে এবারও জিতেছেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী আখরুজ্জামান। ওই কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী নাসির শেখ, চতুর্থ স্থানে রয়েছেন সিপিআইএম প্রার্থী আবুল হাসানাত। দলের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সোমনাথ সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে সিপিআইএমের পরাজিত প্রার্থী দাবি করেছেন- ভোটের খরচ বাবদ তিনি সোমনাথবাবুকে ১৯ লক্ষ টাকা দিলেও খরচের সঠিক হিসাব তিনি দেননি। এর পাশাপাশি জঙ্গিপুর এবং রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের দুই বিরোধী দলের প্রার্থীর সঙ্গে রাজ্য কমিটির এই সদস্যের ভোটের আগে 'রহস্যজনক সম্পর্ক' ছিল। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সিপিআইএমের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সোমনাথ সিংহ রায়। তিনি বলেন, উনি দলের ভেতরে গন্ডগোল লাগানোর জন্য এখন এই সমস্ত অভিযোগ করছেন। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত কাশিয়াডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উনি বাসিন্দা। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিনি নিজে ভোট প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন। অথচ সেখানে তিনি এগারোশের মতো ভোট পেয়েছেন। এমনকি নিজের গ্রাম, হাতিবান্ধার ১৭৫ নম্বর বুথেও তাঁর থেকে বিরোধী দলের প্রার্থীরা বেশি ভোট পেয়েছেন। ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন উনি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। সিপিআইএমের পরাজিত প্রার্থী আবুল হাসানাত অভিযোগ করেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে এবং আমার কেন্দ্রের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন বামেদের পক্ষে ছিল। কিন্তু ভোটের দু-চার দিন আগে থেকে হঠাৎ করেই রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় সবকিছু বদলে যেতে থাকে। রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় আমাদের দলের যে সাংগঠনিক শক্তি রয়েছে সেই অনুপাতে আমি ভোট পাইনি। দলের রাজ্য সম্পাদককে করা লিখিত অভিযোগে আবুল হাসান লিখেছেন, এখানকার রাজ্য কমিটির সদস্য সোমনাথ সিংহ রায়ের সঙ্গে জঙ্গিপুর বিধানসভার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন এবং রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী নাসির শেখের সম্পর্ক অত্যন্ত রহস্যজনক। সেই সম্পর্কের সুবাদে এবং অর্থের বিনিময়ে তিনি এবং তাঁর কিছু অনুগামী এবারের বিধানসভা নির্বাচনের সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী নাসির শেখের হয়ে ভোট করেন। সিপিএম প্রার্থীর লড়াইয়ের যে সম্ভাবনা এখানে ছিল তা তিনি বিনষ্ট করেছেন। লিখিত অভিযোগে পরাজিত বাম প্রার্থী আরও দাবি করেছেন, তাঁর নিজের তোলা অভিযোগের সপেক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং তিনি আলোচনা সাপেক্ষে সেগুলো 'উপস্থাপন' করতেও রাজি রয়েছেন। আবুল হাসনাত বলেন, ভোট প্রচারের শেষ দিকে এসে ওই নেতা এখানকার বাম সমর্থকদেরকে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিতে বলেছিলেন। ওই নেতার এটা ব্যবসা। এর ফলে সিপিএম দলের ভোট কংগ্রেসের পক্ষে গেছে। কংগ্রেস নিজের সাংগঠনিক শক্তির থেকে অনেক বেশি ভোট এখানে পেয়েছে । যদিও দলের নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেও এখনও দলবদলের কথা ভাবছেন না বলে জানিয়েছেন আবুল হাসনাত। তিনি বলেন, আমি আমার অভিযোগের কথা জেলা এবং রাজ্য সম্পাদককে জানিয়েছি। দলের নেতারা যদি রাজ্য কমিটির ওই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন তাহলে আমি অন্য দলে যাব না। আমি বরাবরই বাম রাজনীতি করেছি। মাঝে একবার ভুল বোঝাবুঝির জন্য অন্য দলে গিয়েছিলাম। তবে দল আমাকে যোগ্য মনে করাতেই এ'বছর রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল। আমার মনে হয় এইসব বেইমানদের দল থেকে তাড়ানোর দরকার রয়েছে। তবে নাসির শেখের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সোমনাথ সিংহ রায়। তিনি বলেন, এক সময় আবুল হাসনাত নিজেই এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী নাসির শেখের হাত ধরে কংগ্রেসের রাজনীতি করতো। সে এখন আমার বিরুদ্ধে নাসির শেখের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ তুলছে! এর থেকে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা চুরির সন্দেহভাজনদের দ্রুত গ্রেপ্তারের মাধ্যমে যাত্রীদের নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ

মালিগাঁও, ১৭ মে ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এই জোনের বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিকভাবে একাধিক অভিযান সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রী নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রতি তাদের অটল অঙ্গীকার আবারও পুনর্ব্যক্ত করেছে। ২০২৬-এর ১২ মে, গুয়াহাটির অ্যান্টি ড্রাগিং-এর একটি টিম ট্রেন নং ২২৪৫০ (নিউ দিল্লি - গুয়াহাটি) পূর্বোত্তর সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেসে যাত্রীদের সামগ্রী চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। তার কাছ থেকে আনুমানিক ৩০,০০০ টাকা মূল্যের দুটি চুরি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তকে উদ্ধারকৃত সামগ্রীসহ জিআরপি / গুয়াহাটির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। একই দিনে অন্য একটি অভিযানে, আরপিএফ / পোস্ট / কাটিহার (পূর্ব)-এর কর্মীরা কাটিহার রেল স্টেশনে একজন ব্যক্তিকে আটক করেছে এবং আনুমানিক ৩২,০০০ টাকা মূল্যের একটি চুরি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। এর পরে অভিযুক্তকে জিআরপি / কাটিহার-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়, যারা বিএনএস-এর উপযুক্ত ধারাসমূহের অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করে। অভিযান অব্যাহত রেখে, ১৩ মে ২০২৬ তারিখে রঙিয়া সিআইবি দল রঙিয়া রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১৫৯৩৩ (নিউ তিনসুকিয়া - অমৃতসর) এক্সপ্রেস ট্রেনে থাকা এক ব্যক্তিকে আটক করে তার কাছ থেকে আনুমানিক ২৫,০০০ টাকা মূল্যের দুটি চুরি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্তকে পরবর্তী আইনি

প্রক্রিয়ার জন্য জিআরপি / রঙিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই সফল অভিযানগুলো যাত্রী ও তাঁদের জিনিসপত্রের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সতর্কতা এবং দ্রুত পদক্ষেপের বিষয়টি তুলে ধরে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ভ্রমণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যাত্রীদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ অবিলম্বে রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে জানানোর আহ্বান জানাচ্ছে।

'ভবিষ্যতের আকাশ' ড্রোনের দখলে! বিশেষ কোর্স চালু করল আইআইটি খড়্গপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ১৭ মে ঃ ভবিষ্যতের আকাশ এখন 'ড্রোনের দখলে'। অত্যাধুনিক ড্রোন ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজে লাগান হচ্ছে। ক্যামেরা থেকে কৃষিকাজ সবেতেই এখন ড্রোনের ব্যবহার করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সেই দুনিয়ায় পা রাখার সুযোগ করে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল খড়্গপুর আইআইটি। আইআইটি খড়্গপুর অ্যারোরোটর ড্রোন অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ইউএভি টেকনোলজির বেসিক কোর্স শেখান হবে। প্রতিষ্ঠানের 'স্টেপ (STEP)-এ ইনকিউবেটেড গভীর প্রযুক্তি সংস্থা 'অ্যারোরোটারস এয়ারক্রাফ্টস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর সহযোগিতায় শুরু হচ্ছে ড্রোন অ্যাকাডেমি। সেখানে ড্রোন বা ইউএভি (UAV) প্রযুক্তির ওপর একটি বিশেষ কোর্স চালু হতে চলেছে। স্বল্প মেয়াদী এই কোর্স চালুর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মূলত পড়ুয়া, গবেষক এবং প্রযুক্তিতে আগ্রহী পড়ুয়াদের ড্রোনের বিষয়ে ধারণা দিতেই এই শিক্ষা চালু করতে চাইছে আইআইটি খড়গপুর। ড্রোনের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এই কোর্সের মূল লক্ষ্য। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বরং হাতেকলমে প্রশিক্ষণ এবং শিল্পক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, ২০২৬ সালের এই উদ্বোধনী ব্যাচটিতে ড্রোন প্রযুক্তির খুঁটিনাটি শেখানোর পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের ভবিষ্যত-মুখী দক্ষতা তৈরিতে সাহায্য করা হবে। আগামী ১ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে প্রশিক্ষণ, যা চলবে ১২ জুন পর্যন্ত। মাত্র দুই সপ্তাহের এই পাঠক্রমে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২৮ মে। আইআইটি খড়্গপুরের অফিশিয়াল পোর্টাল (https://erp.iitkgp.ac.in/CEP/courses.htm) বা নির্দিষ্ট লিঙ্কের মাধ্যমে ইচ্ছুক প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। কোর্সের প্রোগ্রাম আইডি হল ২১৯। আসন সংখ্যা সীমিত থাকায় দ্রুত আবেদনের পরামর্শ দিচ্ছে ড্রোন অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ। কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীরা কারিগরি উৎকর্ষের শংসাপত্রও পাবেন।

দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার ঃ সরকার বদলের পর আশায় বুক বাধছেন রাজ্যের প্যারাটিচাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১৭ মে ঃ দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর ধরে অনিশ্চয়তা, স্বল্প পারিশ্রমিক এবং বঞ্চনার মধ্যে কাজ করে চলেছেন এ রাজ্যের হাজার হাজার প্যারাটিচার। স্কুলে নিয়মিত শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করলেও আজও তারা পূর্ণ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পাননি বলে অভিযোগ। একই কাজ করেও স্থায়ী শিক্ষকদের তুলনায় অনেক কম ভাতা, চাকরির নিরাপত্তার অভাব এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাবে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছে প্যারাটিচারদের মধ্যে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বছর বছর ধরেই নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনে নেমেছেন তারা। কখনও ধর্না, কখনও মিছিল, আবার কখনও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন প্যারাটিচার সংগঠনগুলি। তাদের মূল দাবি ছিল স্থায়ী চাকরির স্বীকৃতি, সমকাজে সমবেতন এবং অবসরকালীন সুবিধা। তবে অভিযোগ, বারবার আশ্বাস মিললেও বাস্তবে পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। বাম আমলে বিরোধী নেত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তাদের সমকাজে সমবেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তার সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেন তো নি, উল্টে বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের অপমান করেছিলেন বলেও দাবী প্যারাটিচারদের। প্যারাটিচারদের দাবি, স্কুলে তারা শুধু পড়ানোই নয়, পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রশাসনিক নানা কাজও সামলান। অথচ মাসের শেষে যে পারিশ্রমিক হাতে আসে, তা দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের মতে, বছরের পর বছর একইভাবে কাজ করেও তারা শিক্ষাব্যবস্থার প্রান্তিক অংশ হিসেবেই থেকে গিয়েছেন। স্কুলে স্থায়ী শিক্ষকদের সমান কখনও তার থেকে বেশি দায়িত্ব নিয়েও প্রাথমিকে ১০ হাজার ও উচ্চ প্রাথমিকে ১৩ হাজার টাকার কাছাকাছি পারিশ্রমিক পান তারা। দীর্ঘদিন বঞ্চনার ফলে প্যারাটিচারদের বড় অংশ সরকারের বিপক্ষে চলে যায়, এমনকি তৃণমূল সমর্থিত তাদের একটি সংগঠনের সদস্যদের মধ্যেও ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে বিগত সরকারের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা চলে আসে যার প্রতিফলন প্রায়ই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যেত। পার্শ্বশিক্ষক বিজেপি নেতা ভগীরথ ঘোষের নেতৃত্বে তারা আগে অনেকবার আন্দোলন, ধর্ণা, প্রতিবাদ সভা করেছে, কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাদের দিকে ঘুরেও তাকান নি। তাই প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ প্যারাটিচারের ভোট এবার বিজেপির ঝুলিতে পরেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এদিকে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হতেই নতুন করে আশার আলো দেখছেন প্যারাটিচারদের একাংশ। বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় তাদের মধ্যে একটা খুশির আমেজ লক্ষ্য করা গেছে। তাদের আশা, নতুন সরকার তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানে ইতিবাচক উদ্যোগ নেবে। এক প্যারাটিচার সংগঠনের সদস্যের কথায়, আমরা কোনও রাজনৈতিক লড়াই করছি না। আমরা শুধু চাই, যারা এত বছর ধরে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধরে রেখেছেন, তাদের ন্যায্য মর্যাদা এবং নিরাপত্তা দেওয়া হোক। তবে নতুন সরকার আশায় তাদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে।" শিক্ষাবিদদের একাংশও মনে করছেন, গ্রামীণ এলাকার বহু স্কুলে শিক্ষক সংকট সামাল দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন প্যারাটিচাররা। বিশেষ করে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে তাদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। রাজ্যে অনেক স্কুলই আছে যেখানে স্কুল চালায় প্যারাটিচাররা। তাই দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে তাদের রেখে দেওয়াটা শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষেও স্বাস্থ্যকর নয় বলেই মত তাদের। সব মিলিয়ে, দীর্ঘদিনের আন্দোলন, বঞ্চনা এবং অপেক্ষার পর এখন নতুন আশার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের প্যারাটিচাররা। এবার সত্যিই তাদের ভাগ্যে পরিবর্তন আসে কি না, সেটাই এখন দেখার।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত ডুয়ার্সের একাংশ! বিপর্যস্ত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ১৭ মে ঃ শনিবার রাতে কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ল ডুয়ার্সের বানারহাট, নাগরাকাটা ও ধূপগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঝড়ের দাপটে শিকড়-সহ উপড়ে পড়েছে একাধিক বড় গাছ, ছিঁড়েছে বিদ্যুতের তার। শনিবার রাত থেকে এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বহু গ্রাম। বানারহাট-চামুর্চি রোড, নাগরাকাটা-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গাছ পড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর জেরে ব্যাহত হয় জরুরি পরিষেবাও। স্থানীয়দের তৎপরতায় গাছ কেটে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। ঝড়ের দাপটে বহু বাড়ির টিনের চাল উড়ে গিয়েছে। কোথাও ঘরের ওপর গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শতাধিক বাড়ি, আবার কোথাও গাছের নীচে চাপা পড়ে দুমড়ে মুচড়ে গেছে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি। তিন ব্লকের একাধিক গ্রামে শনিবার রাত থেকে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলের সমস্যাতেও পড়েছেন বাসিন্দারা। তবে এই সবের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা গুরুতর আহতের খবর মেলেনি। রবিবার সকাল থেকেই গাছ কেটে রাস্তা পরিস্কার ও বিদ্যু সংযোগ স্বাভাবিক করতে মাঠে নেমেছে বিদ্যুৎ দফতর, পূর্ত দফতর এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। নতুন খুঁটি বসিয়ে দ্রুত পরিষেবা চালুর চেষ্টা চলছে। তবে বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দুর্ভোগে এলাকার বহু মানুষ। সেই সঙ্গে টিনের চাল উড়ে যাওয়া এবং গাছ পড়ার সমস্যা তো আছেই। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নেওয়া হচ্ছে। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই বেশির ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

ক্যান্সার কেড়ে নিয়েছে ডান হাত, বাঁ হাত দিয়েই উচ্চমাধ্যমিকে বাজিমাত নদীয়ার যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৭ মে ঃ ১৬ বার অস্ত্রোপচারের পর এক হাত বাদ। তার পরও বাঁ হাতে লিখে উচ্চ মাধ্যমিক পাস! শুভজিত হতে চায় রাজনীতিবিদ। পরিযায়ী মা- বাবাকে পেতে চায় কাছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, একের পর এক কঠিন অস্ত্রোপচার, আর্থিক সংকট, এত প্রতিকূলতার মাঝেও শিক্ষার প্রতি অদম্য জেদে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল হল হরিপুর হাই স্কুলের ছাত্র শুভজি বিশ্বাস। উচ্চমাধ্যমিকে তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ২৬২। শুভজিতের এই সাফল্য এখন এলাকাজুড়ে অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। ছোটবেলা থেকেই কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বড় হতে হয়েছে শুভজিতকে। তাঁর ডান হাতে ধরা পড়ে বোন ক্যান্সার। গত দশ বছরে ইতিমধ্যেই ১৬ বার অস্ত্রোপচার হয়েছে তার। কলকাতা থেকে

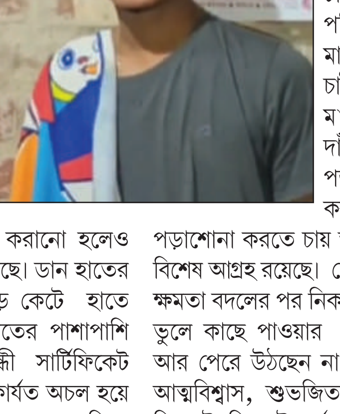

বেঙ্গালুরু একাধিক জায়গায় চিকিৎসা করানো হলেও বর্তমানে কৃষ্ণনগরেই তার চিকিৎসা চলছে। ডান হাতের অস্ত্রোপচারের সময় কোমর থেকে হাড় কেটে হাতে বসানো হয়েছিল। ফলে বর্তমানে হাতের পাশাপাশি কোমরেও সমস্যায় ভুগছে সে। প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট রয়েছে তাঁর। দু'বছর আগে ডান হাত কার্যত অচল হয়ে যাওয়ার পর অধিকাংশই হয়তো পড়াশোনা ছেড়ে দিত। কিন্তু শুভজিত হার মানেনি। রাইটার না নিয়ে বাম হাতেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে সে। গত দু'বছর ধরে নিয়মিত বাম হাতে লেখার অভ্যাস করেছে। সেই কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলেছে পরীক্ষার ফলাফলে। শুভজিতের পারিবারিক অবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল। শুভজিত এর চিকিৎসা করতে গিয়ে জর্জরিত হয়ে চলে যেতে হয় রাজ্যের বাইরে বাইরে । বাবা- মায়ের সাথে দেখা বলতে বছরে একবার, পুজোর সময় । শুভজিত থাকে মাসির বাড়িতে। শুভজিতের বাবা সেন্টারিংয়ের কাজ করেন এবং মা পরিচারিকার কাজ করেন অন্যের বাড়িতে। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। বর্তমানে মাসির বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে শুভজিত। চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় ১৭ থেকে ১৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার। ফলে আর্থিক চাপে বাবা-মা আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাইছিলেন না। তবে শুভজিতের মাসি ও মেসো তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরাই বর্তমানে পড়াশোনা ও অন্যান্য খরচ বহন করছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যতে পড়াশোনা করতে চায় শুভজিত। রাজনীতির প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। চোখে মুখে রয়েছে বর্তমান রাজ্যের ক্ষমতা বদলের পর নিকট আত্মীয়দের দূরে থাকার বেদনা ভুলে কাছে পাওয়ার স্বপ্ন। তবে খরচের দিক থেকে আর পেরে উঠছেন না পরিযায়ী মা-বাবা। তার মাসির আত্মবিশ্বাস, শুভজিতকে পড়াশোনা করাতে পারলে নিশ্চয়ই কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারবে সে নিজেই। স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকা, বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকও তাকে সবসময় সাহায্য করেছেন। জীবনের প্রতিটি বাধাকে জয় করে শুভজিত আজ প্রমাণ করে দিয়েছে, ইচ্ছাশক্তি থাকলে অসম্ভবও সম্ভব।

বোমাতঙ্কে চাঞ্চল্য ছড়াল কাটোয়ায়, তদন্তে পুলিশ ও বোম স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ১৭ মে ঃ রবিবার সকাল হতেই বোমাতঙ্কে চাঞ্চল্য ছড়াল কাটোয়ার দুর্গাগ্রাম সংলগ্ন এলাকায়। করজগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুর্গাগ্রামের কাছে একটি সাঁকোর পাশ থেকে উদ্ধার হয় বোমা সদৃশ একটি বস্তু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আতঙ্ক। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মত সকালে বাজারে যাওয়ার পথে কয়েকজন প্রথম ওই বস্তুটি দেখতে পান। পরে খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, যেখান থেকে বোমাটি উদ্ধার হয়েছে সেই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই অসামাজিক কার্যকলাপের আড্ডাখানা হিসেবে পরিচিত। রাত গভীর পর্যন্ত সেখানে বহিরাগতদের আনাগোনা চলে বলেও অভিযোগ। এলাকার এক বাসিন্দার আশঙ্কা, ক্যানেলের পাড় ও জঙ্গলঘেরা এলাকায় বহু মানুষ নিয়মিত যাতায়াত করেন। কেউ ঘাস কাটতে বা জ্বালানি কাঠ কুড়োতে গিয়ে যদি অসাবধানতাবশত বোমার সংস্পর্শে চলে আসতেন, তাহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তাঁর আরও দাবি, একটি বোমা উদ্ধার হলেও আশপাশে আরও কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কে বা কারা ওই বোমা সেখানে রেখে গেল, কী উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল? তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে রেল প্রশাসন গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি পরিচালনা করবে

গোরখপুর, ১৭ মে ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে, রেল প্রশাসন ০৫০৬৪ /০৫০৬৩ গোমতী নগর-খুরদা রোড- গোমতী নগর (গোরখপুর হয়ে) গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি পরিচালনা করবে। এই পরিষেবাটি মোট ০৪টি ট্রিপ বা যাতায়াত সম্পন্ন করবে- যা ২৮ মে থেকে ১৮ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার গোমতী নগর থেকে এবং ৩০ মে থেকে ২০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শনিবার খুরদা রোড থেকে যাত্রা শুরু করবে। এর বিস্তারিত সময়সূচি নিচে দেওয়া হলোঃ ট্রেন নং ০৫০৬৪ গোমতী নগর-খুরদা রোড গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ২৮ মে থেকে ১৮ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার গোমতী নগর থেকে ১৮.৫৫ ঘটিকায় যাত্রা শুরু করবে। এরপর এটি গোন্ডা থেকে ২০.৫৫ ঘটিকায়, বস্তি থেকে ২২.২২ ঘটিকায় এবং পরের দিন-গোরখপুর থেকে ০০.১৫ ঘটিকায়, দেওরিয়া সদর থেকে ০১.২০ ঘটিকায়, মাউ থেকে ০৩.০০ ঘটিকায়, ঔঁরিহার থেকে ০৪.০৮ ঘটিকায়, জৌনপুর থেকে ০৫.৩০ ঘটিকায়, বারাণসী জং. থেকে ০৭.২০ ঘটিকায়, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং. থেকে ০৮.২০ ঘটিকায়, সাসারাম থেকে ০৯.২৬ ঘটিকায়, দেহরি-অন-সোন থেকে ০৯.৪২ ঘটিকায়, গয়া জং. থেকে ১১.০০ ঘটিকায়, কোডারমা থেকে ১২.১৬ ঘটিকায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জং. গোমোহ থেকে ১৩.৩০ ঘটিকায়, ভোজুডিহ থেকে ১৪.৩২ ঘটিকায়, আদ্রা জং. থেকে ১৫.২০ ঘটিকায়, বাঁকুড়া থেকে ১৬.২৭ ঘটিকায় এবং বিষ্ণুপুর জং. থেকে যাত্রা করবে। মেদিনীপুর থেকে ১৭.০২ ঘটিকায়, হিজলি থেকে ১৯.১০ ঘটিকায়, বালেশ্বর থেকে ২১.০০ ঘটিকায়, ভদ্রক থেকে ২৩. ৩৫ ঘটিকায় ছেড়ে তৃতীয় দিনে, জাজপুর কেওনঝড় রোড থেকে ০০.০৭ ঘটিকায়, নারাজ মার্থাপুর থেকে ০১.১২ ঘটিকায় এবং ভুবনেশ্বর থেকে ০১.৪৫ ঘটিকায় ছেড়ে, এটি ০২.২৫ ঘটিকায় খুরদা রোডে পৌঁছাবে। প্রত্যাবর্তন যাত্রায়, ট্রেন নং ০৫০৬৩ খুরদা রোড- গোমতী নগর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি খুরদা রোড থেকে প্রতি শনিবার-৩০ মে থেকে ২০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত-১২.৪৫ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে- ভুবনেশ্বর থেকে ১৩.২৫ ঘটিকায়, নারাজ মার্থাপুর থেকে ১৩.৫৫ ঘটিকায়, জাজপুর কেওনঝড় রোড থেকে ১৪.৫২ ঘটিকায়, ভদ্রক থেকে ১৫.১৫ ঘটিকায়, বালেশ্বর থেকে ১৬.১৫ ঘটিকায়, হিজলি থেকে ১৭.৫০ ঘটিকায়, মেদিনীপুর থেকে ১৯.২৫ ঘটিকায়, বিষ্ণুপুর জং. থেকে ২০.২২ ঘটিকায়, বাঁকুড়া থেকে ২০.৫২ ঘটিকায়, আদ্রা জং. থেকে ২২.২০ ঘটিকায়, ভোজুডি থেকে ২৩.০০ ঘটিকায় ছেড়ে দ্বিতীয় দিনে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু জং. গোমোহ থেকে ০১.২৫ ঘটিকায়, কোডার্মা থেকে ০২.২০ ঘটিকায়, গয়া জং. থেকে ০৪.০০ ঘটিকায়, দেহরি-অন-সোন থেকে ০৫.০০ ঘটিকায়, সাসারাম থেকে ০৫.১৪ ঘটিকায়, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং. থেকে ০৭.০৫ ঘটিকায় এবং বারাণসী জং. থেকে ০৮.১০ ঘটিকায় যাত্রা শুরু করে, এটি জৌনপুর থেকে ০৯.৫০ ঘটিকায়, ঔঁরিহার থেকে ১০.৫৮ ঘটিকায়, মাউ থেকে ১২.১০ ঘটিকায়, দেওরিয়া সদর থেকে ১৩.৪৮ ঘটিকায়, গোরখপুর থেকে ১৫.০০ ঘটিকায়, বস্তি থেকে ১৬.০৪ ঘটিকায় এবং গোন্ডা থেকে ১৭.৩৫ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে সবশেষে এটি ২০.০০ ঘটিকায় গোমতী নগরে পৌঁছাবে। এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ যুক্ত থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে ০১টি জেনারেটর-কাম-লাগেজ ভ্যান, ০৪ টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ, ০৬ টি স্লিপার শ্রেণীর কোচ, ০২টি এসি টু-টায়ার কোচ, ০৫ টি এসি থ্রি-টায়ার কোচ, ০১টি এসি প্রথম শ্রেণীর কোচ এবং ০১ টি LSLRD কোচ।

পুলিশের কড়া অভিযান, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও তোলাবাজ দমনে একাধিক গ্রেফতার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ মে ঃ রাজ্যে পালাবাদল হতেই জেলা জুড়ে দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের। জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে তারা। জেলার বিভিন্ন থানায় অভিযান চালিয়ে মোট ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৯ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমান থানার রাজা ভুঁইয়া, গোবিন্দ বল, শেখ রাজা ও রাজা ধর, শক্তিগড় থানার হাসান খান ওরফে চাঁদুল, গলসি থানার শেখ মনিরুল ওরফে মিঠু এবং আউশগ্রাম থানার সমর হালদার, স্বপন শিকদার ও বরজাহান মোল্লা ওরফে আবলুশকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনায় পৃথক মামলা রুজু করে ধৃতদের আদালতে পেশ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন মামলায় আরও

২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এবং ৩৭ জন রাউডির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রবিবারও পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার জ্যোৎশ্রীরাম পঞ্চয়েতের সদস্য তপন মালিক এবং এক তৃণমূল কর্মী রফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া অবৈধ মদের বিরুদ্ধেও কড়া অভিযান চালানো হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। অভিযানে ৪০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় ভাতার থানার মোজারুল মির্জা ওরফে মনিরুল মির্জা এবং পূর্বস্থলী থানার রফিক শেখ ওরফে ছোটুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভয় ও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা তোলাবাজ ও দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে গত এক সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে মোট ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে বর্ধমান থানার শিবশঙ্কর ওরফে শিবু এবং খন্দকার ফজলুর রহমান ওরফে সবুজ, কাটোয়া থানার বাবুলাল শেখ ও চাটু শেখ, জামালপুর থানার শেখ সাহাবুদ্দিন ওরফে দানি, তবরক আলি মণ্ডল ও শেখ আজাদ রহমান, গলসি থানার সৈলেন হালদার ওরফে বিল্টু এবং রহমত মোল্লা, খণ্ডঘোষ থানার শেখ হাবিবুর রহমান ওরফে চাঁদ, আলিহোসেন মণ্ডল ওরফে নাটু, নজবুল হোসেন ওরফে শেখ লোটন ও হাবিবার মোল্লা এবং মেমারি থানার রাজকুমার মণ্ডল ও সঞ্জয় মণ্ডল। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অপরাধ দমন, তোলাবাজি রুখে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের বিশেষ অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে।

অস্তিত্বের সংকটে বসিরহাটের ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ১৭ মে ঃ একসময় গোটা বাংলায় গজ ব্যান্ডেজ সরবরাহ হত এখান থেকেই, আর আজ অস্তিত্বের সংকটে বসিরহাটের ঐতিহ্য। ১৯৪৬ সালের কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল থেকে একসময় গোটা রাজ্যে গজ- ব্যান্ডেজ সরবরাহ হত। সেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সামগ্রী অজান্তেই বিক্রি হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য বসিরহাটে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে অবস্থান-বিক্ষোভে বসলেন কো-অপারেটিভের সদস্যরা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ১৯৪৬ সালে তৈরি হয়েছিল বসিরহাট কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিমিটেড। একসময় এই প্রতিষ্ঠান থেকে গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালে গজ ব্যান্ডেজ সরবরাহ করা হত। পাশাপাশি উচ্চমানের শাড়ি, গামছা, বিছানার কভার, ধুতি-সহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি হত। বহু শ্রমিক ও পরিবারের জীবিকা নির্ভর করত এই শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে। অভিযোগ, সম্প্রতি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এই কো-অপারেটিভের অফিস ও জমি বিক্রির চক্রান্ত করা হচ্ছে। কো-অপারেটিভের সদস্যদের দাবি, এলাকার শ্রমিক সংগঠনের নেতা-সহ বেশ কয়েকজন এই কাজে যুক্ত। এমনকি ইন্ডাস্ট্রিয়ালের ভিতরে থাকা বহু যন্ত্রপাতিও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন সদস্যরা। তাদের দাবি, যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে এবং অবিলম্বে এই শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করতে হবে।

রাস্তা নিয়ে বিবাদ প্রতিবেশীদের, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ মে ঃ রবিবার মালদার ইংরেজবাজার শহরে রাস্তা ও জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় উভয়পক্ষের মোট তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই দুই পক্ষই ইংরেজবাজার থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকার বাসিন্দা শুভাশিস দাসের অভিযোগ, তাঁদের বাড়ির সামনে অবৈধ নির্মাণ করে রাস্তা আটকে দিয়েছেন প্রতিবেশীরা। অভিযুক্তরা তৃণমূল সমর্থক হওয়ায় বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁর। শুভাশিসবাবুর আরও অভিযোগ, সরকার পরিবর্তনের পর পুরসভা থেকে জায়গা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হলে অভিযুক্তরা তাঁদের পরিবারের উপর চড়াও হয়। অন্যদিকে অভিযুক্ত প্রতিবেশীর পাল্টা দাবি, শুভাশিস দাস এলাকায় অবৈধভাবে মদের আসর বসান। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করায় তাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। এমনকি তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগও তোলা হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। তবে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের দাবি, এটি রাজনৈতিক নয়, সম্পূর্ণ পারিবারিক বিবাদের ঘটনা।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
সুবীর কুমার রায়চৌধুরী
আমোক্তারনামা দাতাঃ **রিয়া দাস**
ঠিকানাঃ **আদর পাড়া, কোতয়ালী, পোঃ+ জেলা-জলপাইগুড়ি, ৭৩৫১০১**
গ্রহীতাঃ **সুবীর কুমার রায়চৌধুরী**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **ARA-4 1** নং বহি **I-1904 15/01/2026** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-511 Dt. 12/02/2026**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/2610**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-24, R.S. খতিয়ান - 4249/55 L.R. খতিয়ান - 72, RS দাগ - 85 LR দাগ - 155 জমির পরিমান 2.27 কাঠা বা 0.0375 ডেসিমেল
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সুবীর কুমার রায়চৌধুরী**
পিতাঃ মৃত যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী
ঠিকানাঃ নতুন পাড়া, ওয়ার্ড নং-৭, কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১

কালবৈশাখীর ঝড়ে ভাঙলো বহু গাছ, ক্ষয়ক্ষতি বাড়িরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৭ মে ঃ শনিবার রাতের কয়েক মিনিটের কালবৈশাখীর ঝড়ে লন্ডভন্ড হলো আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বংশীধরপুর গ্রাম। এদিন ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়ে বহু গাছপালা। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বেশ কিছু ঘরবাড়ি। ছিঁড়ে গিয়েছে বিদ্যুৎবাহী তারও। জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বংশীধরপুরের অধিকারী পাড়া। সেখানকার এক বাসিন্দার বাড়ির ওপর গাছ ভেঙে দুটি ঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। একই গ্রামের এক বাসিন্দার বাগানের বহু গাছ ভেঙে পড়ে। এছাড়াও এলাকার বেশ কয়েকজনের বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। তিনি জানান, ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের উপরমহলে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

দুই ‘চিরশত্রুকে মেলালেন টুটুদা, মোহনবাগান রত্নকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দুই প্রধানের

গোলনষ্টের ডার্বিতে শেষবেলায় নাটকীয় ড্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ ডার্বি অমীমাংসিত। খেলা শেষ হল ১-১ গোলে। গোটা ম্যাচজুড়ে গোলনষ্টের মেলা ছিল। কিন্তু যত নাটক বাকি ছিল শেষ ১০ মিনিটে। ইস্টবেঙ্গল এডমুন্ডের ৮৪ মিনিটের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর তেড়েফুঁড়ে ওঠে মোহনবাগান। ৮৯ মিনিটে গোল শোধ করে মোহনবাগান। কিন্তু শেষের দিকে সহজ সুযোগ মিস করেন ম্যাকলারেন। ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার প্রভসুখন গিলকে একা পেয়ে তাঁর গায়েই মারেন অজি স্ট্রাইকার।ডার্বি মানেই মার-মার কাট-কাট। ডার্বি মানেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া নয়। বিশেষ করে এবারে আইএসএলের পয়েন্ট টেবিলের যা পরিস্থিতি, তাতে দুই প্রধানের সমর্থকদের প্রতিদ্বংদ্বিতা রীতিমতো শত্রুতায় পরিণত হওয়ার কথা। কিন্তু এবার ডার্বিটা একটু অন্যরকম ছিল। ম্যাচের আগে ট্রোলিং ছিল না, দেখে নেওয়ার হুমকি ছিল না। নেপথ্যে একজনই, সদ্যপ্রয়াত টুটু বোস। হ্যাঁ, এবারের ডার্বিতে নামার আগেও জয়ের তৃষ্ণা দুই দলেই ছিল। মনে মনে প্রতিপক্ষে পরাস্ত করার বাসনাও ছিল। কিন্তু সেসবকে ছাপিয়ে রয়ে গেল টুটুদার প্রতি

সম্মান। যুবভারতীতে দুই চিরশত্রুকে মিলিয়ে দিলেন ময়দানের প্রবাদপ্রতিম ক্রীড়াকর্তা।

এদিন ম্যাচ শুরুর আগে টুটু বোসকে স্মরণ করে এক মিনিট নীরবতা পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফেডারেশন। সেই মতো দুই দলের ফুটবলারদের দেখা যায় সেন্টার সার্কলের কাছে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করতে। কার্যত গোটা স্টেডিয়ামে পিন পতনের নিশব্দতার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই মুহূর্তেই স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে ভেসে ওঠে টুটুবাবুর সহাস্য ছবি। ফেডারেশনের তরফে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয় মোহনবাগান রত্নকে। দুই দলের তরফেও টুটুবাবুকে শ্রদ্ধা জানাতে ফুটবলাররা নামেন কালো আর্মব্যান্ড পরে। দুই প্রধানের গ্যালারিতেই টুটুবাবুকে শ্রদ্ধা জানাতে টিফো আনা হয়েছিল। মোহনবাগানের গ্যালারিতে প্রত্যাশিতভাবেই বিরাট টিফো দেখা যায়। একটি বড় টিফোতে একসঙ্গে দুই প্রধানের কিংবদন্তি দুই কর্তা টুটু বোস এবং পলটু দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকরা। টুটু বোস শ্রেফ মোহনবাগান ক্লাবের সর্বকালের অন্যতম সেরা প্রশাসক নন, টুটু বোস ময়দানের সেই মহীরুহ যাকে কেন্দ্র করে মোহনবাগান ক্লাবের ডালপালা মেলা, যাকে কেন্দ্র করে বহু সবুজ-মেরুন সমর্থকদের স্বপ্ন দেখা, যাকে কেন্দ্র করে কঠিন পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রশিক্ষা। তিনি চিরকালীন অভিভাবক। তাই টুটুবাবুকে চিরকালীন অভিভাবক হিসাবে বর্ণনা করেও টিফো দেখা যায় সবুজ-মেরুন গ্যালারিতে। মোহনবাগান আর্থিক সমস্যায় ভুগেছে, তখনই ত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে এসেছেন টুটু বোস। দীর্ঘদিন স্পনসরহীন ক্লাবকে নিজের সন্তানের মতো করে লালন-পালন করেছেন। তাই একটি ফ্যান ক্লাবের টিফো-তে দেখা গেল 'মুশকিল আসান-টুটু বোস।' ইস্ট-মোহন নির্বিশেষে ' বরাবরই সমর্থকদের খুব কাছের। তিনি ময়দানে অজাতশত্রু। তাই ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতেও টুটুবাবুকে নিয়ে টিফো দেখা গিয়েছে।

১৪২ বছরের অপেক্ষার অবসান! স্বামীজির স্মৃতিবিজড়িত টাউন ক্লাব প্রথমবার সিএবি লিগ চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ কলকাতার ঘরোয়া ক্রিকেটে লেখা হল নতুন ইতিহাস। ১৪২ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো সিএবি প্রথম ডিভিশন লিগের চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব। ফাইনালে শক্তিশালী মোহন বাগন সুপার জায়াট স-কে প্রথম ইনিংসের লিডে হারিয়ে কলকাতা ময়দানে ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করল টাউন ক্লাব। শুধু একটি ট্রফি জয় নয়, এই সাফল্য যেন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেট সংস্কৃতির এক আবেগঘন অধ্যায় হয়ে উঠল। সিএবি লিগের ফাইনাল ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে টাউন ক্লাব তোলে ৪০৩ রান। জবাবে মোহনবাগানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩৫৩ রানে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ৫০ রানের লিড পেয়ে যায় টাউন। শনিবার ম্যাচের দ্বিতীয় সেশন শেষে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ফলাফল নির্ধারণের মতো সময় আর অবশিষ্ট নেই। এরপর দুই দলই খেলা শেষ করার পথে হাঁটে। তখন টাউনের দ্বিতীয় ইনিংসের স্কোর ছিল ২৬২৫। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় টাউন ক্লাবকে। এই জয় শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট ক্লাবের সাফল্য নয়, বরং কলকাতা ময়দানের এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের পুনর্জাগরণের গল্প।

টাউন ক্লাব কলকাতার অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক ক্লাব। বাংলায় ক্রিকেটের পথিকৃ হিসেবে পরিচিত Saradaranjan Ray-এর নাম জড়িয়ে রয়েছে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, ময়দানের লোকমুখে এখনও শোনা যায় যে Swami Vivekananda

একসময় এই ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলেছিলেন। ফলে টাউন ক্লাব শুধু ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান নয়, এটি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও অংশ। সময়ের সঙ্গে এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বহু নামী ক্রিকেটার। Jiten Banerjee, Kartik Bose এবং Nimai Ghosh-এর মতো ক্রিকেটারদের উপস্থিতি টাউন ক্লাবের ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সেই কারণেই এই ট্রফি জয় ক্লাবের প্রাক্তন ও বর্তমান সদস্যদের কাছে আবেগের এক বিশেষ মুহূর্ত। ফাইনালে কিন্তু শুরুটা মোটেও সহজ ছিল না টাউনের জন্য। সল্টলেকের জেইউ সেকেন্ড ক্যাম্পাস মাঠে ম্যাচের শুরুতেই মোহনবাগানের বোলাররা চাপে ফেলে দেয় টাউনকে। মাত্র ৩০ রানেই ৪ উইকেট হারিয়ে বিপদের মুখে পড়ে দল। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, মোহনবাগান সহজেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে। কিন্তু সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় টাউন ক্লাব। দলের হয়ে অসাধারণ লড়াই করেন Sachin Yadav এবং Abhileen Ghosh। শচীন করেন ১১৪ রান এবং অভিলীন করেন ১০৬ রান। তাঁদের মধ্যে ২১০ রানের দুর্দান্ত পার্টনারশিপ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই জুটিই টাউনকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করায়। এরপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন Shubham Sarkar এবং Rahul Prasad শুভম অপরাজিত ৬৬ রান করেন, আর বাংলার রঞ্জি দলের সদস্য রাহুল করেন ৫৪ রান। তাঁদের ব্যাটে ভর করেই ৪০৩ রানের বড় স্কোর দাঁড় করায় টাউন। বল হাতেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন Dipansh Chauhan তাঁর ৫ উইকেট মোহনবাগানের ব্যাটিংকে চাপে ফেলে দেয়। সবুজ-মেরুন শিবিরের হয়ে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন Vivek Singh এবং Shakir Habib Gandhi বিবেক করেন ৭৫ রান এবং শাকির করেন ৫১। কিন্তু দলকে লিডের কাছে পৌঁছে দিতে পারেননি তাঁরা। দ্বিতীয় ইনিংসে টাউন কার্যত ম্যাচ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ওপেনার Aishik Patel এবং Ankar Pal দুরন্ত ব্যাটিং করেন। ঐশিক করেন ৮৯ রান, আর অঙ্কর খেলেন ১৩৫ রানের অনবদ্য ইনিংস। তাঁদের ২৫০ রানের উদ্বোধনী জুটিই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্রয়ের দিকে এগোলে দুই দলই খেলা শেষ করতে সম্মত হয়। কিন্তু প্রথম ইনিংসের লিডের সুবাদে চ্যাম্পিয়নের মুকুট ওঠে টাউন ক্লাবের মাথায়। ম্যাচ শেষে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ক্রিকেটাররাও। বাংলার ক্রিকেটার রাহুল প্রসাদ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই ক্লাবের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানতাম, টাউন আগে কখনও চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তাই এবার ট্রফি জেতার আলাদা তাগিদ ছিল। নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অবশেষে লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় খুব ভালো লাগছে। এই জয় প্রমাণ করে দিল, ঐতিহ্য আর ইতিহাস কখনও হারিয়ে যায় না। সময়ের অপেক্ষায় থাকে শুধু নতুন করে জেগে ওঠার। ১৪২ বছরের প্রতীক্ষার পর টাউন ক্লাব সেই স্বপ্নপূরণের মুহূর্তকে বাস্তবে রূপ দিল। কলকাতার ঘরোয়া ক্রিকেটে এই সাফল্য বহুদিন মনে রাখবে ক্রীড়াপ্রেমীরা।

চেলসিতে জাবি আলোন্সো, রিয়ালে ফিরছেন মোরিনহো! ইউরোপিয়ান ফুটবলে কোচ বদলের ঝড়

১৭ মে ঃ ইউরোপীয় ফুটবলে ফের শুরু হয়েছে কোচ বদলের বড়সড় নাটক। একদিকে দশ বছরে দশম কোচ বদলের পথে হাঁটছে চেলসি এফসি, অন্যদিকে আবার পুরনো সম্পর্ককে ফিরিয়ে আনতে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ফুটবল মহলে জোর জল্পনা, খুব শীঘ্রই চেলসির নতুন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন Xabi Alonso। একইসঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদে দ্বিতীয়বারের জন্য কোচ হয়ে ফিরতে পারেন কিংবদন্তি পর্তুগিজ ম্যানেজার Jos Mourinho। ইংল্যান্ডের ফুটবল মহলে ইতিমধ্যেই এই দুই সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত ঘিরে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে চেলসির ক্ষেত্রে কোচ বদলের ধারাবাহিকতা নতুন করে সমালোচনার মুখে ফেলেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষকে। গত এক দশকে একের পর এক কোচ বদলেও প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে। ফলে এবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় .বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ক্লাব। শনিবারের এফএ কাপ ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটি-এর কাছে ০-১ গোলে হারের পর চেলসির পরিস্থিতি আরও চাপে পড়ে। ম্যাচের ৭২ মিনিটে সিটির হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন Antoine Semenyo। এই জয়ের মাধ্যমে চলতি মরশুমে দ্বিতীয় .ট্রফি জিতে নেয় পেপ গুয়ার্দিওলার দল। অন্যদিকে বড় ম্যাচে আবারও ব্যর্থ চেলসির উপর ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে সমর্থকদের মধ্যে। ফাইনালের পর থেকেই চেলসির কোচিং স্টাফে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলতে শুরু করে। সম্প্রতি কোচ Liam Rosenior-এর বিদায়ের পর অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন Callum McFarlane।

তবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজছিল। সেই কারণেই জাবি আলোন্সোর সঙ্গে চার বছরের চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার খবর সামনে এসেছে। স্প্যানিশ ফুটবলের অন্যতম পরিচিত মুখ জাবি আলোন্সো কোচ হিসেবেও ইতিমধ্যেই নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। Bayer Leverkusen-কে বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন করার পর তাঁর জনপ্রিয়তা দ্রুত বেড়ে যায়। পরে তিনি রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নেন। কিন্তু ড্রেসিংরুমে একাধিক তারকা ফুটবলারের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে তাঁর রিয়াল অধ্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিশেষ করে Kylian MbappØ এবং Vincius Junior-এর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে বলে খবর। তবে চেলসি কর্তারা মনে করছেন, তরুণ এবং কৌশলী কোচ হিসেবে জাবি নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের নিয়ে .দলকে আবারও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে পারবেন। ক্লাবের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর ফুটবল দর্শন মিলছে বলেও মনে করা হচ্ছে। দ্রুত আক্রমণভিত্তিক ফুটবল, মিডফিল্ড নিয়ন্ত্রণ এবং তরুণ প্রতিভা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাবির দক্ষতা চেলসির ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে স্পেনে আরও বড় খবর তৈরি করেছে রিয়াল মাদ্রিদের সম্ভাব্য কোচ পরিবর্তন। ক্লাবের বর্তমান কোচ olvaro Arbeloa-র পারফরম্যান্সে নাকি মোটেই সন্তুষ্ট নন রিয়াল কর্তারা। চলতি মরশুমে দল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি ঘরোয়া লিগ শিরোপাও হাতছাড়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, দলের ড্রেসিংরুমেও নাকি অশান্তি চরমে উঠেছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রিয়ালের দুই তারকা ফুটবলার Federico Valverde এবং Aurlien Tchouamni-র মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। পরে তাঁদের জরিমানাও করা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই কোচ আরবেলোয়ার উপর চাপ বাড়তে থাকে। ক্লাব কর্তাদের ধারণা, দলের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে আবারও অভিজ্ঞ এবং কঠোর মানসিকতার কোচের সন্ধান শুরু করে রিয়াল মাদ্রিদ। আর সেই কারণেই জোসে মোরিনহোর নাম সামনে আসে। সংবাদমাধ্যমের দাবি, রিয়াল কর্তাদের সঙ্গে মোরিনহোর আলোচনা ইতিমধ্যেই প্রায় চূড়ান্ত। খুব শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে। মোরিনহো এর আগে ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের কোচ ছিলেন। তাঁর সময়ে দল লা লিগা এবং কোপা দেল রে জিতেছিল। বিশেষ করে বার্সেলোনার আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মোরিনহোর রিয়াল ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। যদিও তাঁর সময়েও ড্রেসিংরুমে বিতর্ক এবং ফুটবলারদের সঙ্গে সংঘাতের খবর সামনে এসেছিল, তবু বড় ম্যাচে দলকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার ক্ষমতার জন্য এখনও তিনি বিশ্ব ফুটবলে বিশেষভাবে সম্মানিত। বর্তমানে মোরিনহো S.L. Benfica-র কোচ হিসেবে কাজ করছেন। তবে রিয়ালের ডাক এলে তিনি আবার স্পেনে ফিরতে প্রস্তুত বলেই মনে করা হচ্ছে। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপের বড় ক্লাবগুলিতে এখন ফলাফলের উপর চাপ এতটাই বেশি যে কোচদের দীর্ঘমেয়াদি সময় দেওয়া খুব কমই দেখা যায়। চেলসি এবং রিয়াল-দুই ক্লাবই এখন নতুন করে নিজেদের ভবিষ্য গড়ার পথে হাঁটছে। তবে শুধু কোচ বদল করলেই সাফল্য ফিরবে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ইউরোপীয় ফুটবলে আবারও শুরু হয়েছে বড় রদবদলের মরশুম। চেলসিতে জাবি আলোন্সোর সম্ভাব্য আগমন এবং রিয়ালে মোরিনহোর প্রত্যাবর্তন ফুটবল বিশ্বে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে। এখন দেখার, এই দুই ঐতিহাসিক ক্লাব নতুন কোচদের হাত ধরে আবারও সাফল্যের শিখরে ফিরতে পারে কি না।

আবারও ট্রফিহীন রোনাল্ডো! স্বপ্নভঙ্গের রাতে বিতর্কে জড়ালেন সিআর সেভেন

১৭ মে ঃ ফুটবল বিশ্বের অন্যতম বড় তারকা Cristiano Ronaldo-র ট্রফিখরা যেন কাটছেই না। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে এখনও তিনি ধারাবাহিক, এখনও গোল করছেন নিয়মিত। কিন্তু দলগত সাফল্য যেন বারবার ফসকে যাচ্ছে তাঁর হাত থেকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু ফাইনালে হেরে আরও একবার শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ভাঙল রোনাল্ডোর দল Al Nassr FC-র। ফাইনালে জাপানের ক্লাব Gamba Osaka-র কাছে ০-১ গোলে পরাজিত হল সৌদি জায়ান্টরা। আর এই হারের পরেই বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এলেন সিআর সেভেন। ম্যাচ শেষের পর তাঁর আচরণ ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা এবং সমালোচনা। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই ক্যামেরা ঘুরে যায় রোনাল্ডোর দিকে। দেখা যায়, হতাশ মুখে কিছুক্ষণ মাঠে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না আরও একবার ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে টানেলের দিকে হাঁটতে শুরু করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। কিন্তু বিতর্কের সূত্রপাত হয় অন্য জায়গায়। দলের বাকিরা যখন রানার্স-আপ হিসেবে রুপোর পদক গ্রহণের জন্য সারিবদ্ধ হচ্ছিলেন, তখন অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না রোনাল্ডো। এই দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। সমর্থকদের একাংশ মনে করছেন, দীর্ঘদিন ধরে ট্রফি না জেতার হতাশা থেকেই এমন আচরণ করেছেন তিনি। আবার অনেকে এটিকে ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার পরিপন্থী বলেও কটাক্ষ করেছেন। ম্যাচের দিকে তাকালে দেখা যায়, শুরু থেকেই লড়াই ছিল জমজমাট। তবে আল নাসেরের আক্রমণভাগ যতই সক্রিয় থাকুক, গোলের সামনে কার্যকারিতা ছিল না। ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে প্রথমার্ধের ৩০ মিনিটে। গাম্বা ওসাকার হয়ে গোল করেন Deniz Hmmet। সেই গোলের পর পুরো ম্যাচে বলের দখল বেশি থাকলেও গোল শোধ করতে ব্যর্থ হয় আল নাসের। রোনাল্ডো নিজেও নিজের স্বাভাবিক ছন্দে ছিলেন না। পুরো ম্যাচে পাঁচটি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি তিনি। এমনকি দুটি সহজ সুযোগও

হাতছাড়া করেন। ফলে ম্যাচ শেষে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাঁকেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। এক সমর্থক লেখেন, এই দলটা যেন সৌদি আরবের আর্সেনাল-বড় ম্যাচ এলেই ব্যর্থ। আরেকজনের মন্তব্য, রোনাল্ডো আরও ভালো দল পাওয়ার যোগ্য। আল নাসের ওঁকে বারবার হতাশ করছে। আবার কেউ কেউ সরাসরি দলের মানসিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। এক নেটিজেন লিখেছেন, চাপের ম্যাচে এই দল ভেঙে পড়ে। জেতার মানসিকতাই নেই। ২০২৩ সালে সৌদি আরবে যোগ দেওয়ার পর থেকে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে অবশ্য ধারাবাহিক থেকেছেন রোনাল্ডো। ইউরোপীয় ফুটবল ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে .অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু গোল করার দক্ষতা যে এখনও কমেনি, তা বারবার প্রমাণ করেছেন তিনি। চলতি মরশুমে ৩৬ ম্যাচে ২৮ গোল করেছেন সিআর সেভেন। ৪১ বছর বয়সেও তাঁর ফিটনেস এবং গোল করার ক্ষমতা এখনও বিশ্ব ফুটবলে আলোচনার বিষয়। তবে ব্যক্তিগত সাফল্যের মাঝেও দলগত ব্যর্থতা যেন তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত পাঁচ বছরে মোট ১৪ বার শিরোপা হাতছাড়া হয়েছে রোনাল্ডোর। তাঁর মতো একজন সিরিয়াল উইনারের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে হতাশাজনক। ইউরোপে দীর্ঘ কেরিয়ারে তিনি যেখানে একের পর এক ট্রফি জিতেছেন, সেখানে সৌদি আরবে এসে এখনও বড় আন্তর্জাতিক সাফল্যের মুখ দেখেননি। তবে মরশুম এখনও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। সৌদি প্রো লিগ জয়ের দৌড়ে এখনও এগিয়ে রয়েছে আল নাসের। ৩৩ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৮৩ পয়েন্ট। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী Al Hilal SFC-এর পয়েন্ট ৮১। ফলে লিগ শিরোপার লড়াই এখনও পুরোপুরি খোলা রয়েছে। গাম্বা ওসাকার কাছে ফাইনালে হারার দিনই আল হিলাল নিজেদের ম্যাচ জিতে ব্যবধান কমিয়ে ফেলেছে। ফলে শেষ কয়েকটি ম্যাচ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে .উঠেছে। রোনাল্ডোর সামনে এখন একটাই লক্ষ্য-যে করেই হোক মরশুমটা অন্তত একটি ট্রফি দিয়ে শেষ করা। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, আল নাসেরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বড় ম্যাচে চাপ সামলানোর অভাব। দলে তারকা ফুটবলার থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তারা নিজেদের সেরাটা দিতে পারছে না। সেই কারণেই রোনাল্ডোর মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারের উপস্থিতি সত্ত্বেও ট্রফি অধরা থেকে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে, এএফসি চ্যাম্পিযন্স লিগ টু ফাইনালের এই হার শুধু আরেকটি পরাজয় নয়, বরং রোনাল্ডোর বর্তমান ফুটবল জীবনের হতাশার প্রতিচ্ছবি। ব্যক্তিগত উজ্জ্বলতা থাকলেও দলগত ব্যর্থতা এবং ট্রফিখরা যেন তাঁর কেরিযারের শেষ অধ্যাযকে কঠিন করে তুলছে। এখন দেখার, সৌদি প্রো লিগের শিরোপা জিতে এই হতাশা কাটাতে পারেন কি না সিআর সেভেন।

থামল ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই, প্রয়াত লিয়েন্ডারের মা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ মে ঃ প্রয়াত লিয়েন্ডার পেজের মা জেনিফার। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি নিজেও দীর্ঘদিন বাস্কেটবল খেলেছেন। ক্যানসারের আক্রান্ত ছিলেন জেনিফার। অবশেষে সেই লড়াই থামল। লিয়েন্ডারের মায়ের প্রমাণে শোকবার্তা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, গত বছর আগস্ট মাসে প্রয়াত হন লিয়েন্ডারের বাবা ভেস পেজ। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মা'কে হারালেন ভারতের কিংবদন্তি টেনিস তারকা। জেনিফার ১৯৭২ সালের অলিম্পিক্সে ভারতের বাস্কেটবল দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৮২ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। ভারতের প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ভেস পেজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ভেস ১৯৭১ সালে হকি বিশ্বকাপের ব্রোঞ্জজয়ী দলে ছিলেন। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতের ব্রোঞ্জজয়ী হকিদলের সদস্য ছিলেন। এক পরিবারের তিন সদস্যই অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছেন, এমন উদাহরণ ভারতে নেই। দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন জেনিফার। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ৭২

বছরে তাঁর লড়াই থামল। জেনিফারের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ' টেনিস কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজের মা জেনিফার পেজের প্রয়াণে শোকাহত। ভারতীয় ক্রীড়ায় তাঁর অবদান চিরকাল মনে থাকবে। লিয়েন্ডার ও তাঁর পরিবারের জন্য আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। তাঁর পরিবার যেন এই অপূরণীয় ক্ষতিবহন করার শক্তি পায়। তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করি।'জেনিফার ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশধর। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি'তে যোগদান করেন লিয়েন্ডার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com